কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের

তথ্য, পরিকল্পনা (২০২২-২০২৭) ও বাজেট (২০২২-২০২৩)

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ
কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ

উপজেলা পরিষদ কার্যালয়

কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ।

উপদেষ্টা

জনাব রৈয়দা জাকিয়া নূর লিপি
মাননীয় সংসদ সদস্য-
কিশোরগঞ্জ সদর-৬ (কিশোরগঞ্জ সদর-হোসেনপুর)

❖ সার্বিক সহযোগিতায়

i. জনাব **মামুন আল মাসুদ খান,** চেয়ারম্যান, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ।
ii. জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার, ভাইস চেয়ারম্যান, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ।
iii. জনাব মোছাঃ মাছুমা আক্তার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ।

❖ সম্পাদনায়

মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ

❖ সহযোগিতা/প্রকাশনা কমিটি

১. মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ
২. দুর্গা রানী সাহা
উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর
উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ, কিশোরগঞ্জ সদর
৩. মোহাম্মদ ছালাতুররহমান ভূঞা
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ
৪. রোকসানা আরা
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ।
৫. হাফসা আক্তার
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ।

❖ কারিগরী সহযোগিতায়

i. মোঃ আশরাফুল খালেক আলমগীর
সহকারী প্রোগ্রামার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ

❖ আর্থিক সহায়তায়

স্থানীয় সরকার বিভাগ, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ

❖ প্রকাশকাল

জুলাই ২০২২ খ্রিঃ

❖ গ্রাফিক্স ডিজাইন ও কম্পোজ

রোদেলা কম্পিউটার্স, হাসপাতাল রোড, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ সদর
মোবাইলঃ ০১৯১৫-৭২৬৩৪৫, ই-মেইলঃ rodelacomputers@gmail.com

বানী

ডাঃ সৈয়দা জাকিয়া নূর লিপি
মাননীয় সংসদ সদস্য-.....
কশোরগঞ্জ সদর- (কিশোরগঞ্জ সদর-৬)
০১৩১৮৭৯৫১৮৯

অবারিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এবং নিভৃত পল্লীর শান্তি আশ্রম খ্যাত একটি জনপদ কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা। সংসদ সদস্য এবং উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে এ উপজেলার পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি।

উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে জাতীয় সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ সবক্ষেত্রেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সূচিত দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান সহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সততা স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের উদাত্ত আহ্বান জানাই। এই পরিকল্পনা প্রণয়নের ফলে উপজেলা পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা এবং উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ডে বড় ধরনের প্রকল্প এ উপজেলায় প্রদানের ক্ষেত্রে সংসদ-সদস্য হিসেবে আমার প্রচেষ্টা সর্বদা অব্যাহত থাকবে। তথ্য পরিকল্পনা ও বাজেট প্রদত্ত বার্ষিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়নে উপজেলাবাসীর সাথে আমার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ এবং পরামর্শ থাকবে।

জনগণের অংশগ্রহণ ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার সময় উপযোগী বাজেট প্রণয়ন করতে পারে যেকোনো ধরনের উন্নয়নকে সার্থক করে তুলতে। এক্ষেত্রে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের এ ধরনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

পরিশেষে আমি এ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের তথ্য, কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট বই হতে যাচ্ছে তার সাথে জড়িত সকল জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ।

শুভেচ্ছান্তে
স্বাক্ষরিত
ডাঃ সৈয়দা জাকিয়া নূর লিপি, এমপি

জেলা প্রশাসক
কিশোরগঞ্জ

বাণী

কিশোরগঞ্জ জেলার কোল ঘেঁষে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার অবস্থান। ইতিহাস খ্যাত বীর বারভূঞা প্রধান মসনদে আলা ঈশাখা, বাংলা সাহিত্যের আদিম হিলা কবি চন্দ্রাবতী, মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য আস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহ আসংখ্য কীর্তিমান পুরুষ ও মহিলার স্মৃতিধন্য জন্মভূমি এ কিশোরগঞ্জে। অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব রয়েছে এই উপজেলায়। দীর্ঘমেয়াদী উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২০২৭) সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পথ দেখাবে। পরিষদের সীমিত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার ভিত্তি হবে সমবেত উন্নয়ন অর্জনের দর্শন।

কঠোর পরিশ্রম ও শত প্রতিকূল পরিবেশের মাধ্যমে তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়ন করায় আমি কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ ও সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দকে অভিনন্দন জানাই। বই প্রকাশনায় কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

উপজেলা পর্যায়ে সকল স্তরে সততা (ওহঃবমৎরঃু), স্বচ্ছতা (ঞৎধহংঢ়ধৎবহপু), জবাবদিহিতা (অপপড়ঁহঃধনরষরঃু) এবং আইনের শাসন (জঁষব ড়ভ খধ) আনয়নের জন্য এই বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বই অতীব জরুরী। তাই এর সাথে জড়িত থেকে যারা অক্লান্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম করে গেছেন সে সকল কর্মকর্তাগণ ও জনপ্রতিনিধিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ শামীম আলম

উপ-পরিচালক (উপসচিব)
স্থানীয় সরকার
কিশোরগঞ্জ

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো উপজেলা পরিষদ। জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে চাহিদা নিরূপণ করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ এবং জনগণকে সম্পৃক্ত রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে গণতান্ত্রিক, শক্তিশালী, স্বচ্ছ, জবাবদিহি, উন্নয়নমুখী ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। উপজেলা পরিষদকে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে স্থানীয়ভাবে জনগণের অংশগ্রহণে পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন হলো এ লক্ষ্য অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

আমরা জানি সুষ্ঠুভাবে কোন কাজ সম্পাদনের জন্য সঠিক ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনার কোন বিকল্প নেই। উপজেলা পরিষদ এর অন্যতম প্রধান কাজ হলো পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং এর আলোকে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। এরই ধারাবাহিকতায় কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চলমান কার্যক্রম ও আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন কর্মকান্ডের তথ্যচিত্র এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। জনগণের অংশগ্রহণে প্রস্তুত এ পরিকল্পনা স্থানীয় সম্পদ, উন্নয়ন সহযোগী এবং সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদানের অর্থে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এ বৃহৎ কর্মকান্ডের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান

চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ।

বাণী

তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা। আর সে জন্য প্রয়োজন তাদের অংশগ্রহণ। জনগণের চাহিদা নিরূপন করার জন্য তাদের নিয়ে পরিকল্পনা করা জরুরী। তাদের মতামতের ভিত্তিতে পরিকল্পনা করতে পারলে জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়ন করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র বিমোচন, স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও তৃণমূল পর্যায়ে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এই বইটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং উপজেলা পরিষদের কর্মকান্ডকে আরও গতিশীল করবে।

আমি বিশ্বাস করি উপজেলা পরিষদের এই মহতী উদ্যোগ সফল হবে তা দারিদ্র বিমোচনসহ উপজেলার সার্বিক উন্নয়নে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে। পরিকল্পনা একটি সচেতন ও পদ্ধতিগত প্রচেষ্টা যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের বিবিধ সম্পদকে সুবিবেচিত ও সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগিয়ে চাহিদা মাফিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মূলতঃ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি বর্তমান সরকার মানুষের অধিকার, চাহিদা ও ন্যায়ানুগ স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তথ্য সমৃদ্ধ, সঠিক কার্যকর পরিকল্পনা ও বাস্তব সম্মত প্রয়োগিক বাজেট প্রাক্কলন বর্তমান উপজেলা পরিষদ কার্যকরের জন্য অপরিহার্য্য।

মামুন আল মাসুদ খান

জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার
ভাইস চেয়ারম্যান
কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ

বাণী

উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী, কার্যকর গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে সরকার তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সামগ্রীক উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেখানে জাতীয় সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম। রাষ্ট্রীয় বা সেবা সংস্থা কর্তৃক সুসমন্বিত স্কীম/কার্যাবলী পরিচালনার জন্য একটি সঠিক ও বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা গাইড অনস্বীকার্য।

“রূপকল্প” বাস্তবায়নে পূর্বশর্ত হিসেবে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের (Decentralization) মাধ্যমে সুশাসন (Good Governance) প্রতিষ্ঠার যে পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে তার জন্য দরকার একটি টেকসই (Sustainable) উপজেলা পরিষদ। সর্বনিম্ন আয়ভূক্ত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশ উঠে আসার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই এরকম একটি কার্যকর কর্মপরিকল্পনার দাবি রেখে আসছিল।

পরিশেষে একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ তথ্যায়নের স্বার্থে তিনটি প্রধান বিষয়- তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেটের সমন্বয়ে প্রকাশিত বইটির সাথে জড়িত হাওর বেষ্টিত এই কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। খোদা হাফেজ।

মোঃ আব্দুস সাত্তার

মোছাঃ মাছুমা আক্তার
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ

বাণী

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একটি অসাম্প্রদায়িক (Non Communal), বৈষম্যহীন (Undiscriminated) ও সমানাধিকার (Equalitiy) ভিত্তিক বাংলাদেশ তৈরীতে বর্তমান সরকার প্রধান সফল নারী হিসেবে সকল কর্মপরিবেশ নারীবান্ধব করার পাশাপাশি উপজেলা পরিষদে ও তার প্রমাণ রেখেছেন। উপজেলা পরিষদের মহিলা আসন পূরণ সহ পরিষদ পূর্ণাঙ্গ রূপে কার্যকর হওয়া আজ সময়ের দাবী মাত্র।

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উপজেলা পরিষদ পুনঃপ্রবর্তন হওয়ায় সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় তৃণমূলের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা সংযোজনের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর যাত্রা শুরু হয় দুই দশক পর। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের বিবিধ সম্পদকে সুবিবেচিত ও সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগিয়ে মধ্যম আয়ের দেশে (Middle Income Country) পরিণত করতে একটি দূরদর্শী বাজেট ও পরিকল্পনার বিকল্প নেই। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা খুবই আশাব্যঞ্জক।

সমাজের সর্বস্তরে অংশগ্রহণে ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নিজেকে নিবেদিত কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। তাই ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারের সকল কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতার জন্য এই বইটি অতীব সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পরিশেষে, পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার সাথে জড়িত কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। আল্লাহ হাফেজ।

মোছাঃ মাছুমা আক্তার

মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ

সম্পাদকীয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো উপজেলা পরিষদ। প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের জন্মভূমি এই কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা। দীর্ঘমেয়াদী উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২০২৭) সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পথ দেখাবে। পরিষদের সীমিত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার ভিত্তি হবে সমবেত উন্নয়ন অর্জনের দর্শন।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদকে আরো গতিময় ও অংশীদারিত্বমূলক করার লক্ষ্যে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

দারিদ্র দূরীকরণ সরকারের অগ্রাধিকার কর্মসূচী, গ্রামীণ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণের জন্য বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন মিশন বাস্তবায়নে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক। জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় চাহিদা বিবেচনায় রেখে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নে ও প্রয়োগিক গবেষণা পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা সহ এ সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে উদ্ভাবিত নতুন নতুন মডেল জাতীয় কর্মসূচীর আকারে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়বারের মত তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নে কোনরূপ ভুলত্রুটি বা তথ্যের অসামঞ্জস্যতা হলে তা পরিমার্জনীয়।

উপজেলা পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন বিভাগ তাদের নিজ নিজ করণীয় বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে জনগণের কাঙ্খিত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে। এই পরিকল্পনা বই উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমকে চলমান রাখবে এবং এর সুদূর প্রসারী ফলাফল বিদ্যমান। পরিশেষে উপজেলা পরিষদ সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিগণসহ সকল কর্মকর্তা ও সহকর্মগণকে এ পরিকল্পনা প্রণয়নে অমূল্য অবদান রাখার জন্য প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা ও উপজেলা পরিচিতি

পৃষ্ঠা

১.১ ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট ১
১.২ উপজেলা পরিচিতি ১
১.৩ উল্লেখযোগ্য স্থান ও স্থাপনা ২
১.৪ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতা সমূহ ৫
১.৫ কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার মানচিত্র ৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ তথ্য সম্ভার

২.১ উপজেলার সাধারণ তথ্যঃ (এক নজরে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা) ৮
২.২ উপজেলা খাতভিত্তিক তথ্য সম্ভার ৯
২.২.১ উপজেলা পরিষদের সাধারণ কার্যাবলী ৯
২.২.১.১ উপজেলা নির্বাহী অফিস ৯
২.২.১.২ উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ১৩
২.২.১.৩ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ১৩
২.২.১.৪ উপজেলা কৃষি অফিস ১৫
২.২.১.৫ উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অফিস (এলজিইডি) ১৬
২.২.১.৬ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস ১৭
২.২.১.৭ উপজেলা মৎস্য অফিস ১৭
২.২.১.৮ উপজেলা সমাজ সেবা অফিস ১৮
২.২.১.৯ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ১৯
২.২.১.১০ উপজেলা শিক্ষা অফিস ২০
২.২.১.১১ উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস ২১
২.২.১.১২ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ২১
২.২.১.১৩ উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস ২১
২.২.১.১৪ উপজেলা সমবায় অফিস ২২
২.২.১.১৫ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস ২৩
২.২.১.১৬ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস ২৪
২.২.১.১৭ তথ্য আপাঃ তথ্যকেন্দ্র ২৬

২.২.২ অহস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের সাধারণ তথ্য ২৬
২.২.২.১ উপজেলা ভূমি অফিস ২৬
২.২.২.২ বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগ ২৭
২.২.২.৩ উপজেলা নির্বাচন অফিস ২৭
২.২.২.৪ উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস ২৮

২.২.২.৫	উপজেলা খাদ্য অফিস	২৮
২.২.২.৬	উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস	২৮
২.২.২.৭	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি	৩১
২.২.২.৮	আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক	৩৫
		৩৬
৩.১	উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত ও অহস্তান্তরিত বিভাগের বিদ্যমান তহবিল (২০২২-২৩)	৩৬
৩.২	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ এর ২০২২-২৩ সালের কার্যক্রম ও তহবিল	৩৬
৩.৩	উপজেলা পরিষদের তিন (০৩) বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল বিবরণী	৩৬
	রাজস্ব হিসাব (প্রাপ্ত আয়/ব্যয়)	৩৭
	উন্নয়ন তহবিলঃ আয়/ব্যয়	৩৭
৩.৪	উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়	৩৮

চতুর্থ অধ্যায়ঃ আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল

৪.১	রূপকল্প (Vision)	৩৯
৪.২	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার পাঁচটি প্রধান সমস্যা এবং সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে গৃহীত অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্পসমূহ	৪০
৪.৩	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গী ও আগামী পাঁচ বছরের (২০২২-২৭) উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি	৪২

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উন্নয়ন প্রস্তাব বা কার্যক্রম

৫.১	কমিটি ভিত্তিক পরিকল্পনা ছক (প্রস্তাবনা)	৪৩
৫.১.১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক কমিটি	৪৪
৫.১.২	কৃষি ও সেচ বিষয়ক কমিটি	৪৫
৫.১.৩	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো বিষয়ক কমিটি	৪৬
৫.১.৪	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক কমিটি	৪৭
৫.১.৫	সমাজ কল্যাণ বিষয়ক কমিটি	৪৮
৫.১.৬	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক কমিটি	৪৯
৫.১.৭	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক কমিটি	৫১
৫.১.৮	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি বিষয়ক কমিটি	৫২
৫.১.৯	যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি	৫৩
৫.১.১০	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি	৫৫
৫.১.১১	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক কমিটি	৫৬
৫.১.১২	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক কমিটি	৫৭
৫.১.১৩	আইন শৃংখলা বিষয়ক কমিটি	৬৯

৫.১.১৪ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি ৬৯
৫.১.১৫ পরিবেশ ও বন বিষয়ক কমিটি ৭০
৫.১.১৬ অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি ৭০
৫.১.১৭ বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কমিটি ৭১
৫.১.১৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটি ৭১
৫.১.১৯ খাদ্য নিয়ন্ত্রক বিষয়ক কমিটি ৭২
৫.২ মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহ ৭৩
৫.৩ ৭৮
৭৮
৮০

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বাজেট প্রণয়ন

৬.১ বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি ৮২
৬.২ বাজেট সূচী ৮৩
৬.৩ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ৮৪

সপ্তম অধ্যায়ঃ কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমের

৭.১ কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি ৮৫

অষ্টম অধ্যায়ঃ সার সংক্ষেপ

৮.১	সার সংক্ষেপ	৮৬

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা ও উপজেলা পরিচিতি

১.১ ভূমিকা ও প্রেক্ষাপটঃ

ইতিহাস খ্যাত বীর বারভূঞা প্রধান মসনদে আলা ঈশাখা, বাংলা সাহিত্যের আদিম হিলা কবি চন্দ্রাবতী, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক নিরোদসি.চৌধুরী , মুক্তিযদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহ অসংখ্য কীর্তিমান পুরুষ ও মহিলার স্মৃতিধন্য জন্মভূমি এ কিশোরগঞ্জ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাবে কিশোরগঞ্জ নামকরণ হয়েছে। বিখ্যাত প্রামানিক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণদাস প্রামানিকের ৬ষ্ঠ পুত্র ব্রজকিশোর প্রামানিক নরসুন্দা নদীর দুইতীরে ’’গঞ্জ” প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রজকিশোর প্রামানিকের ‘কিশোর’ এবং তার প্রতিষ্ঠিত ‘গঞ্জ’ এদুইয়ের সমন্বয়ে জনপদের নাম কিশোরগঞ্জ। অনুসন্ধানে জানাযায়, ১৮৪৫খ্রি: থেকে১৮৬০খ্রি: এ ১৫ বৎসরের যে কোন এক সময় কিশোরগঞ্জ থানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অত:পর ১৯৮৪ সালে উপজেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে

১.২ উপজেলা পরিচিতি ঃ

১.২.১. আয়তন ও অবস্থানঃ

১১টি ইউনিয়ন নিয়ে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা গঠিত। ভৌগলিকভাবে ২৪.২১ও২৪. .৪২ও৯০.৫২ পূর্বদ্রাঘিমাংশের মধ্যে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার অবস্থান। উপজেলাটির আয়তন১৯৩.৭৩ বর্গকিলোমিটার। উপজেলাটির উত্তরে ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলা ও কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলা, দক্ষিণে পাকুন্দিয়া ও কটিয়াদি উপজেলা, পূর্বে করিমগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে হোসেনপুর উপজেলা।

১.২.২ ইউনিয়ন তথ্যঃ

১১টি ইউনিয়ন নিয়ে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা গঠিত।ইউনিয়ন সমূহ যথাক্রমে রশিদাবাদ,লতিবাবাদ,মাইজখাপন, মহিনন্দ,যশোদল, বৌলাই, বিন্নাটি, মারিয়া, চৌদ্দশত,কর্শাকড়িয়াইল ও দানাপাটুলী।

ভাষা ও সংস্কৃতিঃ

সংস্কৃতির দিক থেকে কিশোরগঞ্জের রয়েছেগৌ রবোজ্জল ঐতিহ্য।িV ষকরে লোকসংস্কৃতির এক বিশাল ভান্ডার হচ্ছে কিশোরগঞ্জ।এ উপজেলার আঞ্চলিক মেয়েলি গীত, লোককাহিনী, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার,পালাগান ওলোকসাহিত্য সমগ্র বাংলাসাহিত্যে এক বিশাল স্থান দখল করে আছে।আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির অন্যতম অংশ আঞ্চলিক লোকসংগীত।

=== দর্শনীয়স্থান===

এ উপজেলায় উল্লেখ্যোগ্য কোন দর্শনীয় স্থান নেই।তবে উপজেলা সদরহতে প্রায়৬ কিমি দুরে মাইজখাপন ইউনিয়নের পাতুয়াইর গ্রামে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় আদি মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর জন্মস্থান। ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ, বত্রিশ প্রামানিক বাড়ীর ঐতিহাসিক পুকুর, ঐতিহাসিক পাগলা মসজিদও শহীদিমসজিদ রয়েছে।

=== মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা (ইউনিয়ন ভিত্তিক)===

গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা: বাংলাদেশের এমন কোন জনপতনেই, ১৯৭১ সালে যেখানে হানাদার পাকবাহিনী বাংগালীদের নির্বিচারে হত্যা করেনি।লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারীনির্যাতন এসবই ছিল দখলদারপাকবাহিনীর ৯মাসের নৈমিত্তিক কাজ।মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ওপরোক্ষ অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষের স্বস্বক্ষেত্রের অবদান মুক্তিযুদ্ধ কে করেছে মহিমান্বিত। মুক্তিযুদ্ধ এজন্য বাংগালীর শ্রেষ্ট বীরত্ব গাথা।মহানমুক্তিযুদ্ধে সদর উপজেলার বীরমুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামীজনতার উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। অগনিতসাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অকাতরে আত্মাহুতি দিয়েছেন। সদর উপজেলাধীন বত্রিশ মনিপুরঘাট ওমুকসেদপুরস্থ বড়পুলের নিকট বধ্যভূমি রয়েছে। তাছাড়া মহিনন্দ ইউনিয়নের ক্ষিরদগঞ্জ বাজারের নিকট ও কর্শাকড়িয়াইল ইউনিয়নে বড়ইতলা নামক স্থানে বধ্যভুমি তে জেলাপরিষদের অর্থায়নে স্মৃতিসৌধ নির্মান করা হয়েছে।এ উপজেলায় মোট ৭টি বধ্যভূমি রয়েছে।

প্রখ্যাতব্যক্তিত্ব

নাম ও অবদান
প্রয়াত সৈয়দ নজরুল ইসলাম- অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।
সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম- মন্ত্রী,স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
সৈয়দ শাফায়েতুল ইসলাম- বিগ্রেডিয়ার জেনারেল।
প্রয়াত আনন্দকিশোর মজুমদার- ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনর্কর্মী।
প্রয়াত ওয়ালী নেওয়াজখান- ঐ
মো: আসাদুর রহমান চৌধুরী- সাবেক সচিব।
নির্মলেন্দু ধর- বিচারপতি,সুপ্রিমকোর্ট।
অধ্যাপক রফিকুর রহমান চৌধুরী- অনুবাদক
অধ্যাপক প্রানেশ কুমার চৌধুরী- কবি ওঅনুবাদক
মরহুম লে: কর্ণেল এটিএম হায়দার- বীরউত্তম, সেক্টর কমান্ডার।
ডা: ক্যাপ্টেন (অব:)সিতারা বেগম- বীরপ্রতিক।
দ্বিজ বংশীদাস- ভাসান কবি।
চন্দ্রাবতী- মধ্য যুগের মহিলা কবি।
আজহারুল ইসলাম- কবি।
এম,এ,কাইয়ুম- প্রাবন্ধিক ও চিত্রশিল্পী।
প্রয়াত দেবব্রত বিশ্বাস- রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী।
পুলক মজুমদার- নজরুলসংগীত শিল্পী।
বিপুল ভট্টাচার্য্য - লোকসংগীত শিল্পী।
শামীম আরা নিপা- নৃত্যশিল্পী।
ড. অসিত রায়- উচ্চাংগ সঙ্গীতশিল্পী।

প্রাকৃতিক সম্পদ

এ উপজেলায় কোন খনিজসম্পদ, বালুমহাল, পাথরমহাল নেই।তেমন কোন নির্দিষ্ট বন এলাকা নেই।তবে ধান,পাট, গমের আবাদ হয়ে থাকে।

=== দর্শনীয়স্থান===

এ উপজেলায় উল্লেখ্যোগ্য কোন দর্শনীয় স্থান নেই।তবে উপজেলা সদরহতে প্রায়৬ কিমি দুরে মাইজখাপন ইউনিয়নের পাতুয়াইর গ্রামে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় আদি মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর জন্মস্থান। ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ, বত্রিশ প্রামানিক বাড়ীর ঐতিহাসিক পুকুর, ঐতিহাসিক পাগলা মসজিদও শহীদিমসজিদ রয়েছে।

=== মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা (ইউনিয়ন ভিত্তিক)===

গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা: বাংলাদেশের এমন কোন জনপতনেই, ১৯৭১ সালে যেখানে হানাদার পাকবাহিনী বাংগালীদের নির্বিচারে হত্যা করেনি।লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারীনির্যাতন এসবই ছিল দখলদারপাকবাহিনীর ৯মাসের নৈমিত্তিক কাজ।মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ওপরোক্ষ অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষের স্বস্বক্ষেত্রের অবদান মুক্তিযুদ্ধ কে করেছে মহিমান্বিত। মুক্তিযুদ্ধ এজন্য বাংগালীর শ্রেষ্ট বীরত্ব গাথা।মহানযুক্তিযুদ্ধে সদর উপজেলার বীরমুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামীজনতার উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। অগনিতসাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অকাতরে আত্মাহুতি দিয়েছেন। সদর উপজেলাধীন বত্রিশ মনিপুরঘাট ওমুকসেদপুরস্থ বড়পুলের নিকট বধ্যভূমি রয়েছে। তাছাড়া মহিনন্দ ইউনিয়নের ক্ষিরদগঞ্জ বাজারের নিকট ও কর্শাকড়িয়াইল ইউনিয়নে বড়ইতলা নামক স্থানে বধ্যভুমি তে জেলাপরিষদের অর্থায়নে স্মৃতিসৌধ নির্মান করা হয়েছে।এ উপজেলায় মোট ৭টি বধ্যভূমি রয়েছে।

প্রখ্যাতব্যক্তিত্ব

নাম ও অবদান
প্রয়াত সৈয়দ নজরুল ইসলাম- অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।
সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম- মন্ত্রী,স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
সৈয়দ শাফায়েতুল ইসলাম- বিগ্রেডিয়ার জেনারেল।
প্রয়াত আনন্দকিশোর মজুমদার- ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনর্কর্মী।
প্রয়াত ওয়ালী নেওয়াজখান- ঐ
মো: আসাদুর রহমান চৌধুরী- সাবেক সচিব।
নির্মলেন্দু ধর- বিচারপতি,সুপ্রিমকোর্ট।
অধ্যাপক রফিকুর রহমান চৌধুরী- অনুবাদক
অধ্যাপক প্রানেশ কুমার চৌধুরী- কবি ওঅনুবাদক
মরহুম লে: কর্ণেল এটিএম হায়দার- বীরউত্তম, সেক্টর কমান্ডার।

ডা: ক্যাপ্টেন (অব:)সিতারা বেগম- বীরপ্রতিক।
দ্বিজ বংশীদাস- ভাসান কবি।
চন্দ্রাবতী- মধ্য যুগের মহিলা কবি।
আজহারুল ইসলাম- কবি।
এম,এ,কাইয়ুম- প্রাবন্ধিক ও চিত্রশিল্পী।
প্রয়াত দেবব্রত বিশ্বাস- রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী।
পুলক মজুমদার- নজরুলসংগীত শিল্পী।
বিপুল ভট্টাচার্য্য - লোকসংগীত শিল্পী।
শামীম আরা নিপা- নৃত্যশিল্পী।
ড. অসিত রায়- উচ্চাংগ সঙ্গীতশিল্পী।

প্রাকৃতিক সম্পদ

এ উপজেলায় কোন খনিজসম্পদ, বালুমহাল, পাথরমহাল নেই।তেমন কোন নির্দিষ্ট বন এলাকা নেই।তবে ধান,পাট, গমের আবাদ হয়ে থাকে।

নদ-নদী

এ উপজেলায় ২(দুই)টি নদী বিদ্যমান। নরসুন্দাও ধলেশ্বরী। নরসুন্দা নদীটি কিশোরগঞ্জ শহরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত এবং প্রায় ৪০কিমি এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। ধলেশ্বরীনদী এ উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত।

ব্যবসা-বাণিজ্য

জেমিনি টেক্সটাইল মিল,কিশোরগঞ্জ ফ্লাওয়ারমিল ও কিশোরগঞ্জ টেক্সটাইলমি ৩টি শিল্পকারখান আছে।তাছাড়া মারিয়া নামক স্থানে বিসিক শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে। সেখানে ছোটবড় কয়েকটি শিল্প কারখানা আছে।

হাটবাজার

হাটবাজারের নাম ও অবস্থান :
শ্যামরায়ের বাজার- রশিদাবাদ
সাদুল্লাচর বাজার- লতিবাবাদ
লক্ষীগঞ্জ বাজার- লতিবাবাদ
নীলগঞ্জপুরান বাজার- মাইজখাপন
নীলগঞ্জ সমবায় বিপনী কেন্দ্র বাজার- মাইজখাপন
মিলনগঞ্জ বাজার- মাইজখাপন
আমিরগঞ্জ বাজার- মহিনন্দ
ক্ষিরদা বাজার- মহিনন্দ
গোসাইরবা জার- যশোদল
লিয়াকতগঞ্জ বাজার- বৌলাই
কাঠালিয়া বাজার- বৌলাই।
জালিয়া বাজার- বৌলাই।
পুলেরঘাট বাজার- চৌদ্দশত
পুলেরঘাট লিচু বাজার- চৌদ্দশত
চৌদ্দশত বাজার- চৌদ্দশত
কর্শাকড়িয়াইল নতুন বাজার- কর্শাকড়িয়াইল
কর্শাকড়িয়াইল বানিয়া বাজার- কর্শাকড়িয়াইল
কাচারীবাজার- পৌরসভা
বড়বাজার- পৌরসভা
পুরানথানা বাজার- পৌরসভা
ইচ্ছাগঞ্জগরুবা জার- পৌরসভা
মোরগ মহাল - পৌরসভা।

মন্দির

১।শ্রীশ্রী কালীবাড়ী মন্দির, কালীবাড়ী রোড, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ।
২।জয়শ্রী মন্দির, বত্রিশ, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ।
৩।গেপীনাথজিউর আখড়া, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ
৪।নীলগঞ্জ মন্দির, নীলগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ
৫।মনিপুরঘাট মন্দির, বত্রিশ, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ

৬।যশোদল বাজারমন্দির, যশোদল, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ ৭।চৌদ্দশত বাজার মন্দির, চৌদ্দশত, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ ৮।নগুয়া শেষ মোড় মন্দির, নগুয়া, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ ৯।বকুলতলামন্দির, খরমপট্টি, কিশোরগঞ্জসদর, কিশোরগঞ্জ ১০।সিদ্ধেশরীমন্দির, রেলওয়েস্টেশন, কিশোরগঞ্জসদর, কিশোরগঞ্জ

এক নজরে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা

সাধারণ তথ্যাবলী ঃ

১. উপজেলার আয়তন	ঃ	১৯৩.৭২ বর্গ কিঃ মিঃ
২. মোট জনসংখ্যা	ঃ	৪,১৪,২০৮ জন পুরুষ- ২,০৫,০৯৫ জন , মহিলা- ২,০৯,১১৩ জন (সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী)
৩. পৌরসভা	ঃ	০১ টি ।
৪. ইউনিয়ন	ঃ	১১ টি ।
৫. মৌজা ও মহল্লার সংখ্যা	ঃ	১৬৭ টি ।
৬. গ্রামের সংখ্যা	ঃ	২১০ টি।
৭. খানার সংখ্যা	ঃ	৭১,১৭৮ টি ।
৮. শিক্ষার হার	ঃ	৬০.৫০% ।

কৃষি বিষয়ক ঃ

১. মোট আবাদী জমির পরিমাণ	ঃ	৩২,৬০৪ একর
২. মোট এক ফসলী জমির পরিমাণ	ঃ	৫,১৩৮ একর
৩. মোট দুই ফসলী জমির পরিমাণ	ঃ	১৬,৭৯৬ একর
৪. মোট তিন ফসলী জমির পরিমাণ	ঃ	১০,৬৭০ একর
৫. মোট রোপা আমন ফসলী জমির পরিমাণ	ঃ	২৫,৬৮৮ একর
৬. মোট বোর ফসলী জমির পরিমাণ	ঃ	১৭,৪৭৫ একর
৭. মোট রবিশস্য জমির পরিমাণ	ঃ	৫,১৫৭ একর
৮. মোট পাট জমির পরিমাণ	ঃ	১,৭২৯ একর
৯. মোট পতিত জমির পরিমাণ	ঃ	স্থায়ী- ৬,২৫০ একর, অস্থায়ী- ৩৭১ একর
১০. মোট খাস জমির পরিমাণ	ঃ	১৪৪০.৭৬ একর

১১. মোট খাস পুকুরের সংখ্যা ঃ ০৩ টি

-ঃ ২ ঃ-

মৎস্য বিভাগ

১. মোট পুকুরের সংখ্যা	ঃ	৮,৫৯৭ টি
২. মৎস্য খামারের সংখ্যা	ঃ	৫৫ টি (সরকারি- ১টি , বেসরকারি- ৫৪ টি)
৩. মৎস্য নার্সারী সংখ্যা	ঃ	১৪০ টি
৪. মোট হ্যাচারীর সংখ্যা	ঃ	০৫ টি (সরকারি- ১টি, বেসরকারি- ৪টি)

সেচ বিষয়ক ঃ-

১. গভীর নলকূপ	ঃ	১৬ টি
২. অগভীর নলকূপ	ঃ	১,৪৫৫ টি

স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য ঃ-

১. নলকূপ	ঃ	সরকারি- ৩,৭৭২ টি, বেসরকারি- ২০,২০৯ টি
২. পয়ঃ প্রণালী	ঃ	৪৪,২৯২ টি
৩. মাতৃ সদন	ঃ	০১টি
৪. শিশু সদন	ঃ	০২টি (বালক ১টি ও বালিকা ১টি)
৫. টি.বি. ক্লিনিক	ঃ	০১টি
৬. হাসপাতাল	ঃ	০১ টি
৭. বেসরকারি ক্লিনিক	ঃ	০৯ টি
৮. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	ঃ	১০টি
৯. ডায়বেটিক হাসপাতাল	ঃ	০১ টি (বেসরকারি)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ-

১. কলেজ	ঃ	সরকারি-০২টি, বেসরকারি-০৫ টি
২. টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ	ঃ	সরকারি-০১ টি , বেসরকারি-০২টি
৩. মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ	২৫ টি
৪. নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ	৬টি
৫. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৯১ টি
৬. হোমিও মেডিকেল কলেজ	ঃ	০১ টি
৭. টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	ঃ	০১ টি
৮. প্রাইমারি ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট	ঃ	০১ টি
৯. সরকারি মেডিকেল কলেজ	ঃ	০১ টি

-ঃ ৩ ঃ-

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান

১. কামিল মাদ্রাসা	ঃ	০১ টি
২. ফাজিল মাদ্রাসা	ঃ	০২ টি
৩. আলীম মাদ্রাসা	ঃ	০৩ টি
৪. দাখিল মাদ্রাসা	ঃ	১৬ টি
৫. এবতেদায়ী মাদ্রাসা	ঃ	৪৬ টি

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ-

১. পাকা রাস্তা	ঃ	১৩০ কিঃ মিঃ
২. কাঁচা রাস্তা	ঃ	৬০৫ কিঃ মিঃ
৩. ব্রিজ/কালভার্ট–	ঃ	৭৯৪ টি
৪. খাল	ঃ	২২ টি
৫. বিল	ঃ	১৫ টি
৬. বড় হাওড় অংশ	ঃ	০১ টি
৭. নদী	ঃ	০২ টি
৮. রেল ষ্টেশন	ঃ	০৩ টি
৯. রেলপথ	ঃ	১৮ কিঃ মিঃ
১০. ওয়্যারলেস সেন্টার	ঃ	০১টি
১১. দুরালাপনী কেন্দ্র	ঃ	০১ টি
১২. ডাকঘর	ঃ	১৫ টি
১৩. বাস ষ্টেশন	ঃ	০৫ টি

আমোদ প্রমোদ ও খেলাধূলার ব্যবস্থা ঃ

১. সিনেমা হল	ঃ	০৬ টি
২. অডিটরিয়াম	ঃ	০৩ টি
৩. সাধারণ পাঠাগার	ঃ	১২ টি
৪. ক্লাব	ঃ	১৬ টি
৫. খেলার মাঠ	ঃ	৩২ টি
৬. কমিউনিটি সেন্টার	ঃ	০২ টি
৭. শিল্পকলা একাডেমি	ঃ	০২ টি

শিল্প বিষয়ক ঃ

১. টেক্সটাইল মিল	ঃ	০২ টি
২. ছাপাখানা	ঃ	১৮ টি

৩. ঘানি শিল্প ঃ ০৪ টি

৪. ধানকল ঃ ১৭০ টি

৫. স’ মিল ঃ ২৭ টি

৬. ক্ষুদ্র হস্ত শিল্প ঃ ২৬৫ টি

৭. ময়দা কল ঃ ০১ টি

৮. হিমাগার ঃ ০১ টি

বানিজ্যিক বিষয়ক ঃ-

১. সোনালী ব্যাংক শাখা ঃ ০১ টি

২. জনতা ব্যাংক শাখা ঃ ০১ টি

৩. অগ্রণী ব্যাংক শাখা ঃ ০১ টি

৪. কৃষি ব্যাংক শাখা ঃ ০৩ টি

৫. রূপালী ব্যাংক শাখা ঃ ০২ টি

৬. পূবালী ব্যাংক শাখা ঃ ০১ টি

৭. উত্তরা ব্যাংক শাখা ঃ ০১ টি

৮. ইসলামী ব্যাংক শাখা ঃ ০১ টি

৯. ন্যাশনাল ব্যাংক শাখা ঃ ০১ টি

১০. কর্মসংস্থান ব্যাংক ঃ ০১ টি

১১. সিটি ব্যাংক ঃ ০১ টি

১২. গ্রামীন ব্যাংক ঃ ০১ টি

ধর্মীয় বিষয়ক ঃ

১. মসজিদ ঃ ৪৯৫ টি

২. মন্দির ঃ ২৩ টি

৩. গীর্জা ঃ ০১ টি

৪. গোরস্থান ঃ ৭৬ টি

৫. শ্বশ্মান ঃ ১৪ টি

-ঃ ৫ ঃ-গবাদি হ াঁস-মুরগীর খামার ঃ

১. গবাদি পশুর খামার ঃ ৪০ টি

২. মুরগীর খামার ঃ ১৫২ টি (সরকারি-১টি, বেসরকারি-১৫১ টি)

৩. হাঁসের খামার ঃ ৮৫ (বেসরকারি)

৪. ছাগলের খামার ঃ ১৫ টি

৫. ভেড়ার খামার ঃ ০৫ টি

নির্বাচন বিষয়ক ঃ

১. সহকারী রেজিস্টেশন অফিসারের সংখ্যা	ঃ	২০ টি
২. পৌরসভার সংখ্যা	ঃ	০১ টি
৩. পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা	ঃ	০৯ টি
৪. ইউনিয়ন সংখ্যা	ঃ	১১ টি
৫. ইউনিয়নের ওয়ার্ড সংখ্যা	ঃ	৯৯ টি
৬. উপজেলার সর্বমোট ভোটার সংখ্যা	ঃ	পুরুষ-১,৪৮,৩৬৩ জন মহিলা-১,৪৬,৬২৭ জন মোট-২,৯৪,৯৯০ জন

ভূমি রাজস্ব বিষয়ক ঃ

১. মোট জোতের সংখ্যা	ঃ	৬৫,২৮৮ টি
২. মোট খতিয়ানের সংখ্যা	ঃ	৫৬,৩০০ টি
৩. মোট মৌজার সংখ্যা	ঃ	১১১ টি
৪. খাস জমির পরিমাণ ঃ	ঃ	১৪৪০.৭৬ একর
ক। বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমির পরিমাণ	ঃ	২৭৭.৭৯ একর
খ। বন্দোবস্তকৃত খাসজমির পরিমাণ	ঃ	১৮৭.৫২ একর
গ। অবন্দোবস্তকৃত খাসজমির পরিমাণ	ঃ	৯০.২৭ একর (তম্মধ্যে ২৯.৪৭ একর ভূমি অবৈধ দখলকার ও দেওয়ানী মোকদ্দমাভুক্ত)

সায়রাত মহল ঃ

ক। জলমহালের সংখ্যা	ঃ	০১ টি
খ। ফেরীঘাটের সংখ্যা	ঃ	০১ টি
গ। হাটবাজার	ঃ	২২ টি

১.৩ উল্লেখযোগ্য স্থান ও স্থাপনা ঃ

ঈশা খাঁ জঙ্গল বাড়ি

খ) শহীদী মসজিদঃ

গ) নরসুন্দা লেকসিটিঃ

ঘ) পাগলা মসজিদঃ

ঙ) শোলাকিয়া ইদগাঁ ময়দানঃ

চ)চন্দ্রাবতী মন্দিরঃ

১.৪ বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতা সমূহ ঃ

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করতে গিয়ে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন-

- পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চাহিদার তুলনায় সম্পদের পরিমাণ কম থাকায় প্রকল্প বাছাইকরণে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

<u>কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার মানচিত্র</u>

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ তথ্য সম্ভার

২.১ উপজেলার সাধারণ তথ্য ঃ (এক নজরে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা)

ভৌগোলিক অবস্থান	ঃ	উত্তর অক্ষাংশ ২৪°১৫ - ২৪°২৭ এর মধ্যে, পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ৯০°৫২ - ৯১°০৩ এর মধ্যে
আয়তন	ঃ	২১৪.৩৯ বর্গ কিঃ মিঃ
থানা সৃষ্টি	ঃ	১৫ আগষ্ট ১৮২৩ খ্রিঃ
উপজেলা সৃষ্টি	ঃ	২৪ মার্চ ১৯৮৩ খ্রিঃ
ইউনিয়ন	ঃ	০৭ টি
ভূমি অফিস	ঃ	০৬ টি
মৌজা	ঃ	৪৩ টি
গ্রামের সংখ্যা	ঃ	১২৮ টি
মোট খানার সংখ্যা	ঃ	৩০,৩৭৫
খতিয়ান	ঃ	২৯,৪৫৫
অর্পিত সম্পত্তি	ঃ	২৪৯৮.০৪৭৩ একর
মোট ফসলী জমি	ঃ	১৯,৯৬০ হেক্টর
নীট ফসলী জমি	ঃ	১৭,৫১০ হেক্টর
মোট আবাদ যোগ্য জমি	ঃ	১৭,৮২০ হেক্টর
হাট বাজার	ঃ	১০ টি
ফেরীঘাটের সংখ্যা	ঃ	০৬ টি
জলমহাল	ঃ	৩৮ টি
বন্যাশ্রয় কেন্দ্র	ঃ	০২ টি
বিল	ঃ	১৫ টি
নদ-নদী	ঃ	১০ টি
কাঁচা রাস্তা	ঃ	৮৮৬ কিঃ মিঃ
পাকা রাস্তা	ঃ	৩২ কিঃ মিঃ
জলপথ	ঃ	৭৫ কিঃ মিঃ
জনসংখ্যা	ঃ	১,৩৩,৭২৯ জন
পুরুষ	ঃ	৬৬,৯৯৭ জন
মহিলা	ঃ	৬৬,৭৩২ জন
জনসংখ্যার ঘনত্ব	ঃ	৬২৪ জন (প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ)
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	ঃ	১.০৬%
ভোটার সংখ্যা	ঃ	৮৮,২০০ জন (পুরুষ ৪৪৩৩৩ মহিলা ৪৩৮৬৭)
শিক্ষার হার	ঃ	২৮.৯০% (পুরুষ ৩০.৭০%, মহিলা ২৭.০০%)
প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৫৭ টি
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ	০১ টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ	০৯ টি
দাখিল মাদ্রাসা	ঃ	০৫ টি
কলেজ	ঃ	০১ টি
পাঠাগার	ঃ	০৩ টি
পোষ্ট অফিস	ঃ	০১ টি
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	ঃ	০১ টি
সরকারী হাসপাতাল	ঃ	০১ টি
আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র	ঃ	০১ টি
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	ঃ	০৪ টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	ঃ	১৩ টি
ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	ঃ	০৭ টি
খাদ্য গুদাম	ঃ	০১ টি
মসজিদ	ঃ	১৫৬ টি
মন্দির	ঃ	১৭ টি
এনজিও	ঃ	১৭ টি
সমবায় সমিতি	ঃ	৪৫৫ টি
ব্যাংক (তফসিলি ব্যাংক)	ঃ	০৩ টি
গভীর নলকূপ	ঃ	০৩ টি

অগভীর নলকূপ	ঃ	১৯৪৬ টি

২.২ উপজেলা খাতভিত্তিক তথ্য সম্ভার

২.২.১ উপজেলা পরিষদের সাধারণ কার্যাবলীঃ

- ❖ পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।
- ❖ পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং উক্ত দপ্তরের কাজকর্মসমূহের তত্ত্বাবধায়ন ও সমন্বয়।
- ❖ ইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- ❖ ভূ উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নির্দেশনা অনুসারে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা।
- ❖ জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ।
- ❖ স্যানিটেশন ও পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপেয় পানীয় ও জলের সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ❖ উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান।
- ❖ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম তদারকি ও উহাদিগকে সহায়তা প্রদান।
- ❖ সমবায় সমিতি ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান এবং সমন্বয় সাধন।
- ❖ মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ এবং যুব ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এবং বাস্তবায়ন।
- ❖ কৃষি, গবাদি পশু, মৎস্য এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- ❖ উপজেলায় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়নে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ।
- ❖ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনের জন্য নিজ উদ্যোগে কর্মসূচী গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতদসম্পর্কে সরকারী কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- ❖ ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- ❖ নারী ও শিশু নির্যাতন ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।
- ❖ সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদক দ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।
- ❖ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।
- ❖ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

২.২.১.১ উপজেলা নির্বাহী অফিসঃ

ক) সেবাসমূহঃ

- ❖ ভূমিহীন কৃষক দম্পতি প্রথমে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার(ভূমি) এর দপ্তর হতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করে দুই কপি স্বামী-স্ত্রীর যুগল ছবি সহ (সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত) সহকারী কমিশনার(ভূমি) বরাবর আবেদন করবেন। আবেদন প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উপজেলা খাস জমি বন্দোবস্ত কমিটি প্রকৃত ভূমিহীন বাছাই কার্যক্রম সম্পাদন পূর্বক বাছাইকৃতদের নামে জমি বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। অতঃপর সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক ২১ কার্যদিবসের মধ্যে বন্দোবস্ত কেইস নথি সৃজন করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার ২১ দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক বরাবর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবেন।

❖ বর্তমানে ভিপি ভূমি বন্দোবস্ত হয় না। তবে নবায়ন হয়। নবায়নের জন্য ০৫/- টাকার কোর্ট ফির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে আবেদন করে নবায়ন করা যায়। আবেদন প্রাপ্তির দুই কার্যদিবসের মধ্যে তা তদন্ত পূর্বক মতামতের জন্য সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার(ভূমি) বরাবর প্রেরণ করা হয়। সহকারী কমিশনার(ভূমি) ১৫ কার্য দিবসের মধ্যে তদন্ত শেষ করে প্রতিবেদন দিবেন। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী

অফিসার কর্তৃক নবায়নের আদেশ প্রদান করা হলে সহকারী কমিশনার(ভূমি) এর মাধ্যমে নথিটি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার নিকট নবায়ন ফি আদায়ের জন্য প্রেরণ করা হয়।

- ❖ প্রতি বাংলা বছর শেষ হওয়ার ২/৩ মাস পূর্বে পরবর্তী বছরের জন্য জলমহাল ইজারা প্রদানের নিমিত্ত নির্ধারিত তারিখ সম্বলিত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়ে থাকে। নির্ধারিত তারিখে আবেদন সংগ্রহ করে এবং আবেদন দাখিলের মাধ্যমে সরকারী নীতিমালার আলোকে উপজেলা জলমহাল ইজারা কমিটি ইজারা প্রদান করে থাকেন।

- ❖ প্রতি বাংলা বছর শেষ হওয়ার ২/৩ মাস পূর্বে পরবর্তী বছরের জন্য হাট বাজার ইজারা প্রদানের নিমিত্তে নির্ধারিত তারিখ সম্বলিত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়ে থাকে। নির্ধারিত তারিখে দরপত্র সংগ্রহ করে এবং দরপত্র দাখিলের মাধ্যমে সরকারী নীতিমালার আলোকে উপজেলা মাসিক সাধারণ সভা এবং উপজেলা হাট বাজার ইজারা কমিটির সিদ্ধান্ত মতে সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট ইজারা প্রদান করা থাকে।

- ❖ কারো আবেদনের প্রেক্ষিতে বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রযোজ্য মনে করলে কোন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য জেলা পরিষদকে অনুরোধ করতে পারে। জেলা পরিষদের অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রকল্প চাওয়া হলে এলাকার চাহিদার ভিত্তিতে ইউপি চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রকল্প জেলা পরিষদে প্রেরণ করা হয়।

- ❖ সরকার সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদে প্রাপ্ত থোক বরাদ্দ থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের কোন প্রকার ত্রুটি হলে তা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা তদারকি কমিটির মাধ্যমে প্রতিকারের বিধান করা হয়।

- ❖ টি আর পল্লী পূর্ত কর্মসূচী, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক রাস্তাঘাট/কালভার্ট/ব্রীজ নির্মাণ/মেরামত সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রকল্প দাখিল করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসারের মাধ্যমে সরেজমিন তদন্ত পূর্বক অগ্রাধিকারভিত্তিতে পিআইও এর মাধ্যমে প্রকল্প সম্পাদন করে থাকে।

- ❖ বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে যে সকল ত্রাণ বরাদ্দ পাওয়া যায় তা ইউপি ভিত্তিক বিভাজন করা হয়। ত্রাণ পাওয়ার জন্য যে কোন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি আবেদন করলে তা সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানের মাধ্যমে বিবেচনা করা হয়।

- ❖ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণসহ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার মূখ্য সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাছাড়া শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় দরখাস্ত অভিযোগের তদন্ত করে থাকেন।

- ❖ বিদ্যালয়গুলোর পরিচালনায় কোন অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হলে এবং এ সংক্রান্ত কারো কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

- ❖ উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্থানীয় নির্বাচন হতে শুরু করে জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের প্রজ্ঞাপন মতে সম্পৃক্ত থাকেন। ভোটার তালিকা প্রণয়নে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ব্যবস্থা নিতে হয়। ভোটার তালিকা প্রণয়ন,ভোট কেন্দ্র স্থাপন বা ভোট গ্রহণ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ উপজেলা নির্বাচন অফিসার বা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট করা যায়।

- ❖ দপ্তর / নিজস্ব অধিক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ অনেক জনগুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থকেন। উক্ত সিদ্ধান্ত কখন কখনও কারো বিরুদ্ধেও যেতে পারে। যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে কারো কোন অসুবিধার কারণ হয়ে দাড়ায় তখন তিনি ইচ্ছা করলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের

নিকট আবেদন করতে পারবেন। তাছাড়া ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্যগণের সম্মানী ভাতা, ইউপি সচিব, দফাদার ও মহল্লাদারদের বেতন ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে।

- উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলার বিভিন্ন এলাকার অসুস্থ,দারিদ্র ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লোকজনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকলে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট আবেদন করা যায়।

- উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকৌশলী এবং ইউপি চেয়ারম্যানদের সমন্বয় বিভিন্ন এলাকার জনগণের মধ্যে আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ সরবরাহ করে থাকেন এবং স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। হতদরিদ্র পরিবারের চাহিদার ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ থেকেও স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়।

- উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা কৃষি অফিসারের মাধ্যমে উপজেলার কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন। সার, বীজ প্রদান অথবা এ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকলে সেগুলোর বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। তাছাড়া অকাল বন্যা ও শিলা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদেরকে পুনর্বাসনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন।

- উপজেলা মৎস্য অফিসের উন্নয়ন কার্যাদি তদারকি সহ মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

- উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের উন্নয়ন কার্যাদি তদারকিসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

- উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিদের মুখ্য সমন্বয়ক। এনজিও প্রতিনিধিগণ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের পরামর্শ / নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন এলাকায় উন্নয়নমূলক কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন। এনজিওদের কার্যক্রমে কেউ সমস্যায় পড়লে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রতিকারের আবেদন করা যায়।

- উপজেলা নির্বাহী অফিসার,উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার বিভিন্ন ঋণ কার্যক্রম তদারকি করে থাকেন এবং এ সংক্রান্ত উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে সুপারিশ করে থাকেন তাদের বকেয়া ঋণ আদায় সার্টিফিকেট মামলা রুজুর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা আইন শৃংখলা কমিটির সভাপতি। তিনি সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জের মাধ্যমে এবং ইউপি চেয়ারম্যানদের সার্বিক সহযোগিতায় উপজেলার আইন শৃংখলার উন্নয়ন করে থাকেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য আইন শৃংখলার উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ করে থাকেন।

- উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিভিন্ন সমিতির সদস্য এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে থাকেন। ঋণ বিতরণে কোন অনিয়ম থাকলে ভূক্তভোগীগণ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রতিকারের অভিযোগ করতে পারেন।

- উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজের তদারকি করে থাকেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বয়স্ক ভাতা, বিধবা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি ভাতা প্রদান কমিটির সভাপতি। এ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকলে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হয়।

- ❖ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, থানার অফিসার ইনচার্জ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দের সাহায্যে উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করে থাকেন।

- ❖ উপজেলা নির্বাহী অফিসার জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসারের দায়িত্ব পালন করে থকেন। কোন সরকারী পাওনার ক্ষেত্রে বা ব্যাংক থেকে যে সমস্ত লোক কৃষি ঋণ সহ অন্যান্য ঋণ নিয়ে সময়মত ঋণের টাকা পরিশোধ করেন না, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট অফিসারের আদালতে মামলা দায়ের করে ঋণ আদায় করে থাকেন। সার্টিফিকেট অফিসার সার্টিফিকেট মামলার মাধ্যমে ঋণ আদায়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

- ❖ উপজেলার জনসাধারণের যে কোন ধরণের অভাব, অভিযোগ ও সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার তদারকি করে থাকেন।

খ) **কর্মপরিধিঃ**

- ❖ উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন ও বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন।
- ❖ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা।
- ❖ আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব।
- ❖ উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- ❖ বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজ তদারকি করা।
- ❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দর্শন/পরিদর্শন।
- ❖ প্রটোকল দায়িত্ব পালন করা।
- ❖ ফৌজদারী কার্যবিধি ১৪৪ ধারা জারী করা।
- ❖ উপজেলা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা।
- ❖ উপজেলা আইন শৃংখলা তত্ত্বাবধায়ন।
- ❖ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দেয় দায়িত্বসমূহ।
- ❖ বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক পরীক্ষা কেন্দ্রে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা।
- ❖ সরকারী খাস জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ।
- ❖ জেলা প্রশাসকের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন।
- ❖ হাট বাজার, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করা, ফেরিঘাট ইজারার অর্থ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে প্রদান।
- ❖ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ❖ স্থানীয় ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন।
- ❖ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব কার্যক্রমের অথরাইজড অফিসার নিয়োগ।
- ❖ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিদ্ধান্তক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সদস্যের পদ শূণ্য ঘোষণা করা ও তা সরকারী গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা করা।
- ❖ গ্রাম পুলিশদের বেতনের সরকারী অংশ প্রদানে জেলা প্রশাসককে সহায়তা প্রদান।
- ❖ ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা।
- ❖ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান।
- ❖ ত্রাণ কাজ পরিচালনা, ভিজিডি, ভিজিএফ এর ডিও প্রদানসহ সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং করা।
- ❖ জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।
- ❖ সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশ যথাযথ পালন করা।

২.২.১.২ উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগঃ

উপজেলা স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সমস্যা সমাধানকল্পে সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর পরিস্থিতির বিবরণ	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহন করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরন	অবস্থান	পরিমান/বিস্তৃতি	সমস্যার কারণসমূহ			
স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত রোগীগন মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে সমস্যার সম্মূখীন হচ্ছেন।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার জনগণ	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ২। পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা, পরিচ্ছন্নতাকর্মী নাই। ৩। মাঠ পর্যায় থেকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসার জন্য পর্যাপ্ত এ্যাম্বুলেন্স নেই। ৪। ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোন সুব্যবস্থা নেই। ৫। ডাইনিং রুম না থাকায় রোগী ও তার স্বজনেরা ওয়ার্ডেই খাবার খায় ও পরিবেশ নষ্ট করে। ৬। হাসপাতালে আগত রোগী ও তাদের স্বজনদের সময় কাটানোর কোন ব্যবস্থা নেই।	কার্যক্রম নেই	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত রোগীগন স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে।	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ০১ টি জেনারেটর প্রদান করা যেতে পারে। ২। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন। ৩। বিদ্যমান এ্যাম্বুলেন্সটি রিপেয়ার করা যেতে পারে। ৪। হাসপাতালে ডাইনিং রুমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৫। জমি প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে ইপিআই টিকাদান কেন্দ্র সমূহে শেড নির্মাণ করা যেতে পারে।
স্বাস্থ্য	রোগীদের সাধারন বেড	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার জনগণ	পুরাতন ও অপ্রতুলতা	স্বল্প পরিসরে	স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে	৫০টি রোগীদের বেড সরবরাহ প্রদানে ব্যবস্থা
স্বাস্থ্য	কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে সমস্যার সম্মূখীন হচ্ছেন।	১৯ টি কমিউনিটি ক্লিনিক	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার জনগণ	১। ১৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ২। ১৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যাপ্ত	কার্যক্রম নেই	স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সমস্যার সম্মূখীন হবে	১। ১৯ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ২। ১৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন।

				সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা, পরিচ্ছন্নতাকর্মী নাই। ৩। কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী না থাকায় নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।			৩। ১৯ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা যেতে পারে।
স্বাস্থ্য	কমিউনিটি ক্লিনিক পূণঃনির্মান ও সংস্কার	০৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিক	ইউনিয়ন পর্যায়	স্বাস্থ্য সেবার বিঘ্নতা	স্বল্প পরিসরে	স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সমস্যার সম্মূখীন হবে	১। ছাতিরচর ও আছানপুর কমিউনিটি ক্লিনিক পুনঃ নির্মাণ। ২। নানশ্রী, ডুবি,ঘোড়াদিঘা, আলীয়াপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকে উঠার রাস্তা পূনঃনির্মাণ।
স্বাস্থ্য	দন্ত চিকিৎসা সেবা প্রদানে সমস্যা	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার জনগণ	ডেন্টাল চেয়ার ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির শূন্যতা।	কার্যক্রম নেই	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে।	১। ডেন্টাল চেয়ার ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন।
স্বাস্থ্য	আইসোলেশন ওয়ার্ড	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	কোভিড আক্রান্ত রোগী	আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরী	স্বল্প পরিসরে	আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাবে।	আইসোলেশন ওয়ার্ড এর জন্য অবকাঠামো নির্মাণ
স্বাস্থ্য	আইসোলেশন ওয়ার্ডের মেডিকেল যন্ত্রপাতি	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার জনগণ	স্বাস্থ্য সেবায় বিঘ্নতা	কার্যক্রম নেই	স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে	নিম্নবর্ণিত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যেতে পারে- ১। সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম, ২। ভেন্টিলেটর, ৩। আইসিও বেড, ৪। অক্সিজেন সিলিন্ডার, ৫। কার্ডিয়াক মনিটর, ৬। ডি-ফিব্রিলেটর মেশিন, ৭। গ্লুকোমিটার-২০টি, ৮। পালস অক্সিমিটার-১০টি, ৯। রেফ্রিজারেটর-০১টি, ১০। মেডিসিন ট্রলি-০৫টি, ১১। ইনফিশন পাম্প-১০টি, ১২। সিরিঞ্জ পাম্প-১০টি।, ১৩। অক্সিজেন কনসেনট্রেটর, ১৪। অক্সিজেন মাস্ক, ১৫। ভেনচুরি মাস্ক, ১৬। লেরিনগোস্কোপ-এডাল্ট/চাইল্ড, ১৭। লেরিনগোস্কোপ- নিউনেট, ১৮। এন্ডোট্রেসেল টিউব-উইথআউট কাফ, ১৯। এন্ডোট্রেসেল টিউব- উইথ কাফ, ২০। রিসোসসিটেটর, এডাল্ট, ২১। রিসোসসিটেটর, চাইল্ড, ২২। নেসোফারিনজেল এয়ারউয়ে, ২৩। সাকশান ডিভাইস, ২৪। এয়ার কনডিশনার, ২৫। আল্ট্রাসনোগ্রাফ মেশিন, ২৬। ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন।

স্বাস্থ্য	অপারেশন থিয়েটার	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার জনগণ	স্বাস্থ্য সেবায় বিঘ্নতা	কার্যক্রম নেই	স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে	নিম্নবর্ণিত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যেতে পারে- ১। এক্স-রে মেশিন, ২। ওটি লাইট, সেইলিং, ৩। ওটি লাইট উইথ চার্জার, ৪। অবসটেট্রিক ডেলিভারী টেবিল, ৫। অপারেশন টেবিল হাড্রোলিক, ৬। গাইনোকোলোজিক্যাল এক্সামিনেশন টেবিল, ৭। এ্যানেসথেশিয়া মেশিন, ৮। ফার্মেসী রেফ্রিজারেটর, ৯। হট এয়ার স্টেরিলাইজার/ড্রায়িং ওভেন, কেলোরিমিটার, ১০। ওয়েট মেশিন উইথ হাইট স্কেল।
স্বাস্থ্য	কোয়ার্টার নির্মাণ	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা/কর্মচারী	আবাসন সংকট	কার্যক্রম নেই	আবাসন সংকট বৃদ্ধি	১। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তার কোয়ার্টার নির্মাণ, ২। আবাসিক মেডিকেল অফিসার এর কোয়ার্টার নির্মাণ, ৩। ৩য় ও ৪র্থ শেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার এর জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ।
স্বাস্থ্য	অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি নির্মাণ	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার জনগণ	স্বাস্থ্য সেবায় বিঘ্নতা	কার্যক্রম নেই	স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে	নিম্নবর্ণিত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যেতে পারে- ১। অত্যাধুনিক মাইক্রোস্কোপ, ২। রেফ্রিজারেটর, ৩। বিবিন্ন ধরনের রি-এজেন্ট, ৪। হরমোন এ্যানালাইজার, ৫। হিমোগ্লোবিন এ্যানারাইজার, ৬। ইউরিন কালচার মেশিন।
স্বাস্থ্য	প্রশিক্ষণ	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মাঠ পর্যায়	১২০জন	প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত	স্বল্প পরিসরে	কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে না	১। কোভিড-১৯ পরবর্তী স্বাস্থ্য শিক্ষা ও জটিলতা নিয়ে আলোচনা। ২। এন্টিবায়োটিক বিষয়ে পল্লী চিকিৎসক ও ফার্মাসিস্টদের প্রশিক্ষণ। ৩। কোভিড-১৯ সচেতনতা বিষয়ে স্টাফদের প্রশিক্ষণ। ৪।কমিউনিকেবল ডিজিজ এর উপর স্টাফ দের প্রশিক্ষণ। ৫। নন- কমিউনিকেবল ডিজিজ এর উপর স্টাফ দের প্রশিক্ষণ। ৬।প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি বিষযে নার্স, সিএসবিএ ও স্টাফ দের প্রশিক্ষণ। ৭। সকল সিএইচসিপি ও এইচএ দেও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ। ৮। জরায়ু মুখ ক্যান্সার এর উপর সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ। ৯। হাসপাতাল ও মাঠপর্যায়ের সকল স্টাফদের পার্সোনাল হাইজিন ও ক্লিনিংনেস এর উপর প্রশিক্ষণ।

২.২.১.৩ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ঃ

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা হাওর অঞ্চলের বসবাসকারী বিশাল জনগোষ্ঠীর পরিকল্পিত পরিবার গঠন, মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিশু মৃত্যুরোধ ও বাল্য বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। সরকার কর্তৃক পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেলেও হাওরের দরিদ্র জনগণের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এখনও বেশী। এ অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ও পরিবেশের উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে। এর ফলে একদিকে যেমন জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে অন্যদিকে গাছ পালা কেটে তৈরি করা হচ্ছে নতুন নতুন বসতবাড়ি ও কলকারখানা। এভাবে চলতে থাকলে পরিবেশের ভারসাম্য মারাত্মকভাবে নষ্ট হবে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করতে না পারলে বিরাট একটি জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও অন্যান্য চাহিদা মেটানো কঠিন হয়ে পরবে।

এক নজরে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের তথ্য

ক্রঃনং	বিবরণী	তথ্য	মন্তব্য
০১।	ইউনিয়নের সংখ্যা	০৭ টি	
০২।	ইউনিট সংখ্যা	৩৪ টি	
০৩।	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা	০৪ টি	
০৪।	কমিউনিটি ক্লিনিক এর সংখ্যা (নির্মিত)	১৯ টি	
০৫।	উপজেলায় মোট সক্ষম দম্পতি	২৭,২২৬ জন	
০৬।	সর্বমোট পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	২২,০৮৫ জন	
০৭।	সর্বমোট পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার	৮১%	
০৮।	মোট স্যাটেলাইট ক্লিনিকের সংখ্যা	৫৬ টি	
০৯।	কর্মরত এনজিও এর নাম	স্বনির্ভর বাংলাদেশ, কিশোরগঞ্জ সদর শাখা	
১০।	সিএসবিএ (কমিউনিটি স্কিলড বার্থ এ্যাটেনডেন্স)	০৬ জন	

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের জনবল (নন ক্লিনিক ও ক্লিনিক)

ক্রঃনং	পদের নাম	মোট পদের সংখ্যা	কর্মরত	শূণ্যপদ
০১	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	০১	-	০১
০২	মেডিক্যাল অফিসার (এমসি এইচ এফপি)	০০	-	০০
০৩	সহকারী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	০১	০১	-
০৪	সহকারি পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা	০১	-	০১
০৫	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারি (ইউএফপিএ)	০৩	০৩	-
০৬	অফিস সহকারি কাম মুদ্রাক্ষরিক	০১	০১	-
০৭	পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক	০৭	০৭	-
০৮	উপ-সহকারি কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার (স্যাকমো)	০১	-	০১
০৯	পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (এফডব্লিউভি)	০৮	০৪	০৪
১০	পরিবার কল্যাণ সহকারি (এফডব্লিউএ)	৩৪	২১	১৩
১১	মিড ওয়াইফারী	০১	০১	-
১২	অফিস সহায়ক	০২	-	০২
১৩	নিরাপত্তা প্রহরী	০১	০১	-
১৪	দায় নার্স	০৩	-	০৩
১৫	আয়া	০৪	০৪	০৩
১৫				
	সর্বমোট	**৬৮**	**৪৩**	**২৮**

২০২২-২০২৩ সালের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কার্যক্রম

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন	অর্জনের হার	মন্তব্য
০১	স্থায়ী পদ্ধতি	২২১	১০২	৩১%	
০২	ইমপ্ল্যানন	৩৩৬	৯৬৪	২৮৭%	
০৩	আইইউডি	৪৯২	৩১৪	৬৪%	
০৪	ইনজেকশন	৫১০০	২৭৯৬	৫৫%	
০৫	কনডম	১৮৮৪	১৫০৯	৮০%	
০৬	খাবার বড়ি	১০৪৬৪	১১৬৮	১০৭%	
০৭	গর্ভবতী সেবা	২৪৬৬	২০২৮	৮২%	
০৮	প্রসব পরবর্তী সেবা	৬১৬	৭৬২	১২৩%	
০৯	শিশু সেবা	৬৯০	৭৫৫	১০৯%	
১০	এমআর সেবা	-	৭৫	-	
১১	মায়ের পুষ্টি সেবা	-	৪৯৭০	-	
১২	শিশু পুষ্টি সেবা	-	৫৫৩	-	
১৩	কিশোর কিশোরী সেবা	-	৫৫২৬	-	
১৪	প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা	-	৯৯৮	-	

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে গৃহীত কর্মসূচী

ক্রঃনং	কর্মসূচীর বিবরণ	এসডিজির কোন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পৃক্ততা	কোন সূচকের সাথে সম্পর্ক
০১।	জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে পরিকল্পিত পরিবার গঠন	(৩) সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ (৫) জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন	(৩) সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ (৫) জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন
০২।	বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করণ		
০৩।	সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা		
০৪।	মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা		
০৫।	প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি করা		
০৬।	মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা		
০৭।	কিশোর কিশোরী সেবা নিশ্চিত করা		
০৮।	নারীর প্রতি সহিংসতা ও ক্ষতি সাধনের প্রবণতা বন্ধ করা		

ফরম্যাট-২ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ছক

	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সমস্যা সমাধানকল্পে সাম্প্রতিক,চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর পরিস্থিতির বিবরণ	৫ বছর পরের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/পাল্টা ব্যবস্থা
খাত	মুল সমস্যাসমূহ (চ্যালেঞ্জস সমূহ)	অবস্থান/ এলাকা	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	সমস্যার কারণসমূহ			
স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠন	১) জনবলের অভাব ২) আসবাব পত্রের অভাব	প্রতিটি ইউনিয়নে ৮টি	উপজেলায় মোট ৫৬টি	১) নতুন নিয়োগ না হওয়া ২) সরকার কর্তৃক বরাদ্দ না দেওয়া ৩)	১) নতুন ও দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে ২) প্রতিটি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের জন্য ১টি টেবিল ও ৩টি চেয়ারের ব্যবস্থা করতে হবে	১) জনসাধারণ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে ২) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়ে যাবে	১) নতুন ও দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে ২) প্রতিটি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের জন্য ১টি টেবিল ও ৩টি চেয়ারের ব্যবস্থা করতে হবে
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১) জনবলের অভাব ২) সিংপুর ও ছাতিরচর ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নাই ৩) সীমানা প্রাচীর না থাকায় অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ ৪) পানি ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা নাই	প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে	প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে উপজেলায় মোট ৭টি	১) নতুন নিয়োগ না হওয়া ২) পর্যাপ্ত জমির অভাব ৩) সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকা ৪) পানি ও বিদ্যুৎ খাতে অনুদানের অভাব	১) নতুন ও দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে। ২) পর্যাপ্ত জমির ব্যবস্থা করতে হবে। ৩) সীমানা প্রাচীর নির্মার্ণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। ৪) পানি ও বিদ্যুতের ব্যাবস্থা করতে হবে। ৫) অপারেশন থিয়েটার মেরামত করতে হবে।	১) জনসাধারণ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে ২) মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হবে। ৩) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ না হলে সরকারি জমি অবৈধ দখল হয়ে যাবে। ৪) পানি ও বিদ্যুতের অভাবে স্বাস্থ্যসেবা ব্যহত হবে	১) নতুন ও দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে। ২) পর্যাপ্ত জমির ব্যবস্থা করতে হবে। ৩) সীমানা প্রাচীর নির্মার্ণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। ৪) পানি ও বিদ্যুতের ব্যাবস্থা করতে হবে। ৫) অপারেশন থিয়েটার মেরামত করতে হবে।
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি	১) জনবলের অভাব ২) সচেতনতার অভাব ও ধর্মীয় গোঁড়ামী	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড/ গ্রামের সক্ষম দম্পতি	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড/ গ্রামের সকল সক্ষম দম্পতি	১) নতুন নিয়োগ না হওয়া ২) শিক্ষার অভাব	১) নতুন ও দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে ২) শিক্ষার হার বাড়াতে হবে ৩) শিক্ষক, ইমাম, কাজী, জনপ্রতিনিধি সহ কমচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে	১) জনসাধারণ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে ২) কর্মসংস্থানের অভাব হবে ৩) খাদ্যের অভাব দেখা দেবে	১) নতুন ও দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে ২) শিক্ষার হার বাড়াতে হবে ৩) শিক্ষক, ইমাম, কাজী, জনপ্রতিনিধি সহ কমচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

খাত	সমস্যার বর্ণনা				বর্তমান/ভবিস্যৎ কর্মকান্ড	পাচ বছর পর অসমাপ্ত সমস্যা	প্রস্তাবিত কাজ
	সমস্যা	স্থান	পরিমাণ	কারণ			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো (এলজিইডি)	উপযোগী রাস্তা-ঘাটের অভাবে চলাচলে জন-দুর্ভোগ	সমগ্র উপজেলা	৪৫০ টি সড়কের ১৪৬৪ কিমি	- পর্যাপ্ত পাকা রাস্তার অভাব - পর্যাপ্ত বরাদ্ব নেই - রক্ষণাবেক্ষণের অভাব - সঠিকভাবে রাস্তা ব্যবহারে জনগণের অজ্ঞতা/ অসচেতনতা	-		
জনস্বাস্থ্য (জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর)	নিরাপদ খাবার পানির অভাবে জন-দুর্ভোগ		- ১৫০০০ টিউবেল - ৬ টি ডিপকল - ১০কিমি সরবরাহ লাইন	- চাহিদার তুলনায় টিউবেল কম - পর্যপ্ত বরাদ্ব নেই - টিউবেল স্থাপন খরচ বেশী - টিউবেল ব্যবহার/সংস্কারে সচেতনতার অভাব	- ২৫০০ টিউবেল স্থাপন - ৩ টি ডিপকল স্থাপন - ৪ কিমি সরবরাহ লাইন স্থাপন	- ১২৫০০ টিউবেল স্থাপন - ৩ টি ডিপকল স্থাপন - ৬ কিমি সরবরাহ লাইন স্থাপন	উপজেলা পরিষদ ৫০০ টিউবেল স্থাপন করতে পারে
	স্বাস্থ্য-সম্মত ল্যাট্রিনের অভাবে রোগ-বালাই ছড়িয়ে পড়া		- ২৫০০০ ল্যাট্রিন	- চাহিদার তুলনায় ল্যাট্রিন সংখ্যা কম - অপ্রকুল বরাদ্ব - ল্যাট্রিন সামগ্রীর উচ্চমূল্য - জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কম	- ৫০০ ল্যাট্রিন	- ২৪৫০০ ল্যাট্রিন	উপজেলা পরিষদ ৮০০ টি ল্যাট্রিন স্থাপন করতে পারে
	ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাবে জলাবদ্ধতায় জন-দুর্ভোগ		- ৮ কিমি ড্রেন	- পর্যাপ্ত বরাদ্ব নেই - পরিকল্পনার অভাব	- ২ কিমি ড্রেন	- ৬ কিমি ড্রেন	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র লিখতে পারে
শিক্ষা (প্রাথমিক শিক্ষা অফিস)	স্কুলে উপস্থিতি কমে যাওয়া	সমগ্র উপজেলা	১২৮ টি প্রাথমিক স্কুল	- স্কুলগামী রাস্তা কাচা/ ভাঙ্গাচোরা ও যানবাহনের অভাব - অনিরাপদ ক্লাসরুম - ক্লাসরুমের স্বল্পতা - সামাজিক অনিরাপত্তা/ আইন-শৃঙ্গলার অবনতি	- ২৩টি স্কুলগামী রাস্তা নির্মিত/চলমান - ৯৩টি স্কুলে বর্ধিত ভবন নির্মিত/চলমান - ৪৬টি স্কুলে সংস্কার /উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন/ চলমান	- ৫৫টি স্কুলগামী রাস্তা প্রয়োজন - ৬০টি স্কুলে বর্ধিত ক্লাসরুম প্রয়োজন - ১০৬টি স্কুলে সংস্কার /উন্নয়ন কাজ প্রয়োজন	উপজেলা পরিষদ ১৮টি স্কুলগামী রাস্তা, ২৬টি স্কুল ভবনে সংস্কার কাজ করতে পারে

শিক্ষা (মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস)	মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদানে উপযোগী শ্রেণীকক্ষ ও মাল্টিমিডিয়া সামগ্রীর অভাব	সমগ্র উপজেলা	৪৬ টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৯৫০ জন শিক্ষক	- বাজেট/সংশ্লিষ্ট উপকরণের স্বল্পতা - মাল্টিমিডিয়া উপযোগী শ্রেণীকক্ষের অভাব - নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের সমস্যা	- ৩০ টি প্রতিষ্ঠানে উপকরণ সরবরাহ - আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষিত শিক্ষক শতভাগ	- ১৩ টি স্কুলে মাল্টিমিডিয়া সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রয়োজন	উপজেলা পরিষদ ৫টি স্কুলে সংশ্লিষ্ট উপকরণ সরবরাহ করতে পারে
কৃষি (উপজেলা কৃষি অফিস)	- সেচ নালার অভাব - মাণসম্মত বীজের অভাব - উৎপাদন খরচ বেশী	সমগ্র উপজেলা	- ৮৫ কিমি নালা - ১০০০ মন বীজ	- অপ্রতুল তহবিল - সঠিক পদ্বতিতে বীজ সংরক্ষণ না করা - কৃষি উপকরণ ও শ্রমের মূল্য বেশী	- ১৫ কিমি নালা - ৫০০ মন বীজ - কৃষি উপকরণের মূল্য কমানো	- ৭০ কিমি নালা - ৫০০ মন বীজ	উপজেলা পরিষদ ৫ কিমি নালা তৈরী করবে
কৃষি (উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস)	রোগ-বালাইয়ে পশু মারা যাওয়া	সমগ্র উপজেলা	- ২৬০০০ গরু পালনকারী কৃষক - ৫০০০ গরু মোটাতাজাকরণ কৃষক - ২৫০০০ ছাগল/ভেড়া - ৮০০০০০ হাঁস-মুরগী	- কৃষকদের পশু পালনে জ্ঞ্যান/দক্ষতার অভাব - সময়মত পশু চিকিৎসায় অবহেলা - হাতের নাগালে ঔষধ না পাওয়া - ঔষধ এর স্বল্পতা	- ১০০০০ গরু পালনকারী কৃষক প্রশিক্ষণ পাবে - ২০০০ গরু মোটাতাজাকরণ কৃষক প্রশিক্ষণ পাবে - ২৫০০০ ছাগল/ভেড়া টিকা পাবে - ৮০০০০০ হাঁস-মুরগী টিকা পাবে	- ১৬০০০ গরু পালনকারী কৃষক প্রশিক্ষণ আওয়াতার বাইরে থাকবে - ৩০০০ গরু মোটাতাজাকরণ কৃষক প্রশিক্ষণ আওয়াতার বাইরে থাকবে	উপজেলা পরিষদ ১০০০ গরু পালনকারী কৃষক ও ১০০০ গরু মোটাতাজাকরণ কৃষককে প্রশিক্ষণের আওয়াতায় আনতে পারে
কৃষি (উপজেলা মৎস্য অফিস)	রোগ-বালাইয়ে মাছ মরে যাওয়া	সমগ্র উপজেলা	- ২৩০০ মৎস্য চাষী	- কৃষকদের মাছ চাছে জ্ঞ্যান/দক্ষতার অভাব - সময়মত চিকিৎসা সামগ্রী না পাওয়া	- ১৭০০ মৎস্য চাষী প্রশিক্ষণের আওয়াতায় আসবে	- ৬০০ মৎস্য চাষী প্রশিক্ষণের আওয়াতার বাইরে থাকবে	উপজেলা পরিষদ ২০০ মৎস্য চাষীকে প্রশিক্ষণের আওয়াতায় আনতে পারে
	সময়মত মাছ বিক্রি করতে না পারায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া		- ১৬০ টন মাছ	- যানবাহনের অভাব - যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরাবস্থা	- ১২০ টন মাছ সঠিক দামে বিক্রি হচ্ছে - ৪০ টন মাছ স্বল্প দামে বিক্রি হচ্ছে	- আর্থিকভাবে ------- টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে	যানবাহন সরবরাহ করা
মহিলা ও শিশু উন্নয়ন (উপজেলা মহিলা বিষয়ক	পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব	সমগ্র উপজেলা	- ৮০০০ মহিলা	- বাজেট স্বল্পতা - উপযোগী প্রশিক্ষণ কক্ষ্য না	- ১০০০ মহিলা প্রশিক্ষণের আওয়াতায়	- ৭০০০ মহিলা প্রশিক্ষণের আওয়াতার	উপজেলা পরিষদ ১০০০ মহিলাক প্রশিক্ষণের

অফিস)				পাওয়া - দক্ষ প্রশিক্ষক না থাকা	আসবে	বাইরে থাকবে	আওয়াতায় আনতে পারে
	অভিযোগ করতে/বিচার চাইতে অনীহা		- ২০০০ মহিলা	- বিচারকার্যে দীর্ঘ-সুত্রিতা - সমাজে লোক লজ্জার ভয় - সঠিক বিচার না পাওয়ার আশংকা	- ৮০০ মহিলা সেবার আওয়াতায় আসবে	- ১২০০ মহিলা সেবার আওয়াতার বাইরে থাকবে	
স্বাস্থ্য (উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্স)	হাসপাতাল চত্তরের অপরিচ্ছন্নতা	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১৫ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর প্রয়োজন। (৩,৫০,০০০ জন রোগী ও দর্শনার্থী কষ্ট করছে)	১। পরিচ্ছন্নতাকর্মীর স্বল্পতা ২। রোগী/এটেন্ডেন্টদের অসচেতনতা	৪ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী কাজ করছে	৯ জন কর্মীর প্রয়োজন	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ৯ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগের জন্য পত্র দেয়া
	হাসপাতালের আউটডোরে অপেক্ষমান রোগীদের বসার স্থানে রোগী বান্ধব পরিবেশ না থাকা	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর আউটডোর	১টি আউটডোর (১,৮০,০০০ জন রোগী ও দর্শনার্থী কষ্ট করছে)	১। ওয়েটিং রুম রোগী বান্ধব নায়	কোন কার্যক্রম নেই	কোন কার্যক্রম নেই	উপজেলা পরিষদ ওয়েটিং রুম রোগী বান্ধব করতে ব্যবস্থা করতে পারে
মাণব দম্পদ উন্নয়ন (উপজেলা সমবায় আফিস)	অপ্রতুল প্রশিক্ষণ	সমগ্র উপজেলা	- ৩৫৪ টি সমিতির ১০৬২৪ জন সদস্য - ৩৫৪ টিসমিতির ২১২৪ জন কমিটি মেম্বর	পর্যাপ্ত বরাদ্ধ না থাকা	- ১০ জন (প্রতিবছর) মোট ৫০ জন আঞ্চলিক অফিসে প্রশিক্ষণ পাবে - ৪ ব্যাচে ১০০ জন (প্রতি বছর) মোট ৫০০ জন প্রশিক্ষণ পাবে	- ১০৫৭৪ জন প্রশিক্ষণের বাইরে থাকবে - ১৬২৪ জন প্রশিক্ষণের বাইরে থাকবে	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক - ৮০টি ব্যাচে ২৪০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে - ১টি মাল্টি-মিডিয়া প্রজেক্টর ও ১টি ল্যাপটপ প্রদান করতে পারে
	সমিতির ঘরের অভাব		১৬ টি অফিস ঘর	অফিস ঘর নেই	কার্যক্রম নেই	১৬টি অফিস ঘর প্রয়োজন	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ৫টি অফিস ঘর নির্মান করা যেতে পারে
সমাজকল্যাণ (উপজেলা সমাজসেবা অফিস)	শারিরিক প্রতিবন্ধিদের চলাচলে অসুবিধা	সমগ্র উপজেলা	৫৭৬ জন শারিরীক প্রতিবন্ধী	- হুইল চেয়ারের অভাব - বরাদ্ব নেই	কার্যক্রম নেই	৫৭৬ জন শারিরীক প্রতিবন্ধী	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ৫০ জন শারিরীক প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার বিতরণ

ফরম্যাট-২ ঃ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নমুনা ফরম্যাট

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সমস্যা সমাধানকল্পে সাম্প্রতিক,চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর পরিস্থিতির বিবরণ	৫ বছর পরের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/পাল্টা ব্যবস্থা
	মুল সমস্যাসমূহ (চ্যালেঞ্জস সমূহ)	অবস্থান/ এলাকা	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	সমস্যার কারণসমূহ			
সেবা,রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কার্যক্রম। (প্রাণিসম্পদ)	গবাদিপশু ও পাখি পালনকারী খামারীগন আর্থিক ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।	৭টি ইউনিয়ন	সমগ্র উপজেলার গবাদিপশু পাখি পালনকারী পরিবারবর্গ।	১. উপজেলার গবাদিপশু ও হাঁস মুরগীর সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান না করার কারনে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় বিশেষত্বঃ গরু,মহিষ ক্ষুরারোগে,ছাগল ও ভেড়া পিপিআর এবং মুরগী রাণীক্ষেত ও কলেরা এবং হাঁস ডাকপ্লেগে মারা যায়। এর ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। ২. সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধা গ্রস্থ হয়। ৩. নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ (দুধ,ডিম,মাংস) ঘাটতি হয়। ৪. দারিদ্র্য হ্রাস করন ব্যাহত হয়।	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর হতে ৭২৫০০ টি গবাদিপশুর জন্য বার্ষিক বিভিন্ন রোগের জন্য ৪ লক্ষ ডোজ টিকার চাহিদার বিপরীতে বছরে ২৫০০০ ডোজ টিকা প্রদান করা হয়। ৩ লক্ষ হাঁস মুরগীর জন্য রানীক্ষেত,কলেরা ও ডাকপ্লেগ রোগের জন্য বার্ষিক ১২ লক্ষ ডোজ টিকার চাহিদার বিপরীতে ৩ লক্ষ ডোজ টিকা প্রদান করা হয়।	৭২৫০০ গবাদিপশুর জন্য ৫ বছরে ২০ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে। ৩ লক্ষ মুরগী হাঁস ও কবুতরের জন্য রাণীক্ষেত ,কলেরা ও ডাকপ্লেগ রোগের জন্য ৫ বছরে ৬০ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে। সঠিক ভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন না হলে, দারিদ্র হ্রাসকরণ,সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আমিষের ঘাটতি পরিলক্ষিত হবে।	উপজেলা পরিষদ হতে গরু ও মহিষের জন্য ৪ লক্ষ ডোজ ক্ষুরারোগে টিকা,ছাগল ও ভেড়ার জন্য ৮০ হাজার পিপি আর টিকা প্রদান করা যেতে পারে এবং ৭২৫০০ গবাদিপশুর জন্য ৫ লক্ষ কৃমিনাশক প্রদান করা যেতে পারে।
গবাদিপশুর খাদ্য কার্যক্রম (প্রাণিসম্পদ)	আপতকালীনসময়ে (হাওরে পানি থাকাকালীন সময়) গো-খাদ্যের অপ্রতুলতা।	৭টি ইউনিয়ন	সমগ্র উপজেলার গবাদিপশু পালনকারী পরিবারবর্গ।	১. চারনভূমির প্লাবিত হয়ে যায়। ২. ঘাস খাওয়ানো সুযোগকম। ৩. প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।	১. মৌসুমী ঘাস সাইলেজ ও হে প্রক্রিয়ায় সংরক্ষন করা। ২. দক্ষতা উন্নয়ণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ।	নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ (দুধ,মাংস) উৎপাদন ব্যাহত হয়।	উপজেলা পরিষদ হতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করণের জন্য প্রযুক্তি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম (প্রাণিসম্পদ)	পূণপ্রজনন, আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ, জাত ও প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন ব্যাহত ।	৭টি ইউনিয়ন	সমগ্র উপজেলার গবাদিপশু পালনকারী পরিবারবর্গ।	১. কাচাঁ ঘাসের ঘাটতি। ২. সঠিক সময়ে কৃমিমুক্ত না করণ। ৩. পুষ্টিহীনতা। ৪. ত্রুটি পূর্ণ ডাক নির্ণয়।	১. ঘাসচাষ সম্প্রসারণ,সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের জন্য প্রশিক্ষণ।	সুস্থ সবল মেধাবী জাতি গঠনে বিঘ্ন ঘটবে। প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ বাধাগ্রস্থ হবে।	বিভাগীয় প্রশিক্ষণের বরাদ্ধ বৃদ্ধিকরণ ও উপজেলা পরিষদ হতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ।

প্রাণীসম্পদ বিষয়ক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২০২৭ট অর্থ বছর পর্যন্ত)

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়নসূচি						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	কর্মকান্ডের বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু,প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারি
							১	২	৩	৪	৫				
	১. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খামারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গবাদিপশু ও হাঁস মুরগির দুধ,ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে সৃষ্টি	দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	পুরুষ/নারী	সরকারী (উপজেলা পরিষদ)	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রশাসন ও প্রাণিসম্পদ দপ্তর	৮ লক্ষ	উপজেলা পরিষদ (উন্নয়ন)	-
	২. আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প	বিজ্ঞানভিত্তিক গরু হৃষ্টপুষ্ট করন ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।	আমিষের, চাহিদা পূরণ,আত্নকর্মসংস্থান ও দারিদ্রহ্রাসকরণ।	পুরুষ/নারী	সরকারী প্রকল্প	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১	২	৩			উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর	-	সরকারী	চলমান
	৩. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প	গাভীর খামার ও উৎপাদিত পন্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাত করন।	প্রশিক্ষণ,উদ্যেক্তা উন্নয়ন,কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র হ্রাসকরণ	সুফলভোগী ও খামারী	সরকারী	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১	২	৩	৪		উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর	-	সরকারী	চলমান
	৪. পি পি আর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন প্রকল্প	ভলান্টিয়ার ভ্যাক্সিনেটর এর মাধ্যমে পি পি আর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম।	রোগ নিয়ন্ত্রন ও প্রতিরোধ কার্যক্রম।	পুরুষ/নারী	সরকারী প্রকল্প	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১	২	৩			উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর		সরকারী	চলমান

ফরম্যাট-৫ ঃ পরিমাপযোগ্য সূচক সহ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল

ক্রমিক নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয়, সুচিকিৎসা,প্রাণির চলাচল ব্যবস্থাপনা ও রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহণ।	সেবা,রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কার্যক্রম।	সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান করা হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।	
			নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ (দুধ,ডিম,মাংস) উৎপাদন অব্যাহত থাকবে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাস হবে।	
২	সুষম খাদ্যের নিশ্চয়তার লক্ষ্যে খামারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নতজাতের ঘাস চাষে উদ্ধুদ্ধকরণ।	গবাদিপশুর খাদ্য কার্যক্রম	চারনভূমির প্লাবিত হলেও গো-খাদ্যের ঘাটতি হবে না। গো-খাদ্যে খাওয়ানোর সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।	বিসিএস (Body Condition Scoring, BCS)
			সর্বোপরি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	
৩	গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সুনিদ্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা ।	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম	পূণপ্রজনন কার্যক্রম হ্রাস পাবে, সঠিক সময়ে গরুর ডাক নির্ণয় সহজ হবে।	ডাক নির্ণয়ের হার (Heat Detection Rate)।
			প্রাণিরজাত উন্নয়ন ও প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে।	Calving Rate, Conception Rate etc.

২.২.১.৭ উপজেলা মৎস্য অফিস ঃ

ক্র: নং	জনবল		কি কি সেবা প্রদান করা হয়	গত বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
	কর্মরত	শূন্যপদ		
১।	৪	১	মৎস্যচাষীদের মৎস্য বিষয়ক পরামর্শ সেবা প্রদান	৫০০ জন চাষীদের মৎস্য বিষয়ক পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা হয়েছে।
২			মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষন/বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষন মতবিনিময় সভা আয়োজনের মাধ্যমে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান	৮০ জন মৎস্যচাষীদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।
৩			উপজেলা সার্বিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কাযকর ব্যবস্থা/পরিকল্পনা গ্রহনের মাধ্যমে জনগকে পুষ্টি যোগানে সহায়তা প্রদান।	-
৪			সরকারী/আধা সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয় প্লাবনভূমিতে মাছের পোনা অবমুক্তির মাধ্যমে কর্মসংস্থান দারিদ্র বিমোচনে সেবা প্রদান	জনসাই হাওরে ৩৫০ কেজি পোনা মাছ অবমুক্তি করা হয়েছে।
৫			দেশি প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষন ও সম্প্রসারনে সেবা প্রদান	দেশি প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষনে একটি অভয়াশ্রম মেরামত করা হয়েছে।
৬			বাণিজ্যিক ভিত্তিতে জনগকে মাছ চাষে উদুদ্ধকরণ ও কারিগরি সহায়তা সেবা প্রদান	২ হেক্টর জমিতে ৯টি প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনগকে মাছ চাষে উদুদ্দকরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
৭			মৎস্য সম্পাদ সংরক্ষন ও উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও দারিদ্রা বিমোচনে সেবা প্রদান।	-

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সমস্যা সমাধানকল্পে সাম্প্রতিক,চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর পরিস্থিতির বিবরণ	৫ বছর পরের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/পাল্টা ব্যবস্থা
	মুল সমস্যাসমূহ (চ্যালেঞ্জস সমূহ)	অবস্থান/ এলাকা	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	সমস্যার কারণসমূহ			
মৎস্য	বর্ষাকালে মৎস্যচাষীরা মাছ উৎপাদন করতে পারছে না	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৬৫০ মৎস্যচাষী	বর্ষার পানিতে পুকুর তলিয়ে যায়	রাজস্ব অর্থায়নে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তিসেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ৭৮ জন মৎস্যচাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে	৫০০ মৎস্যচাষী প্রশিক্ষণ পাবে না	১) ৫০০ জন মৎস্যচাষ কে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে ২) ৬৫০ জন মৎস্যচাষীর মাঝে দলভিত্তিক বিভিন্ন উপকরণ (এরেটর, পিলেট মেশিন, জাল, পাম্প ইত্যদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৩) মৎস্যচাষীদের আধুনিক প্রযুক্তি (পিএইচ মিটার, অ্যামোনিয়া কিট, ডিও মিটার, থার্মোমিটার) প্রদান করা যেতে পারে।
শুস্ক মৌসুমে মৎস্য জেলেদের কর্ম সংস্থানের অভাব		১০,০০০ মৎস্য জেলে	উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ ধরতে পারে না	৭০০০ জেলেদের মধ্যে জেলে পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়েছে	মৎস্য জেলেদের কর্ম সংস্থানের অভাব দেখা দিতে পারে	১) বিকল্প কর্মসংস্থান (গরু-ছাগল পালন, সেলাই মেশিন, প্রশিক্ষণ) করা যেতে পারে। ২) দরিদ্র জেলেদের খাদ্য সহায়তা দেওয়া যেতে পারে ৩) আর্থিক প্রনোদনা দেয়া যেতে পারে	

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়নসূচি						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	কর্মকান্ডের বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী,শিশু,প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারি
							১	২	৩	৪	৫				
	মৎস্যচাষীদের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ	প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ বিতরণ			মৎস্য	সকল ইউপি	⇒	⇒			⇒	মৎস্য দপ্তর/ উপজেলা পরিষদ	৬০,০০০/-		
	মৎস্য জেলেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি	বিকল্প কর্মসংস্থান ও প্রনোদনা প্রদান					⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		৫০,০০,০০০/-		

২.২.১.১০ উপজেলা শিক্ষা অফিস ঃ

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সমস্যা সমাধানকল্পে সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর পরিস্থিতির বিবরণ	৫ বছর পরের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চবার্ষিক/ বার্ষিক পরিকল্পনা সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/ পাল্টা ব্যবস্থা
	মূল সমস্যাসমূহ (চ্যালেঞ্জসমূহ)	অবস্থান/ এলাকা	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	সমস্যার কারণ সমূহ			
শিক্ষা	নতুন ভবন নির্মাণ, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, বিদ্যালয় ভবন মেরামত ও সংস্কার, গেইটসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ, ওয়াসব্লক নির্মাণ, উপজেলা শিক্ষা অফিস ভবন ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ।	সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়	নতুন ভবন- ৪টি, শ্রেণিকক্ষ- ১৭টি, মেরামত ও সংস্কার-১৫টি, গেইটসহ সীমানা প্রাচীর -১০টি, প্রতিরক্ষা দেয়াল -০৫টি, ওয়াসব্লক -৩০ টি।	ছাত্র/ ছাত্রীর সংখ্যা বেশি, ভবন পুরাতন, জমি বেদখলের জন্য, নদী ভাঙ্গন থেকে বিদ্যালয়কে রক্ষা করা।	১১ টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ০১ টি বিদ্যালয়ের গেইটসহ সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন। ১৩ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন। ৬০ টি বিদ্যালয়ে স্লিপের কাজ সম্পন্ন। উপজেলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান।	নতুন ভবন নির্মাণ না হলে কমপক্ষে ৪ টি বিদ্যালয়ের ভবন ধ্বসে পড়ার আশংকা রয়েছে। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ না হলে জমি বেদখল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ প্রয়োজন।	নতুন ভবন নির্মাণ - ৪টি, শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ - ১৭টি, মেরামত ও সংস্কার -১৫টি, গেইটসহ সীমানা প্রাচীর - ১০টি, প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ - ০৫টি, ওয়াসব্লক নির্মাণ - ৩০ টি। উপজেলা শিক্ষা অফিস ভবন ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ।

২.২.১.১১ উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস ঃ

জনবল		কি কি সেবা প্রদান করা হয়	গত বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	মন্তব্য
কর্মরত	শূণ্যপদ			
০৬ জন	০১ জন	১) ১৮-৩৫ বছর বয়স্ক বেকার যুবদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান। ২) প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্ম সংস্থানে উদ্বুদ্ধ করণ। ৩) প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণ সহায়তা প্রদান। ৪) যুব সংগঠন নিবন্ধন। ৫) নারীর ক্ষমতায়ণে ও জন সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা।	১) ৫৫০ জন বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ২) ৮১ জন বেকার যুবদের আত্মকর্মী তৈরি করা হয়েছে। ৩) ১৯ জন প্রশিক্ষিত যুবদের কে ৭,৯০,০০০/-(সাত লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ৪) ০১ টি নারীর ক্ষমতায়ণ ট্রেনিং ও ০২ টি জন সচেতনতামূলক কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	০২ (দুই) জন কর্মচারী প্রেষণে অন্যত্র কর্মরত আছেন।

ফরম্যাট২: পঞ্চ-বার্ষিক পরিকপ্লনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নমুনা ফরম্যাট

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সমস্যা সমাধানকল্পে সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর পরিস্থিতির বিবরণ	৫ বছর পরের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/ পাল্টা ব্যবস্থা
	মূল সমস্যা সমূহ (চ্যালেঞ্জ সমূহ)	অবস্থান/ এলাকা	পরিমান/ বিস্তৃতি	সমস্যার কারণ সমূহ			
	সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ সদর	১৮-৩৫ বছর বয়সী বেকার যুবক ও যুব নারীরা। (উপজেলা মোট জনসংখ্যার ৩৭.৭%)	১) প্রশিক্ষণ খাতে অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ। ২) উপজেলা পর্যায়ে নিজস্ব কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকা। ৩) প্রয়োজনের তুলনায় বিতরণ যোগ্য মূলধন তহবিল কম। ৪) মাঠ পর্যায়ে কর্মী স্বল্পতা।	১) ভ্রাম্যমান কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২) ঋণ বিতরণ ৩) আত্মকর্মী তৈরী। ৪) নারীর ক্ষমতায়ন ও জন-সচেতনতা মূলক কর্মশালা।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক নাও হতে পারে। সরকারি সেবা প্রাপ্তি	১) জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে নিজস্ব ট্রেনিং রুম এর ব্যবস্থা করতে হবে। ২) চাহিদা আছে এমন ট্রেডে (যেমনঃ সেলাই, কম্পিউটার, মোবাইল সার্ভিসিং, ইলেক্ট্রনিক্স

ফরম্যাট৫: পরিমাপযোগ্য সূচক সহ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল

নং	পঞ্চ- বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	যুব উন্নয়ন কার্যক্রমকে জোরদারকরণ ও বেকারত্ব হ্রাস করে সুখী সমৃদ্ধ দেশ গঠনে যুব সমাজকে নিয়োজিত করা	যুব উন্নয়ন	বেকারত্ব হ্রাস, দক্ষ মান শক্তি তৈরী, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নতি করা।	১) আগামী ০৫ বছরে মোট ৫০০ জন বেকার যুব ও যুব নারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ২) প্রায় ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হলো। ৩) মোট ১২৫ জন যুব নারীকে নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষিত করা হলো।

ফরম্যাট ৬; পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ফরম্যাট

অর্ত বছর; ২০২২-২০২৩ থেকে ২০২৬-২০২৭ চলমান প্রকল্প সমূহ

প্রকল্প বিবরণীঃ				অবস্থান	বাস্তবায়নসুচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	কর্মকান্ডের বিবরণ	খাত	প্রকল্পের প্রস্তাবকারী	বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারী
					১	২	৩	৪	৫				
	কম্পিউটার	প্রতি বছর ২টি ব্যাচ	যুব উন্নয়ন	যুব উন্নয়ন	✓	✓	✓	✓	✓	যুব উন্নয়ন	৩০,০০,০০০	উপজেলা পরিষদ	যুব উন্নয়ন
	ইলেক্ট্রনিক্স	প্রতি বছর ২টি ব্যাচ	যুব উন্নয়ন	যুব উন্নয়ন	✓	✓	-	✓	✓	যুব উন্নয়ন	১৬,০০,০০০	উপজেলা পরিষদ	যুব উন্নয়ন
	ইলেক্ট্রিক্যাল	প্রতি বছর ২টি ব্যাচ	যুব উন্নয়ন	যুব উন্নয়ন	✓	-	✓	-	✓	যুব উন্নয়ন	১২,০০,০০০	উপজেলা পরিষদ	যুব উন্নয়ন

২.২.১.১২ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ঃ

জনবল		কি কি সেবা প্রদান করা হয়	গত বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
কর্মরত	শূণ্যপদ		
১। সহকারী প্রকৌশলী ২। উপ-সহকারী প্রকৌশলী=০১ জন ৩। সিসিটি= ০১ জন ৪। মেকানিক = ০৪ জন ৫। ভি.এস ম্যাশন = ০১ জন ৬। ভি.এস লেবার = ০১ জন ৭। অফিস সহায়ক = ০১ জন ৮। নৈশপ্রহরী = ০১ জন	০১ জন	১। নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহ। ২। পর্যপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সম্মত জীবন রীতিতে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং নারী ও বালিকা সহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবসকারী জনগোষ্টির চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে খোলা জায়গায় মলত্যাগের অন ঘটানো। ৩। দূষণ হ্রাস করে পানিতে আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করে এবং ঝুঁকিপূর্ন রাসায়নিক পদার্থ ও উপকরনের নির্গমন ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে এসে অপরিশোধিত ও বর্জ্যপানির অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে এনে নিরাপদ পানির পূন:ব্যবহার উল্লেখযোগ্যহারে বাড়ানোসহ সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুবিধা সহ নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় স্যানিটেশন সেবা ব্যবহার কারীর অনুপাত বৃদ্ধি করা। এসডিজির কোন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পৃক্তা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৬ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন (সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা)।	১। পানি সরবরাাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প। ২। অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীন পানি সরবরাহ প্রকল্প। ৩। জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতয় উপজেলায় বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিটি টয়লেট স্থাপন।

ফরম্যাট২: পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নমুনা ফরম্যাট

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সমস্যা সমাধানকল্পে সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর পরিস্থিতির বিবরণ	৫ বছর পরের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চ - বার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/ পাল্টা ব্যবস্থা
	মূল সমস্যা সমূহ (চ্যালেঞ্জ সমূহ)	অবস্থান/ এলাকা	পরিমান/ বিস্তৃতি	সমস্যার কারণ সমূহ			
	উপজেলা দরিদ্র পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্টানে অধ্যায়নরত ছাত্র ছাত্রীর বাহিত রোগের মধ্যে আছে। বর্ষা মৌসুমে আগত পর্যটকদের ও অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।	উপজেলা সকল ইউনিয়ন পর্যটন মৌসুমে অর্থাৎ বর্ষা মৌসুমে কিশোরগঞ্জ সদর সদর, কারপাশা ও ছাতিরচর ইউনিয়ন।	অত্র উপজেলায় ৩১২০০টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৮০০টি পরিবারে কোন ল্যাট্রিন নেই। এবং ৬০০টি পরিবারে নলকূপ নেই। ৬০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,৬টি	(A) আর্থিক সংকটের কারনে দরিদ্র পরিবার গুলো স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাটিন স্থাপন করতে পারছে না। (B) আর্থিক সংকটের কারনে দরিদ্র পরিবার গুলো নলকূপ স্থাপন করতে পারছে না। (C)পল্লী পানি স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সচেতনার	(A) জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর কমিউনিটি ল্যাট্রিন হাওর প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপন কাজ পরিকল্পিত আছে। (B) পল্লী পানি সরবরাহ প্রকল্প, অগ্রাধিকার প্রকল্প, আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৮০০টি গভীর নলকূপ স্থাপন ও চলমান রয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপ লাইনে পানি সরবরাহের কাজ	৮০০০টি পরিবার ল্যাট্রিন বিহীন থাকবে। ৬০০০টি পরিবার নলকূপ বিহীন থাকবে। ৩১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬টি মাদ্রাসা ও ২টি কলেজে, আধুনিক মান সম্মত ওয়াশব্লক থাকবে না। কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও মোবাইল ল্যাট্রিন স্থাপন	৮০০০টি ল্যাট্রিন স্থাপন, ৬০০০টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা যেতে পারে। ৩১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬টি মাদ্রাসায় ও ২টি কলেজে উন্নত মানে ওয়াশ ব্লক নির্মান করা যেতে পারে। পর্যটকদের বিশুদ্ধ পানি ও উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পর্যটন এলাকায় গভীর নলকূপ ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন করা যেতে পারে।

			ট মাদ্রাসা, ২টি কলেজ, পর্যটন মৌসুমে প্রায় ৫০০ লোকের স্যানিট্রেশনের অভাব।	অভাব। (D)উপজেলা শিক্ষা প্রতিষ্টানে ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্মত ওয়াশ ব্লকের অভাব রয়েছে।	চলমান রয়েছে। (C) PEDP-3 ও PEDD-4 এর আওতায় ২৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক স্থাপন করা হচ্ছে। এবং পর্যায় ক্রমে সকল বিদ্যালয়ে নির্মানের পরিকল্পনা আছে।	করা হলে পর্যটন মৌসুমে আগত পর্যটকদের ব্যবহার উপযোগী ল্যাট্রিন থাকবে না।	

ফরম্যাট৫: পরিমাপযোগ্য সূচক সহ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল

নং	পঞ্চ- বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	উপজেলার দরিদ্র পরিবার সমূহে ৬০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬টি মাদ্রাসা ও ২টি কলেজের সকল ছাত্র ছাত্রীদেও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সহ সুপেয় পানি ব্যবস্থা করা।	জনস্বাস্থ্য	পানি বাহিত রোগ প্রতিরোধ সহ উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন তথা সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করা।	৯০%

ফরম্যাট ৬: পঞ্চ- বার্ষিক পরিকল্পনা ফরম্যাট

প্রকল্প বিবরণ						অবস্থান	বাস্তবায়ন সূচি						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি কর্মসূচী কর্মকান্ডের			অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারি প্রাক্কলিত তহবিলের			প্রকল্পের প্রস্তাবকারী
ট্যাগ	নাম	বিবরণ										সংস্থা	ব্যয়	উৎস	
					জনস্বাস্থ্য	সকল	১	২	৩	৪	৫	হাওড় প্রকল্প			
							২০২০ -২০২১					আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প।			
												পল্লী পানি সরবরাহ প্রকল্প			
												জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প			

২.২.১.১৩ উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসঃ

জনবল		কি কি সেবা প্রদান করা হয়	গত বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
কর্মরত	শূণ্যপদ		
২ জন (রাজস্ব) ২ জন (প্রকল্প)	১ জন (রাজস্ব) ১ জন (প্রকল্প)	১।ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় প্রতি মাসে (২বছর) মাথাপিছু ৩০ কেজি খাদ্য শস্য বিতরণ করা হয়। ২। দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচীর আওতায় স্ব স্ব ব্যাংক হিসেবে প্রতি মাসে (৩ বছর) পনপ্রতি ৮০০/- টাকা প্রদান করা হয়। ৩। আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় ২ টি ট্রেডে ৩ মাস মেয়াদী ৫০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিদিন ১০০/- হারে ৩ মাসে ৬০০০/- টাকা স্ব স্ব ব্যাংক হিসাবে প্রশিক্ষণ ভাতা দেওয়া হয়। ৪। স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির সদস্যদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতি বছর সমিতি সমূহে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। ৫। কিশোর-কিশোরী ক্লাব প্রকল্পের আওতায় ৭ টি ক্লাবের সদস্যদের সচেতনতামূলক আলোচন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। ৬।ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঘূর্নায়মান ঋণ তহবিল হতে ঋণ বিতরণ করা হয়।	১। ভিজিডি কার্যক্রম। ২। দরিদ্র মা'র জন্য কাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচী। ৩। আইজিএ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী। ৪। স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান। ৫। কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের সচেতনতা মূলক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। ৬। মহিলাদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়।

ফরম্যাট ২; পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নমুনা ফরম্যাট

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকরার বিবরণ				সমস্যার সমাধানকল্পে সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর পরিস্থিথতির বিবরণ	৫ বছর পরের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চবার্ষিক/ বার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/পাল্টা ব্যবস্থা
	মূল সমস্যা সমূহ (চ্যালেঞ্জসমূহ)	অবস্থান/ এলাকা	পরিমান/ বিস্তৃতি	সমস্যার কারনসমূহ			
দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা	সকল ইউনিয়ন	সমগ্র উপজেলা	১। বারান্ধ না থাকায় ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে না পারা। ২। দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব	প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামের মহিলাদের উপরেজা পরিষদে এসে প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য সচেতন করা হচ্ছে।	১। নারী ও শিশু নির্যাতন বৃদ্ধি পাবে। ২। বাল্য বিয়ে বৃদ্ধি পাবে। ৩। নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি হতে পারবে না।	প্রত্যেক ইউনিয়নে মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্দির জন্য সেলাই ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
সচেতনতা মূলক কার্যক্রম	১। অসচেতন অভিভাবক। ২। জন প্রতিনিধিদের অসহযোগিতা	সকল ইউনিয়ন	সমগ্র উপজেলা	১। বাবা-মা মেয়েদের বোঝা মনে করে এবং অনেক সময় নিরাপত্তার অভাবে ১৮ বছর আগেই বাল্য বিয়ে দিয়ে দেয়। ২। অনেক সময় জনপ্রতিনিধিগণ ভোট কম পাবে বলে বাল্য বিবাহ বন্ধে সরাসরি যুক্ত হতে চায় না।	১। খবর শুনা মাত্রই কিশোর কিশোরী ক্লাব সদস্যদের মাধ্যমে বাল্য বিয়ে বন্ধের চেষ্টা করা হয়। ২। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	১। নারী ও শিশু নির্যাতন বাড়বে। ২। মা ও শিশু মৃত্যুহার বাড়বে।	১। সভা সেমিনারের মাধ্যমে মা-বাবা ও জনপ্রতিনিধিসহ সকলকে সচেতন করতে হবে। ২। কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে।

ফরম্যাট ৫; পরিমাপযোগ্য সূচক সহ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল

নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১।	মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি।	দুঃস্থ নারীর সংখ্যা হ্রাস পাবে।
			২। পরিবারে ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি	নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন হবে।
২।	বাল্য বিবাহ বন্ধ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ	সচেতনতা মূলক কার্যক্রম	মা ও শিশুর মৃত্যু হার-হ্রাস পাবে।	বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বাড়বে।
			নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন হবে।	নারী ও শিশু নির্যাতনমুক্ত সুখী সমৃদ্ধি বাংলাদেশ হবে।

ফরম্যাট ৬; পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ফরম্যাট

অর্ত বছর; ২০২২-২০২৩ থেকে ২০২৬-২০২৭ চলমান প্রকল্প সমূহ

প্রকল্প বিবরণীঃ						অবস্থান	বাস্তবায়নসুচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইড ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	কর্মকান্ডের বিবরণ	অভিস্ট লক্ষ্য/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপরকভোগী পুরুষ/ নারী/ শিশু/প্রতিবন্ধি	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নে প্রস্তবিত বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারী
	দক্ষতা বৃদ্ধমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	দরিদ্র মহিলাদের বিনা খরচে সেলাই ও স্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং বিনামূল্যে সেলাই মিশিন বিতরণ	মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বি করা।	নারী		সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ	১					উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ সদর।	৩৫.০০	এডিপি/উপজেরা পরিষধ রাজস্ব/উন্নয়ন তহবিল/ এলজিএসপি/বৈদেশ্যিক সংস্থা।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ সদর।
	সচেতনতা মূলক কার্যক্রম	বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সভা সেমিনারের আয়োজন।	১। মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস। ২। নারী ও শিশু নির্যাতন আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা	নারী, পুরষ, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী		ইউনিয়ন পরিষদ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান		২	৩			উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ সদর।	১৪.০০	এডিপি/উপজেরা পরিষধ রাজস্ব/উন্নয়ন তহবিল/ এলজিএসপি/বৈদেশ্যিক সংস্থা।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ সদর।
	মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম	মাদকের বিরুদ্ধে সভা, সিমিনার ও প্রচারণার আয়োজন	পরিবার ও সমাজকে সচেতন করে যুব সমাজকে সচেতন করে যুব সমাজকে রক্ষা করা।	স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারন		ইউনিয়ন পরিষদ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান				৪		উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ সদর।	৭.০০	এডিপি/উপজেরা পরিষধ রাজস্ব/উন্নয়ন তহবিল/ এলজিএসপি/বৈদেশ্যিক সংস্থা।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ সদর।

পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকলল্পনা

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের উৎস ও পরিমাণ	উপকারভোগীর সংখ্যা	বাস্তাবায়ন প্রদ্ধতি
০১	সেলই প্রশিক্ষণ ও বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ	নারী উন্নয়নের জন্য	৭টি ইউনিয়ন পরিষদে	এডিপি, উপজেরা পরিষদ রাজস্ব/উন্নয়ন তহবিল, এলজিএসপি/সরকারী যেকোন বরাদ্দ		প্রশিক্ষনের মাধ্যমে
০২	বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সচেতন সভা	মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস করা এবং নারী ক্ষমাতায়ন বাস্তবায়ন করা	ইউনিয়ন পরিষদ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে	ঐ	প্রতি ইউনিয়নের ৪টি সভায় সম্ভাব্য ৩০ জন্য করে ১২০ জন দ্ধ ইউনিয়নের ৮৪০ জন্য	আলোচনাা সভা- সেমিনার /র‌্যালি
০৩	নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌন হয়রানী প্রতিরোধে সচেতনমূলক সভা	নারী ও শিশু নির্যাতন আইন এবং শাস্ত সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করা	ঐ	ঐ	প্রতি ইউনিয়নের ৪টি সভায় সম্ভাব্য ৩০ জন্য করে ১২০ জন দ্ধ ইউনিয়নের ৮৪০ জন্য	ঐ
০৪	মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনমূলক সভা	পরিবার ও সমাজকে সচেতন করে যুব সমাজকে রক্ষা করা	ঐ	ঐ	প্রতি ইউনিয়নের ৪টি সভায় সম্ভাব্য ৩০ জন্য করে ১২০ জন দ্ধ ইউনিয়নের ৮৪০ জন্য	ঐ
০৫	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	নারীর কারিগরি দক্ষতা বাড়ানোর জন্য	ইউনিয়ন পরিষদ	ঐ	প্রতি ইউনিয়নে ৩০ জন করে ২১০ জন্য	প্রশিক্ষনের মাধ্যমে

পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	১ম বছর (২০২২-২০২৭)									
		কাজের একক	মোট ব্যয়	কাজের একক	মোট ব্যয়	কাজের একক	মোট ব্যয়	কাজের একক	মোট ব্যয়	কাজের একক	মোট ব্যয়
১	সেলাই প্রশিক্ষন ও বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ	১১টি ইউনিয়ন	২১,০০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-
২	বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সচেতন করা	-	-	৩২টি সভা/ সেমিনার	৭,০০,০০০/-	-	-	-	-	-	-
৩	নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌন হয়রানী পতিরোধ সচেতনমূলক	-				২৬টি সভা/ সেমিনার	৭,০০,০০০/-	-	-	-	-
৪	মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনমূলক	-	-	-	-	-	-	২৮টি সভা/ সেমিনার	৭,০০,০০০/-	-	-
৫	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	-	-	-	-	-	-	-	-	৭টি ইউনিয়নে	১৪,০০,০০০/-

										কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	

তথ্য আপাঃ তথ্যকেন্দ্র

সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতি বন্ধকতার বিবরণ				সমস্যার সমাধানকল্পে সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যবালী	আরকোন পদক্ষেপে নেওয়ার না হলো ৫ বছর পর পরিস্থিতির বিবরণ	৫ বছর পরের পরিস্থিতি বিবেচনা করে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/পাল্টা পদক্ষেপ
মূল সমস্যা/চালেঞ্জসমূহ	অবস্থান/এলাকা	পরিমাণ/বিস্তৃতি	সমস্যার কারণসমূহ			
১. উপজেলা পরিষদের নিজস্ব কোন শক্তিশালী ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবস্থা নেই যেখানে থেকে উপজেলার সকল অফিস শক্তিশালী ব্রডব্যান্ডে ইন্টরনেট সংযোগ পাবে। ২. কিশোরগঞ্জ সদরবাসীর তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব। ৩. ই-কমার্সের ধারনা ও প্রসার নেই। ৪. আইটি বিষয়ে কিশোরগঞ্জ সদরবাসীর শক্তিশালী ধারনা নেই।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন বিষেশ করে ছাতিচর, সিংপুর, গুরুই, ইউনিয়ন।	কিশোরগঞ্জ সদর ইউনিয়নবাসী	১. দরিদ্র জনগোষ্ঠী ২. শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিতের হার কম ৩. তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞানের প্রসারে কর্মসূচীর অপ্রতুলতা ৪. তথ্যপ্রযুক্তির মেটারিয়ালসের অভাব	১. উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রামীন মহিলাদের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করে তাদের তথ্য প্রযুক্তিতে বেশি বেশি সম্পৃক্ত করা ২. ডোর টু ডোর সেবা প্রদান করে তথ্র প্রযুক্তি বিষয়ে সচেতন করা ৩. ই-কমার্সেরর মহিলাদের সম্পৃক্ত করার জন্য উৎসাহত করণ ও বিভিন্ন ই-কমার্স সাইটের সাথে সম্পৃক্তকরন ৪. বিনামূল্যে তথ্যকেন্দ্র হতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান	১. কিশোরগঞ্জ সদরবাসী ডিজিটাল বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবেনা ২. তথ্য আপা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন হবেনা ৩. গ্রামীন মহিলারা তথ্য প্রযুক্তির বিশ্ব হতে অনেক পিছিয়ে পড়বে ৪. সর্বোপরি গ্রামীন মহিলারা সুবিধা বঞ্চিত থেকে যাবে।	১ কেন্দ্রীয় (Central) ব্রডব্যান্ড ব্যবস্থাপনা ২. তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারিক দিক আলোচনা বিষয়ক সেমিনার ৩. স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের তথ্য প্রযুক্তির সাথে বেশি বেমি সম্পৃক্তকরন ৪. গ্রামীন মহিলাদের ই- কমার্সে উৎসাহিতকরনের লক্ষ্যে ই-কমার্স মেলার আয়োজন ও এর সাথে মহিলাদের সম্পৃক্ত করন

ফরম্যাট ৫; পরিমাপযোগ্য সূচকসহ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল

নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১.	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার শতভাগ মহিলার তথ্য প্রযুক্তিতে প্রবেশধিকার নিশ্চিত করা এবং তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের সাবলম্বী করে তোলা	তথ্য আপা প্রকল্প	১ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমাতায়ন	১০০% মহিলা ২০২০ সালের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হবে।
			২ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের সাবলম্ব করে তোলা	৫০% মহিলা তথ্য প্রযুক্তার মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান করবে্
			৩ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান করা	

ফরম্যাট ৬; পঞ্চ- বার্ষিক পরিকল্পনা ফরম্যাট

অর্থ বছর ২০১৯ হতে ২০২৪

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়ন সূচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	কর্মকান্ডের নাম	অভীষ্ট লক্ষ্য পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ নারী শিশু প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	
							১	২	৩	৪	৫				
১	গ্রমীন সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের তথ্য প্রযক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন	গ্রামীন মহিলাদের তথ্য প্রযুক্তির বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা	কিশোরগঞ্জ সদরর সকল মহিলারা	গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত সকল নারী	তথ্য আপা প্রকল্প	সকল ইউনিয়ন						জাতীয় মহিলা সংস্থা	৩৪,২৭,৭৮১	তথ্য আপা প্রকল্প	

২.২.১.১৪ উপজেলা সমবায় অফিস ঃ

ফরম্যাট ২ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিস্থিতি বিশ্লেষনে নমুনা ফরম্যাট

খাত	সমস্যা উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিশ্লেষন				সমস্যা সমাধান কেন্দ্র সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	আর কোন পদক্ষেপ না নেয়া হলে ৫ বছর পরিস্থিতির বিবরন	৫ বছর পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত পদক্ষেপ পাল্টা ব্যবস্থা
	মূল সমস্যা সমূহ (চ্যালেঞ্জ সমূহ)	অবস্থান/ এলাকা	পরিমান/ বিস্তৃতি	সমস্যার কারন সমূহ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সমবায়	১। সমবায় সমিতির সকল সদস্যদের কে নিয়মিত প্রশিক্ষন প্রদান করা যাচ্ছে না। ২। উপজেলার সমবায় সমিতির সদস্যদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচেছ।	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নিকলী, কিশোরগঞ্জ।	নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা ১১০ টি সমিতির সদস্য সংখ্যা ৭০০০ জন।	১। প্রশিক্ষন খাতে অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্ধ। ২। উপজেলা সমবায় কর্যালয়ের জরাজির্ন অবকাঠামো।	বছরে ১০০ জন সমবায়ীকে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষন প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম নেই।	উপজেলা সমবায় বিভাগের সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক হবে না।	১। জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের পানির সুব্যবস্থা, টয়লেট বাথরুমের সু- ব্যবস্থা, ও ট্রেনিং রুমের ব্যবস্থা করতে হবে। ২। সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষন এর

							পরিমান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ফরম্যাট ৫: পরিমাপযোগ্য সূচক সহ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা লক্ষ্য এবং ফলাফল

ক্রঃ নং	পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	২	৩	৪	৫
০১	সমবায় বিভাগের কাজের গতিশীলতা আনা	সমবায়	সমবায় সমিতির সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নতি করা।	-

২.২.১.১৫ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস ঃ

পঞ্চ-বার্ষিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নমুনা ফরম্যাট

সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ					সমস্যা সমাধানকল্পে সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর পরিস্থিতির বিবরণ	৫ বছর পরের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/পাল্টা ব্যবস্থা
খাত	মূল সমস্যাসমূহ (চ্যালেঞ্জসমূহ)	অবস্থান/ এলাকা	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	সমস্যার কারণসমূহ			
০১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ পূর্ণ/দুর্যোগ কবলিত পরবর্তী সময়ে জনগণের ক্ষতি হচ্ছে	১১টি ইউনিয়ন	উপজেলার সকল জনগণ	১। জনগণের করণীয় সম্পর্কে ধারণা কম ২। প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ ও উর্ধ্বার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক টিম নাই ৩। প্রয়োজনীয় বাঁধ/প্রটেকশন ওয়াল নাই ৪।বজ্রপাত করণীয় জ্ঞান ধারণা কম ৫। ডেঙ্গুর প্রকোব বেশি	ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের মাঝে ত্রাণ সহায়তা প্রদান	৬০% জনগণ সুবিধা বঞ্চিত থাকবে	১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক টিমের প্রশিক্ষণ প্রদান ২। বজ্রপাতে করণীয় সম্পর্কে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা ও বজ্রপাত নিরুধক অবকাঠামো নির্মাণ করা যেতে পাওে ৩। ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ফগার মেশিন ক্রয় করা যেতে পারে
০২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ প্রবণ এলাকাতে দুর্যোগ সহনীয় ঘর/বাড়ি নাই	১১টি ইউনিয়ন	দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস কারী পরিবার	১। অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ২। সেবা প্রাপ্তির সঠিক ধারণা না থাকায়	দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ প্রকল্প চলমান	৫০% জনগণ সুবিধা বঞ্চিত থাকবে	১। আরো বেশি দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ ২। আয় বর্ধকমূলক কর্মসূচির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ
০৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১। মাটির রাস্তা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় ২। বাঁধ ও গাইড ওয়াল অপ্রতুল ৩। পুকুর/ খাল খননের প্রয়োজনীয়তা ৪। ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন	১১টি ইউনিয়ন	উপজেলার সকল জনগণ	১। অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ২। বরাদ্দ অপ্রতুল	সাম্প্রতিককালে টি আর/কাবিখা এর নন-সোলার প্রকল্পের উন্নয় কাজ চলমান	৫০% জনগণ সুবিধা বঞ্চিত থাকবে	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা হাওড়কেন্দ্রিক হওয়ায় প্রতি বছর মাটির রাস্তা ও বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয় সুতরাং অত্র উপজেলায় টিআর/কারিখা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যেতে পারে
০৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১।গ্রামীণ জনপথ অর্থাৎ বাজার রাস্তাঘাট কবরস্থান শ্বশানঘাট অন্ধকারাছন্ন থাকে ২। প্রান্তিক পর্যায়ের দরিদ্র জনগণের ঘরে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ নাই	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার ১১ট ইউনিয়ন	উপজেলার সকল জনগণ	১। অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ২। সেবা প্রাপ্তির সঠিক ধারণা না থাকায়	টিআর/কাবিখা সোলার প্রকল্পের মাধ্যমে স্ট্রীট লাইট স্থাপন এবং সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন	৫০% জনগণ সুবিধা বঞ্চিত থাকবে	১। কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় অতিদরিদ্র পরিবারের মাঝে হোম সোলার বিতরণ অব্যাহত রাখতে হবে ২। স্ট্রীট লাইটের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করতে হবে এবং নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে।
০৫। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	নদী বা খালসমূহ জনসাধরণ ও মালামাল এর যাতায়াত প্রতিবন্ধিকতা সৃষ্টি করে	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার	উপজেলা দারিদ্র সীমার নিচের	১। সাধারণ জনগণের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নেকরণীয় সম্পর্কে না জানা	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উপজেলায় ০৬ টি ব্রীজের কাজ শেষ	৩০% জনগণ সুবিধা বঞ্চিত থাকবে	গতানুগতিক ডিজাইনের পাশাপাশি বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কিছু পরবর্তীত ডিজাইনের ব্রীজ প্রয়োজন।

		১১টি ইউনিয়ন	পরিবার		হয়েছে।		
০৬। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	বন্যায় মানুষ ও পশু পাখির আশ্রয়ের চরম অভাব দেখা যায়	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন	০৭টি ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সকল জনগণ	১। নিচু ভূমি ২। প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ ও উর্ধ্বার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক টিম নাই	১। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের ০২টি কাজ চলমান	৪০% জনগণ সুবিধা বঞ্চিত থাকবে	১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক টিমের প্রশিক্ষণ প্রদান ২। সাধারণ জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি।
০৭। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১। মাটির কাঁচা রাস্তায় অল্প সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায় ২। গ্রামীণ রাস্তাগুলো হালকা ও মাঝারি যানবাহন চলার অনুপোযোগী	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন	উপজেলার সকল জনগণ	অতি বর্ষণ ও হাওড়ের পানির বৃদ্ধির কারণে রাস্তাগুলো টেকসই হচ্ছে না	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩০০০ কি: মি: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৫০০ কি: মি: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৪০০০ কি: মি: মোট ৮৫০০ কি: মি: রাস্তা এইচবিবি করাহয়েছে	৭০% জনগণ সুবিধা বঞ্চিত থাকবে	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা হাওড়কেন্দ্রিক দুর্যোগপূর্ন এলাকা বিধায় মাটির রাস্তাগুলো প্রতিনিয়ত গ্রামীণ রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বন্ড বোন এইচবিবি করণ করা প্রয়োজন।
০৮। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	০১। বছরে কিছু সময়ে মানুষের হাতে কাজ থাকে না ফলে কর্মহীন হয়ে পরে। ২। অসচ্ছ অতিদরিদ্রের নারীর ক্ষমতায়ণ	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার অতিদরিদ্র ৯০৩ পরিবার	০১। অতিদরিদ্র সীমার নিচে বাস করা প্রান্তীক জনগণ ০২। অর্থনীতি কর্মকান্ডের সাথে জড়িত না থাকায় পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মূল্যায়নের কমতি	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ৯০৩ জন অতিদরিদ্র লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।	৫০% জনগণ সুবিধা বঞ্চিত থাকবে	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা হাওড়বেষ্টীত এবং অতিদরিদ্র জনগণের সংখ্যা বেশি হওয়ায় অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) এর বরাদ্দ বৃদ্দি একান্ত প্রয়োজন।
০৯। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা হাওড় বেষ্টীয় হওয়ায় বন্যা ও নদী ভাঙ্গন অতি মাত্র ক্ষতিগ্রস্থ	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন	০৭ টি ইউনিয়নে বন্যায় ও নদী ভাঙ্গণ ক্ষতিগ্রস্থ সকল জনগণ	বন্যা ও নদী ভাঙ্গণ	জুলাই ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ সাল পর্যন্ত ০৪টি মুজিব কিল্লা নির্মান	৪০% জনগণ সুবিধা বঞ্চিত থাকবে	১। সাধারণ জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি ২। বরাদ্দ/মুজিব কিল্লার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
১০। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	ভিজিএফ	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন	উপজেলার সকল জনগণ	অতিদরিদ্র জনগণ	ভিজিএফ কর্মসূচির মাধ্যমে গরীব পরিবারের খাদ্য শস্য বিতরণ	৬০% জনগণ সুবিধা বঞ্চিত থাকবে	ভিজিএফ এর বরাদ্দ সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন
১১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও	জিআর	কিশোরগঞ্জ সদর	উপজেলার সকল জনগণ	অতিদরিদ্র জনগণ	জিআর কর্মসূচির মাধ্যমে গরীব	৬০% জনগণ সুবিধা বঞ্চিত	জিআর এর বরাদ্দ সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন

ত্রাণ মন্ত্রণালয়		উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন			পরিবারের মাঝে খাদ্য শস্য বিতরণ	থাকবে	

২.২.১.১৬ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস ঃ

ক্রঃনং	কর্মসূচী/প্রকল্পের নাম	সমিতি/ দলের সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয় পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সক্রিয়/ নিস্ক্রিয়	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	আদায়ের হার (%)
০১	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা কৃষক সমবায় সমিতি	১৪৩	১৯০৩	৯.২৮	৭৪ ৯.৬৯	-	-	-
০২	নিজস্ব তহবিল হতে ফসলী ঋণ	-	-	-	-	-	-	-
০৩	ব্যাংক ফসলী ঋণ	১৪৩	১৮০০	-	-	-	-	-
০৪	মেয়াদী ঋণ	-	-	-	-	-	-	-
০৫	আবর্তক ঋণ বিতরণ কর্মসূচী	৫২	১০৪০	৪.১৫		৪০৭.১৮	৩৪৫.০৭	৯১%
০৬	সমন্বিত দারিদ্ব বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক) পুরুষ দল	২৬	৭২০	৭.৭৭		৭৪.৯৮	৫৩.৯৯	
০৭	সমন্বিত দারিদ্ব বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক) মহিলা দল	৩৫	৭২০	৯.৮২		৩০২.৮১	২৪৮.৪৭	৫৪%
০৮	পল্লী প্রগতি প্রকল্পের পুরুষ দল	০৪	৮০	২.৭১		৭৮.৩৯	১৮৫.০৬	
০৯	পল্লী প্রগতি প্রকল্পের মহিলা দল	১৮	৫৮০	২৫.৭৮		৫৬২.৫২	২৮১.০৪	৯০%
১০	বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকল্প	-	৫৭	.০১		৩২.০০	২৫.৭২	৯০৫

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার ২০২২-২০২৭ সালের বিআরডিবি কার্যক্রম

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	বাজেট (লক্ষ টাকা)	বাজেটের টাকার উৎস
ব্যাংক ফসলী ঋণ	-	-	-	-
সমন্বিত দারিদ্ব বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক)	৭৫.০০	৫.০০	৭৫.০০	জিওবি
আবর্তক (কৃষি) ঋণ বিতরণ কর্মসূচী	৫৯.২৬	১৩.৫০	৫৯.২৬	জিওবি
পল্লী প্রগতি কর্মসূচী	৭৪.০০	২১.৫৬	৭৪.০০	জিওবি
অপ্রধান শস্য উৎপাদন বাজারজাতকরণ কর্মসূচী	-	-	-	জিওবি
বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকল্প	১০.০০	১.৬৭	১০.০০	জিওবি

ক্রঃনং	কর্মসূচীর নাম	ঋণ বিতরণের পরিমাণ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	ঋণ বিতরণ (গাভী পালন)	৪১.৭৩	১৫০	উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা
০২।	ঋণ বিতরণ (হাঁস-মুরগী পালন)	-	-	পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা
০৩।	ক্ষুদ্র ব্যবসা	-	-	পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা

ক্রঃনং	কাজের বিবরণ	২০২২-২০২৩			২০২৩-২০২৪			২০২৪-২০২৫			২০২৫-২০২৬			২০২৬-২০২৭		
		মোট (লক্ষ টাকা)	সুফল ভোগীর সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফল ভোগীর সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফল ভোগীর সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফল ভোগীর সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফল ভোগীর সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা
	মূল কর্মসূচী															
০১।	(ক) আবর্তক (কৃষি) ঋণ তহবিল	৪০.০০	১০৫০	২৫০	৪৫.০০	১১০০	৩০০	৫০.০০	১১২০	৩৫০	৫৫.০০	১১৫০	৪০০	৬০.০০	১২০০	৪৫০
০২।	(খ) নিজস্ব তহবিল হতে ফসলী ঋণ	২.৫০	২২০	৫০	৩.০০	২৩০	৫২	৩.৫০	২৩৫	৫৫	৪.০০	২৫০	৬৫	৪.৫০	২৫৫	৭০
০৩।	(গ) ব্যাংক ফসলী ঋণ	১৬.০০	১০০	৫০	১৭.০০	১২০	৬০	১৮০০	১৫০	৬৫	১৯.০০	১৬০	৭০	২০.০০	১৭০	৭৫
০৪।	সমন্বিত দারিদ্ব বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক) পুরুষ ও মহিলা দল	৫৫.০০	১৬০০	৩০০	৬০.০০	১৭০০	৪০০	৬৫.০০	১৮০০	৫০০	৭০.০০	১৯০০	৬০০	৭৫.০০	২০০০	৭০০
০৫।	পল্লী প্রগতি কর্মসূচী (পুরুষ ও মহিলা)	৬০.০০	২০০০	৩৫০	৬৫.০০	২১০০	৪০০	৭০.০০	২২০০	৪৫০	৭২.০০	২৩০০	৫০০	৭৪.০০	২৪০০	৬০০
০৬।	বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকল্প	৭.০০	২০০	৩৫	৭.৫০	২৫০	৪০	৮.০০	৩৫০	৪৫	৯.০০	৪০০	৫০	১০.০০	৫০০	৬০

২.২.২.৮ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস ঃ

ক্রমিক	বিষয়	পরিমাণ সংখ্যা	উৎস/বছর
১।	আয়তন	২১৪.৪০ বর্গ কিলোমিটার	জেলা আদম শুমারি ২০২১
২।	জনসংখ্যা	পুরুষ ৬৬৯৯৭ জন, মহিলা ৬৬৭৩২ জন। মোটঃ ১৩৩৭২৯ জন	জেলা আদম শুমারি ২০২১
৩।	খানা/পরিবার	৩০৪৫০ টি	জেলা আদম শুমারি ২০২১
৪।	জনসংখ্যার ঘনত্ব	৬২৪ জন (প্রতি বর্গ কিঃমিঃ)	জেলা আদম শুমারি ২০২১
৫।	পৌরসভার সংখ্যা	নেই	জেলা আদম শুমারি ২০২১
৬।	ইউনিয়নের সংখ্যা	০৭ টি	জেলা আদম শুমারি ২০২১
৭।	গ্রামের সংখ্যা	৪৩ টি	জেলা আদম শুমারি ২০২১

খাত	মূল সমস্যাসমূহ (চ্যালেঞ্জসমূহ)	অবস্থান/ এলাকা	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	সমস্যার কারণসমূহ	সমস্যা সমাধানকল্পে সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	আর কোন পদক্ষেপ না নেয়া হলে ৫বছর পরে পরিস্থিতির বিবরণ	৫ বছর পরে পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশকৃতর পদক্ষেপ/ পাল্টা ব্যবস্থা
সদস্য অন্তর্ভূক্তি	গ্রামীণ জনগোষ্ঠকে নিজস্ব পুঁজি গঠনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা	সমগ্র উপজেলার প্রতিটি গ্রাম	১০০০ জন	নিজস্ব পুঁজির অভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হয়।	স্বল্পসুদে ঋণ বিতরণ করা	পুজির অভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ব্যহত হবে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বিনালাভে ঋণ প্রদান করা।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ উপজেলা পরিষদের সম্পদ মানচিত্র

৩.১ উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত ও অহস্তান্তরিত বিভাগের বিদ্যমান তহবিল (২০২২-২০২৩)

হালনাগাদ তথ্যের অভাব, নিজেদের সচেতনতা ও যথাযথ পরিবীক্ষণে ঘাটতি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পরিষদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব প্রভৃতি কারণে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের সরকারী-বেসরকারী যে সকল সম্পদসমূহ রয়েছে তার বিস্তারিত তালিকা আমরা সূচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারিনি। উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিভাগসমূহে সরকারী বরাদ্দের পাশাপাশি বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগের মাধ্যমে যে সকল সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে তার বিবরণ যথাযথভাবে বিবৃত করা এবারের প্রকাশনায় সম্ভব না হলেও পরবর্তীতে কাঙ্খিত মাত্রায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বিদ্যমান সম্পদের বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। উপজেলা পরিষদের প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রকল্প সে সকল সম্পদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি-না, না হলে প্রকল্পের প্রাধিকার নির্ধারণ করে তার মধ্যে এই অর্থ বছরের যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা জরুরী তার একটি তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে সে সকল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বিভিন্ন খাতে তহবিলের বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

বাজেট

চতুর্থ অধ্যায় ঃ আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিকল্পনা

৪.১ রূপকল্প (Vision) ঃ

উপজেলার জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণের চাহিদা ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী, কার্যকর, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতা মূলক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ এ উপজেলার সমস্ত অধিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের জন্য সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করে একটি সুখী ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণের চাহিদাভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সব রকমের উদ্যোগ গ্রহণে আমার সচেষ্ট। কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী, কার্যকর, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

প্রথমে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার প্রধান ৫টি সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো ধাপে ধাপে সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। এখানে সমস্যার সমাধানের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে পাঁচ বছর। অর্থাৎ আগামী ২০২৭ সালের মধ্যে আমরা কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার চিহ্নিত ৫টি সমস্যা সমাধান করবো। কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার পাঁচটি প্রধান সমস্যা এবং অন্যান্য সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে গৃহীত অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্পসমূহ নীচে উল্লেখ করা হলো।

৪.২ কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার পাঁচটি প্রধান সমস্যা এবং সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে গৃহীত অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্পসমূহ

ক) সমস্যা-১ : একটি দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে **শিক্ষার গুরুত্ব** অপরিসীম। সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতের দক্ষ জনশক্তি তৈরি করাই বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ কর্তৃক **প্রথম সমস্যা হিসেবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করে নেওয়া হয়েছে** বেশ কিছু প্রকল্প। উপজেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ সদরর মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপঃ

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে অগ্রাধিকারভিত্তিক গৃহীত প্রকল্পসমূহ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	১৫০০ বিদ্যালয়ের আওতায় বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন	০৪ টি	জিওবি	৩৩৯.৯২	চলমান
২	সংস্কার প্রকল্পের আওতায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ	২৪ টি	জিওবি	১০০০.০০	চলমান
৩	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন	১৬ টি	জিওবি	৪০০.০০	চলমান
৪	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত	২০ টি	জিওবি	৬০.০০	চলমান
৫	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ	০৮ টি	এডিপি/১% ভূমি রেজিঃ রাজস্ব খাত	২২.০০	চলমান
৬	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ	১০ টি	এডিপি/১% ভূমি রেজিঃ রাজস্ব খাত	২৫.৫০	চলমান

খ) সমস্যা-২ : কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলাটি আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উপজেলা পরিষদ কর্তৃক **দ্বিতীয় সমস্যা হিসেবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।** আন্তঃ ইউনিয়ন ও আন্তঃ গ্রাম যোগাযোগ ব্যবস্থা (সড়ক, নৌ ও তথ্য প্রযুক্তি) উন্নয়ন কল্পে গৃহীত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নরূপ প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন কল্পে গৃহীত অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্পসমূহের তালিকা

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের বর্ণনা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অর্থের উৎস
পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচী	রাস্তার মেরামত ও সংস্কার	৮০০.০০	জিওবি
আইআরআইডিপি	রাস্তার উন্নয়ন ও সংস্কার	৯৮.৮৫	জিওবি
হিলিপ	২টি ঘাট নির্মাণ ও একটি রাস্তার উন্নয়ন	২৭০.০০	জিওবি
জাইকা (এইচএফএমএলআইপি)	২টি রাস্তা সংস্কার ও উন্নয়ন এবং ১টি খাল খনন	২২০.০০	জিওবি
পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচী	রাস্তার উন্নয়ন ও সংস্কার	২০.০০	জিওবি
আন্তঃ ইউনিয়ন ও আন্তঃ গ্রাম যোগাযোগ উন্নয়ন	আন্তঃ ইউনিয়ন ও আন্তঃ গ্রাম রাস্তা সংস্কার/পুনঃনির্মাণ	৩৬.৫০	এডিপি/১% ভূমি রেজিঃ রাজস্ব খাত

গ) সমস্যা-৩ : উন্নত স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ সদর বহুমূখী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। দক্ষ ও অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবার মান উন্নয়নের জন্য উপজেলা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্ঠা অব্যাহত আছে। প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা দ্রুত ও উন্নতকরণেও নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু অগ্রাধিকার প্রকল্প। দুর্গম ইউনিয়নগুলোতে দ্রুত ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে যে সব প্রকল্প বাস্তবায়ানাধীন রয়েছে সেগুলোর তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। গণমানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের প্রয়োজনীতা অনস্বীকার্য। তাই কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে উপজেলা পরিষদ ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উপজেলার প্রতিটি গ্রামে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং প্রতিটি খানায় স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প তালিকা উল্লেখ করা হলো।

স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন বিষয়ক গৃহীত অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্রম	প্রকল্পের নাম	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	পরিমাণ	মন্তব্য
১.	দূর্গম ইউনিয়নগুলোতে নৌ এম্বুলেন্স সরবরাহ	এডিপি+ইউজিডিপি+ইউপি	২০.০০	০৪ টি	বাস্তবায়নাধীন
২.	বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকে বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ	এডিপি+ইউজেডজিপি+ ইউপি	৭.২১	প্রয়োজন অনুসারে	বাস্তবায়নাধীন
৩.	সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে বিনামূল্যে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণ	জিওবি	৩.৬০	প্রয়োজন অনুসারে	বাস্তবায়নাধীন
৪.	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে বিশুদ্ধ পাণীয় সরবরাহের নিমিত্তে নলকূপ স্থাপন	সকল	৪২	এডিপি+ইউজেডজিপি+ ইউপি	৭.০০
৫.	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে স্বল্প ব্যয়ে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মাণ	সকল	২৮০	এডিপি+ইউজেডজিপি+ ইউপি	৪.২৫
৬.	জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভা	সকল	৬৩	এডিপি+ ইউপি	৩.৫০

ঘ) সমস্যা-৪ : আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার জনগণের প্রধান পেশা কৃষি । কিশোরগঞ্জ সদরর জনগণের খাদ্য চাহিদা পূরণে কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করে উপজেলা পরিষদ কৃষিকে চতুর্থ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের বর্ণনা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অর্থের উৎস
বৃক্ষমেলা	বিনামূলে চারা বিতরণ, বৃক্ষ রোপন	৭.৫০	জিওবি
বালাই নাশক	ইঁদুর ও কীটপতঙ্গ দমন, আলোর ফাঁদ ব্যবহার, ঔষধ ছিটানো	২.৫০	জিওবি
প্রশিক্ষণ	গুটি ইউরিয়া, জৈব সার, ফসল উৎপাদন, খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৩.২৫	জিওবি
প্রদর্শনী ও বীজতলা তৈরী	মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সার উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন, বীজতলা স্থাপন	৫.০০	জিওবি
পোনা অবমুক্ত ও উদ্বুদ্ধকরণ	বিভিন্ন জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্ত করণ, পোনা মাছ নিধনে নিরুৎসাহিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ	১০.০০	জিওবি

ঙ) সমস্যা-৫: কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলাটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ অঞ্চলের মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। উপরোক্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো আর্থ-সামাজিক অবস্থায় চরমভাবে প্রভাব ফেলে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধকল্পে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সেগুলোর তালিকা তে বর্ণিত হলো।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক গৃহীত অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্রম	প্রকল্পের নাম	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	পরিমাণ
১	নদী খনন	জিওবি	৩৪০.০০	০১ টি
২	খাল খনন	হিলিপ প্রকল্প	২০৪.০০	০১ টি

৪.৩ কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গী ও আগামী পাঁচ বছরের (২০২২-২০২৭) উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি

আগামী ৫ বৎসরে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ, সরকারী সকল বিভাগ সমূহ, ইউনিয়ন পরিষদ,এনজিও এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহের সংগে সমন্বয় সাধন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

৪.৩.১ **প্রাথমিক শিক্ষা**। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়ার হার ১৭% থেকে ৫% নামিয়ে আনা এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা।

৪.৩.২ **মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা**। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ৬% থেকে ০% এ নামিয়ে আনা এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা।

৪.৩.৩ **স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা**। মাতৃ মুত্যুর হার এবং শিশু মুত্যুর হার কমানো। বর্তমান মাতৃ মৃত্যুর হার- ১৯৪ (প্রতি লক্ষে) থেকে ১৩৪ (প্রতি লক্ষে) এবং শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫২ থেকে ৩৫ এ নামিয়ে আনা হবে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার-৮৩.৩ থেকে বেড়ে ৮৭ তে উন্নীত করা হবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩১ থেকে ১.১৪ এ নামিয়ে আনা হবে। স্যানিটেশন এবং নিরাপদ পানির ব্যবহার ৯০% উন্নীত করা (বর্তমান স্যানিটেশন ব্যবহার- ৮৫%)।

৪.৩.৪ **কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ**। মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করে পাঁচ বছর পর সম্ভাব্য ১৪.৭৫ মেঃ টন উন্নীত করা। উপজেলা কৃষি বিভাগের মাধ্যমে কৃষকের সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ, মাঠ দিবস, বীজ ও সারের সহজলভ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থকারী ফসল হিসেবে এ উপজেলায় দিন দিন ভুট্টা ও সরিষা আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিমধ্যে ভুট্টা আবাদে বারি হাইব্রীড ভুট্টা-৫, বারি হাইব্রীড ভুট্টা-৭, বারি হাইব্রীড ভুট্টা-৯, এনকে-৪০, উত্তরণ-২, হীরা সুপার হাইব্রীড ভুট্টা-১০৮, প্যাসিফিক-১১ এবং

সরিষা আবাদে বারি সরিষা-৯, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫ জাত সমূহ কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এক একর ভুট্টা ও সরিষা আবাদ করে খরচ বাদে যথাক্রমে প্রায় ৪০,০০০/- থেকে ৫০,০০০/- টাকা এবং ১৫,০০০/- টাকা লাভ করা যায়। তাই অর্থকরী ফসল হিসেবে এ দুটি ফসলের আবাদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষককে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা ও আনুষাঙ্গিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মাংস, দুধ, ডিম এবং চামড়া উৎপাদন (১০%) বৃদ্ধি করা।

৪.৩.৫ **ক্রীড়া ও সংস্কৃতি**। কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা ক্রীড়াক্ষেত্রে, বিশেষ করে সাঁতারে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। নবীণ সাঁতারু তৈরীর লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ সদরতে একটি সুইংমিং পুল নির্মাণ করা প্রয়োজন। সাঁতারুদের উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের পুকুরে টাচিং পয়েন্ট তৈরী করা হচ্ছে। এতে সাঁতারুদের প্রশিক্ষণে সুবিধা হবে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ সদরতে একটি অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম নির্মাণ প্রায় সমাপ্তির পথে রয়েছে।

৪.৩.৬ **পরিবেশ ও বন**। সামাজিক বনায়ণ কর্মসূচীর মাধ্যমে বন সৃজন, ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপনে উদ্বুদ্ধকরণ। বর্ষাকালে ঢেউয়ের ভাঙন থেকে বসতভিটা রক্ষা করার জন্য বেশী করে হিজল, করস ইত্যাদি গাছ লাগানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪.৩.৭ **সমাজকল্যাণ**। সমাজের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে (উপজেলায় প্রতিবন্ধীর সংখ্যা-১১২১ জন) উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে বিশেষ সহায়তা প্রদান (সাদা ছড়ি, হুইল চেয়ার, চশমা এবং শ্রবণ যন্ত্র প্রদান)।

৪.৩.৮ **দারিদ্র ও সমবায়**। উপজেলার দারিদ্র বিমোচনে বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা। বেকার যুব সংখ্যা ১৩,৪০০ জন (মোট ভোটারের ২০%)। বেকারত্বের হার ২০% হতে ১০% হ্রাসকরণ। বিআরডিবি- গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উপজেলার একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প এবং বিআরডিবি'র ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাবলম্বীর হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা।

৪.৩.৯ **নারী ও শিশু**। আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা (বর্তমানে উপকার ভোগীর সংখ্যা-১৩৩৩ জন, মোট মহিলার ২% হতে ৪.৫% উন্নীত করা)।

৪.৩.১০ **আইন শৃঙ্খলা**। কমিটি সমূহের নিয়মিত সভা, উন্মুক্ত বাজেট এবং স্থানীয় পর্যায়ে জনতার মুখোমুখি জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কার্যক্রমের জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা।বাল্য বিবাহ, যৌতুক, মাদক দ্রব্য, চোরাচালানসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রম প্রতিহত করার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪.৩.১১ **সামাজিক বিরোধ**। সামাজিক বিরোধ নিস্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালতকে কার্যকর শক্তিশালী করণ এবং জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ করা হচ্ছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উন্নয়ন প্রস্তাব বা কার্যক্রম

৫.১ কমিটি ভিত্তিক পরিকল্পনা ছক (প্রস্তাবনা)

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের ১৭টি কমিটির পঞ্চবার্ষিকী (২০২২-২৭) পরিকল্পনার ছক (প্রস্তাবনা) উল্লেখ করা হলো। এ ক্ষেত্রে উপজেলা (ইউজিডিপি) এর ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। তবে কমিটিগুলো এখনো কাংখিতভাবে কার্যকর হয়নি। আমরা চেষ্টা করছি উপজেলা পরিষদের আইন অনুযায়ী সমস্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করতে এবং ইতিমধ্যে অনেকটাই সফলতা এসেছে বলা যায়। এই অধ্যায়ে আমরা উপজেলা পরিষদের কমিটিগুলোর, বিশেষ করে যেগুলো উন্নয়ন কার্যক্রমে জোরালোভাবে সম্পৃক্ত, সেগুলোর মাধ্যমে প্রস্তাবিত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি সর্বশেষ অর্থবছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ দিয়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণও তুলে ধরা হয়েছে।

৫.১.১ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক কমিটি (স্বাস্থ্য বিভাগ)

স্বাস্থ্য বিষয়ক ঃ স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন সম্পর্কিত বার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২০২৭)

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	উপজেলা পরিষদ থেকে সম্ভাব্য বাজেট/ব্যয়	মূল ব্যয়ের উৎস
০১।	দূর্গম এলাকায় নিম্নবর্ণিত ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণঃ		
	(ক) গোড়াদিঘা কমিউনিটি ক্লিনিক (সিংপুর-৩নং ওয়ার্ড)	১৪,০০,০০০/-	রাজস্ব
	(খ) ডুবি কমিউনিটি ক্লিনিক (সিংপুর-১নং ওয়ার্ড)	১৪,০০,০০০/-	রাজস্ব
	(গ) উত্তর জাল্লাবাদ কমিউনিটি ক্লিনিক (জারইতলা-২নং ওয়ার্ড)	১৪,০০,০০০/-	রাজস্ব

	(ঘ) ছাতিরচর কমিউনিটি ক্লিনিক (ছাতিরচর-১নং ওয়ার্ড)	১৪,০০,০০০/-	রাজস্ব
০২।	এ্যাম্বুলেন্স গ্যারেজ সংস্কার	২০,০০০/-	রাজস্ব
০৩।	অন্তঃ বিভাগ, বহিঃ বিভাগ ও জরুরী বিভাগ সহ তিনটি ময়লার ট্যাংক নির্মাণ	৩০,০০০/-	রাজস্ব
০৪।	হাসপাতাল চত্বরে ঔষধি গাছ সহ বাগান সংস্কার	২০,০০০/-	রাজস্ব
০৫।	হাসপাতাল মসজিদ উন্নয়ন কার্যক্রম	৫০,০০০/-	রাজস্ব
০৬।	উপজেলায় অবস্থিত ১৬৮টি ইপিআই টিকাদান কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় চেয়ার টেবিল প্রদান	১১,৭৬,০০০/-	রাজস্ব
০৭।	বর্ষাকালে ইপিআই কাজ এবং স্বাস্থ্য বিভাগীয় স্থাপনায় যোগাযোগের জন্য ইঞ্জিন চালিত নৌকা নির্মাণ	৭০,০০০/-	রাজস্ব
	সর্বমোট = উনসত্তর লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা	**৬৯,৬৬,০০০/-**	

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক ঃ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২২-২৭

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	সুফলের ধরণ	অর্থ/সম্পদের উৎস	কাজের পরিমাণ (একক)	কাজের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা (জন)
১	পঃ পঃ সেবা অস্থায়ী পদ্ধতি	অপরিকল্পিত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ	রাজস্ব খাত	-	-	
২	স্থায়ী পদ্ধতি(পুরুষ ও মহিলা)	ঐ	রাজস্ব /উন্নয়ন খাত	২৮৮	৯.৩৬	২৮৮
৩	ইমপ্ল্যানন	ঐ	ঐ	২৭৬	২.৪২	২৭৬
৪	আইইউডি কার্যক্রম	ঐ	ঐ	৪৮৩	২.২৬	৪৮৩
৫	ইনজেকশন কার্যক্রম	ঐ	উন্নয়ন খাত	৪৪৬৬	-	৪৪৬৬
৬	গর্ভবতী পরিচর্যা	মাতৃ মৃত্যু হার কমানো।	ঐ/এমএসএইচ প্রকল্প	১০৩১	-	১০৩১
৭	গর্ভোত্তর পরিচর্যা	ঐ	ঐ	৫০৯	-	৫০৯
৮	শিশু পরিচর্যা	শিশু মৃত্যু হার কমানো	ঐ	১৫০৬৯	-	১৫০৬৯
৯	উদ্বুদ্ধকরণ সভা	পঃ পঃ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা	উপজেলা পরিষদের তহবিল হতে	১৪০	০.৬৩	১৪০
১০	দাই প্রশিক্ষণ	প্রসবকালীন উন্নত সেবা ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো	উপজেলা পরিষদের তহবিল হতে	৫৬	১.৮২	৫৬
	মোট				১৬.৪৯	

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২০২৭)

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফলভোগীদের সংখ্যা (জন)	পরিমাণ	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফলভোগীদের সংখ্যা (জন)	পরিমাণ	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফলভোগীদের সংখ্যা (জন)	পরিমাণ	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফলভোগীদের সংখ্যা (জন)	পরিমাণ	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফলভোগীদের সংখ্যা (জন)	পরিমাণ
		২০২২-২৩			২০২৩-২৪			২০২৪-২৫			২০২৫-২৬			২০২৬-২৭		
১	পঃ পঃ সেবা অস্থায়ী পদ্ধতি	-	২২৭০৫	-	-	২২৯৪১	-	-	২৩১৮০	-	-	২৩৪২১	-	-	২৩৬৫০	-
২	স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ ও মহিলা)	৮.৬৮	২৬৭	২৬৭	৮.৭৮	২৭০	২৭০	৮.৮৭	২৭৩	২৭৩	৮.৯৭	২৭৬	২৭৬	৯.১০	২৮০	২৮০
৩	ইমপ্ল্যানন	১.২৩	২০৬	২০৬	১.২৫	২০৮	২০৮	১.২৬	২১০	২১০	১.২৭	২১২	২১২	১.২১	২২০	২২০
৪	আইইউডি কার্যক্রম	২.৫১	৪৬১	৪৬১	২.৫৬	৪৬৬	৪৬৬	২.৫৯	৪৭১	৪৭১	২.৬২	৪৭৬	৪৭৬	২.৯৭	৪৯৫	৪৯৫
৫	ইনজেকশন কার্যক্রম	-	৪৪৬৬	৪৪৬৬	-	৪৫১২	৪৫১২	-	৪৫৫৮	৪৫৫৮	-	৪৬০৫	৪৬০৫	-	৪৬৫০	৪৬৫০
৬	গর্ভবতী পরিচর্যা	-	১০৩১	১০৩১	-	১০৪২	১০৪২	-	১০৫৩	১০৫৩	-	১০৬৪	১০৬৪	-	১০৯৮	১০৯৮
৭	গর্ভোত্তর পরিচর্যা	-	৫০৯	৫০৯	-	৫১৪	৫১৪	-	৫১৯	৫১৯	-	৫২৪	৫২৪	-	৫৩০	৫৩০
৮	শিশু পরিচর্যা	-	১৫০৬৯	১৫০৬৯	-	১৫২২৫	১৫২২৫	-	১৫৩৮৩	১৫৩৮৩	-	১৫৫৪২	১৫৫৪২	-	১৬১৪২	১৬১৪২
৯	উদ্বুদ্ধকরণ সভা	০.৮৪	১৪০	১৪০	১.০৫	১৭৫	১৭৫	১.২৬	২১০	২১০	১.৪৭	২৪৫	২৪৫	১.৭১	২৪৬	২৪৬
১০	দাই প্রশিক্ষণ	১.৮২	৫৬	৫৬	১.৮২	৫৬	৫৬	১.৮২	৫৬	৫৬	১.৮২	৫৬	৫৬	১.৮২	৫৬	৫৬
		১৫.০৮			১৫.৪৪			১৫.৮০			১৬.১৫			১৬.৮১		

৫.১.২ কৃষি ও সেচ বিষয়ক কমিটি ঃ

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার মাঠ ফসল,বসত বাড়িতে সবজির চাষ এবং ফল ফলাদির চাষ বাড়ানোর জন্য নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক অর্থায়নে যে সব প্রকল্প পরিচালিত হয়,সেগুলোার মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান আছে। উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে প্রকল্প নিলে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় কৃষি সেবা জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষিতে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে বলে আশা করা যায়।

কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনা

ক্রঃনং	পরিকল্পনার বিষয়	পরিকল্পনার পদ্ধতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪
০১	মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন	ধৈঞ্চা আবাদ, কম্পোষ্ট তৈরী, নাড়া পোড়ানো।	• উদ্বুদ্ধকরণ/উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমন • আনু: প্রশিক্ষণ/অনানুঃ প্রশিক্ষণ • মাঠ দিবস • ফলাফল প্রদর্শনী • উঠান বৈঠক/পরামর্শ কেন্দ্রে পরামর্শ দান • সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া সমূহ ব্যবহার করে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা • সঠিক এবং নিশ্চিত উৎস থেকে ভাল বীজ প্রাপ্তি এবং কৃষকদের মাঝে বিতরণের পরিবেশ নিশ্চিত করা।
০২	বৈরী আবহাওয়া	বৃক্ষরোপন	
০৩	নতুন জাত সম্প্রসারণ	আদর্শ বীজতলার চারা তৈরীতে সারিতে চারা রোপনে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	
০৪	হাওরাঞ্চল উন্নয়ন	ভাল জাতের মান সম্পন্ন বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। সুষম সার ব্যবহার। মরিচ ও ভূট্টার আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কে কৃষককে সচেতন করা। রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিহত, সেচ ও নিকাশ সম্পর্কে কৃষককে সচেতন করা।	
০৫	বালাই ব্যবস্থাপনা	সারিতে রোপন,সুষম সার ব্যবহার, আইল পরিস্কার, পার্চিং, আলোক ফাঁদ ব্যবহার।	
০৬	পানি ব্যবস্থাপনা	প্লাস্টিক পাইপের ব্যবহার,আইলবেধে বৃষ্টির পানি ব্যবহার। সেচ ও নিকাশ সম্পর্কে সচেতন করা।	

কৃষি বিষয়ক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২০২৭ অর্থবছর)

ক্র/ নং	কাজের বিবরণ	সুফলের ধরণ	অর্থ/ সম্পদের উৎস	২০২২-২৩ মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২৪-২৫ মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২৫-২৬ মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২৬-২৭ মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	বৃক্ষ মেলা	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা	বিভাগীয়	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৫
০২	জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান এর উদ্বুদ্ধ করণ সভা	ইঁদুরের হাত থেকে ফসল রক্ষা	বিভাগীয়	০.০২৫	০.০২৫	০.০২৫	০.০২৫	০.০২৫
০৩	মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সার উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন	মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি	উপজেলা পরিষদের তহবিল	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০
০৪	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ	কৃষি বিষয়ে নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তর	উপজেলা পরিষদের তহবিল	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০
০৫	ধান ক্ষেতে পার্চিং	পরিবেশকে বালাই নাশকের হাত থেকে রক্ষা	উদ্বুদ্ধ করণের মাধ্যমে	-	-	-	-	-
০৬	ধান ক্ষেতে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ইউরিয়া সার সাশ্রয়	উপজেলা পরিষদের তহবিল	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০
০৭	সুষম সার ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে	উপজেলা পরিষদের তহবিল	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০
০৮	আর্দশ বীজতলা স্থাপন	সুস্থ সবল চারা উৎপাদন ও বৃদ্ধি	উদ্বুদ্ধ করণের মাধ্যমে	-	-	-	-	-
০৯	সঠিক বয়সের চারা রোপন	উৎপাদন বৃদ্ধি	উদ্বুদ্ধ করণের মাধ্যমে	-	-	-	-	-
১০	পোকা দমনে আলোক ফাঁদ ব্যবহার	বালাইনাশ'ক ব্যবহার কমিয়ে পোকা দমন	উপজেলা পরিষদের তহবিল	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮
১১	ভূট্টা উৎপাদনের বীজ সহায়তা প্রদান	হাওরাঞ্চলে মানুষের খাদ্য ও আর্থিক নিরাপত্তা	উপজেলা পরিষদের তহবিল	১.০	১.০	১.০	১.০	১.০
১২	AWD ব্যবহার	পানি সাশ্রয়	উদ্বুদ্ধ করণের মাধ্যমে	-	-	-	-	-
১৩	ফলজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপন	পরিবেশ রক্ষা ও	বিভাগীয়	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৫

		পুষ্টির চাহিদা পূরণ						
১৪	বন্যা ও জলাবদ্ধপ্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ	সবজি ও মসলা উৎপাদন বৃদ্ধি	বিভাগীয় তহবিল	১.৭৬৫	১.৭৬৫	১.৭৬৫	১.৭৬৫	১.৭৬৫
১৫	কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন	আধুনিক চাষাবাদ, রোগ ও পোকামাকড় দমনের কলাকৌশল সম্পর্কে কৃষকদের ধারণা প্রদান	বিভাগীয় তহবিল	১.২	১.২	১.২	১.২	১.২
১৬	ধান খেতে এলসিসি ব্যবহার			-	-	-	-	-
১৭	জৈব সার বিষয়ক প্রশিক্ষণ			-	-	০.৫	০.৫	০.৫
১৮	সম্মিলিত ফসল উৎপাদন/ খামার ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ			-	-	-	০.৭	১.০

৫.১.৩ যোগাযোগ ও ভৌত কাঠামো বিষয়ক কমিটি ঃ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২২-২৭অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য প্রকল্প সমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ/ কিঃমিঃ/সংখ্যা	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ব্যয়ের উৎস্য	মন্তব্য
০১	এডিপি সাধারণ (পিআইসি)	১৬টি	১৬.০০	এডিপি	
০২	এডিপি সাধারণ (টেন্ডার ও পিআইসি)	০৯টি	১২.৫৪	এডিপি	২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরের এডিপির প্রকল্প
০৩	এডিপি সাধারণ (টেন্ডার)	-	২১.৪৬	এডিপি	
০৪	১৫০০ বিদ্যালয়	০২টি	১৬৭.৯৬	জিওবি	
০৫	পিইডিপি-৩	০২টি	৭৭.৪৮	জিওবি	
০৬	RERMP	০৭টি ইউপি	৩৮.৪০	জিওবি	
০৭	রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০২টি	৩৭.৪৩	জিওবি	
০৮	UCRIDP রাস্তা নির্মাণ	০১টি	৬৯.৪১	জিওবি	
০৯	SSWRDP ডুবি সমিতির ঘর নির্মাণ	০১টি	১৮.০০	জাইকা	
১০	GMRIDP/ রাস্তা নির্মাণ	০৩টি	১৮৪.০০	জিওবি	
১১	রাস্তা নির্মাণ/ HILIP	০৫টি	৮২৫.৩৪	ইফাদ,এসটিএফ ও জিওবি	
১২	বাজার উন্নয়ন/ HILIP	০১টি	১৭.৪৬	ইফাদ,এসটিএফ ও জিওবি	
১৩	ঘাট নির্মাণ/ HILIP	০১টি	২৮.৩২	ইফাদ,এসটিএফ ও জিওবি	
১৪	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, বৃক্ষ রোপন ও অনান্য/ HILIP	-	৭৭.২৫	ইফাদ,এসটিএফ ও জিওবি	
	মোট		১৫৯১.০৫		

৯

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২৭অর্থ বৎসর)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ/ কিঃমিঃ/সংখ্যা	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ব্যয়ের উৎস্য	মন্তব্য
০১	এডিপি সাধারণ	-	৩২৫.০০	এডিপি	
০২	এডিপি সাধারণ(বাসাবাড়ি)	-	১২০.০০	এডিপি	
০৩	১৫০০ বিদ্যালয়	০২টি	১৬৭.৯৬	জিওবি	
০৪	প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ সম্প্রসারণ	২৪টি	১০০০.০০	জিওবি	
০৫	প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত	২০টি	৬০.০০	জিওবি	
০৬	রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০৭টি	২৫০.০০	জিওবি	
০৭	রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন	১০টি	৬০০.০০	জিওবি	
০৮	ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	০৩টি	৩০০.০০	জিওবি	
০৯	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	০১টি	২৫০.০০	জিওবি	
১০	রাস্তা নির্মান/ বাজার উন্নয়ন/ ঘাট নির্মাণ/ খাল খনন/গ্রাম ও বাজার প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ/বৃক্ষ রোপন ও অনান্য কাজ / HILIP	৩০টি	৪৯০০.০৭	ইফাদ,এসটিএফ ও জিওবি	
১১	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও অনান্য/ HILIP	-	৩২৫.৭৯	ইফাদ,এসটিএফ ও জিওবি	
	মোট		৮২৯৮.৮২		

৫.১.৫ সমাজ কল্যাণ বিষয়ক কমিটি

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিকল্পনা (২০২২-২০২৭)

নং	ভাতা কর্মসূচির নাম	উপকার ভোগী	মাসিক হার	মোট টাকার পরিমান	উপকার ভোগী	মাসিক হার	মোট টাকার পরিমান	উপকার ভোগী	মাসিক হার	মোট টাকার পরিমান	উপকার ভোগী	মাসিক হার	মোট টাকার পরিমান	উপকার ভোগী	মাসিক হার	মোট টাকার পরিমান
		২০১৯-২০২০			২০২০-২০২১			২০২১-২০২২			২০২২-২০২৩			২০২৩-২০২৪		
০১	বয়স্কভাতা	২৯৭৫	৪০০	১৪২৮০,০০০	৩১৭৫	৫০০	১৯০৫০০০০	৩৩০৫	৫০০	১৯৮৩০০০০	৩৫১৫	৬০০	২৫৩০৮০০০	৪০০৫	৬৫০	৩১২৩৯০০০
০২	বিধবা ভাঃ	১২৩৭	৪০০	৫৯৩৭৬০০	১৩১৫	৫০০	৭৮৯০০০০	১৪৮০	৫০০	৮৮৮০০০০	১৫৪৫	৬০০	১১১২৪০০০	১৭০৫	৬৫০	১৩২৯৯০০০
০৩	প্রতিবন্ধী	৩৮৬	৫০০	২৩১৬০০০	৪৭৫	৬০০	৪৩২০০০০	৫২৫	৬০০	৩৭৮০০০০	৬২৫	৭০০	৫২৫০০০০	৭০৫	৭৫০	৬৩৪৫০০০
০৪	মুক্তিযোদ্ধা	২৩৬	৫০০০	১৪১৬০০০০	২৪৫	৫০০০	১৪৭০০০০০	২৪৫	৬০০০	১৭৬৪০০০০	২৪৫	৬০০০	১৭৬৪০০০০	২৪৫	৭০০০	২০৫৮০০০০
০৫	প্রতিবন্ধী উপবৃত্তি	প্রাঃ ১৭	৩০০	৬১২০০	২০	৪০০	৯৬০০০	২২	৫০০	১৩২০০০	২৫	৫০০	১৫০০০০	২৭	৬০০	২২৬৮০০
		মাঃ ৩	৪৫০	১৬২০০	০৫	৫০০	৩০০০০	০৭	৬০০	৫০৪০০	১০	৬০০	৭২০০০	১২	৭০০	১০০৮০০
		উমাঃ ০	৬০০	০০০০	০১	৭০০	৮৪০০	০২	৮০০	১৯২০০	০২	৮০০	১৯২০০	০৩	৯০০	৩২৪০০
		উচ্চঃ ০	১০০০	০০০০	০১	১০০০	১২০০০	০১	১১০০	১৩২০০	০২	১১০০	২৬৪০০	০২	১২০০	২৮৮০০

খ) ঋণ কার্যক্রম ঃ

নং	ঋণ কার্যক্রম	মোট বরাদ্দ (টাকায়)	সুবিধাভোগী (সংখ্যা)	মোট বরাদ্দ (টাকায়)	সুবিধাভোগী (সংখ্যা)	মোট বরাদ্দ (টাকায়)	সুবিধাভোগী (সংখ্যা)	মোট বরাদ্দ (টাকায়)	সুবিধাভোগী (সংখ্যা)	মোট বরাদ্দ (টাকায়)	সুবিধাভোগী (সংখ্যা)	মন্তব্য
		২০১৯-২০২০		২০২০-২০২১		২০২১-২০২২		২০২২-২০২৩		২০২৩-২০২৪		
০১	পল্লী সমাজসেবা	২৮৬৭৮৮৮	৯৬৫ জন	৩৩১৭৮৮৮	১০১৫ জন	৩৮১৭৮৮৮	১০৬৫ জন	৪৩১৭৮৮৮	১১১৫ জন	৪৮১৭৮৮৮	১১৬৫ জন	প্রারম্ভিক মুলধন
০২	বিশেষ বরাদ্দ	১০০০০০০	১০০ জন	১২০০০০০	১২০ জন	১৪০০০০০	১৪০ জন	১৬০০০০০	১৬০ জন	১৮০০,০০০	১৮০ জন	
০৩	পল্লী মাতৃকেন্দ্র	১১৩৫৭০০	৩০০ জন	১১৩৫৭০০	৩০০ জন	১১৩৫৭০০	৩০০ জন	১১৩৫৭০০	৩০০ জন	১১৩৫,৭০০	৩০০ জন	
০৪	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী	১৪৪৪৭৮৭	১৩৪ জন	১৫৪৪৭৮৭	১৪০ জন	১৬৪৪৭৮৭	১৪৫ জন	১৮৪৪৭৮৭	১৫০ জন	২০৪৪৭৮৭	১৫৫ জন	
	মোট	**৬৪৪৮৩৭৫**	**১৪৯৯ জন**	**৭১৯৮৩৭৫**	**১৫৭৫ জন**	**৭৯৯৮৩৭৫**	**১৬৫০ জন**	**৮৮৯৮৩৭৫**	**১৭২৫ জন**	**৯৭৯৮৩৭৫**	**১৮০০ জন**	

৫.১.৬ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক কমিটি ঃ

একটি জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হল শিক্ষা। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা চেতনায় অগ্রসর একটি জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌছে দিতে পারে। তাই শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। বাংলাদেশের শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হল ধর্ম বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা, ভাষা, গণিত, ইতিহাস, তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসার এই লক্ষ্যে শিক্ষা জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ একই সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়বদ্ধ এবং দেশ প্রেমে উদ্ধুদ্ধ নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে কিশোরগঞ্জ সদর জেলার কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় ১০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ০৫টি দাখিল মাদ্রাসা ও ০১টি কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এই উপজেলার পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ভাল তবে জাতীয় শিক্ষা নীতির অভিষ্ঠ লক্ষ্যানুযায়ী শিক্ষার মান অর্জিত হয়নি। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে শিক্ষার পরিবেশ, ভৌত অবকাঠামো পাঠদান পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় করার জন্যে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক।

অত্র উপজেলার অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোগত সমস্য প্রকট। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে কাচা টিনের ঘর বিদ্যমান। পাঠদান ও পাঠগ্রহণ কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ, আকর্ষণীয়, সহজবোধ, মনযোগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো পাকা করা জরুরী প্রয়োজন। বিশেষ করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের ক্ষেত্রে পাকা অবকাঠামোর বিকল্প নেই। তাছাড়া উক্ত উপজেলাটি হাওর অঞ্চলে বিধায় মানসম্মত শিক্ষকের অভাব প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে রয়েছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্গম বিধায় প্রতিষ্ঠানগুলো মনিটরিং করাও অনেকাংশে কষ্টসাধ্য। এমতাবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

১। উপজেলা পরিষদের তহবিল থেকে প্রতিষ্ঠানের সমস্যাদি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় তথা অবকাঠামো নির্মাণ, ছোটখাট মেরামত করা যেতে পারে।

২। কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্দীপনা পুরস্কার প্রদান করা যেতে পারে। উক্ত পুরস্কারের অর্থ শিক্ষকরা বেতন স্কেল অনুযায়ী বিভাজন করে নেবে।

৩। শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪। কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা এবং দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান।

৫। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন, নিরাপদ পানি সরবরাহ, ল্যাট্রিনে পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬। কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা যেহেতু একটি হাওর বেষ্টিত এলাকা সেখানে হতদরিদ্র লোকের বসবাসই বেশি সেহেতু ১০০% শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি, পোষাক এবং ব্যাগ এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৭। সরকারী প্যাটার্ন এবং কিছু বিধি বিধানের মধ্যে থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়। কিন্তু হাওরের জনসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম বিধায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষক কম।
ফলে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পার্ট টাইম ও ফুল টাইম বেসরকারী ব্যবস্থায় শিক্ষক নিয়োগ দিতে হয়।

উপরোক্ত বিষয়াবলীর আলোকে নিম্নোক্ত প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ক) ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছোটখাট জরুরী মেরামত বাবদ ০৫ বৎসরের জন্যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ০১ লক্ষ করে মোট ১৬ লাখ টাকার ভৌত অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প।

(খ) উদ্দীপনা পুরস্কার প্রদান প্রকল্প প্রতি বছর ০১টি স্কুল ও ০১টি মাদ্রাসার জন্যে ০১ লাখ টাকা করে ০৫ বছরে মোট ১০ লাখ টাকা।

(গ) শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থপনা কমিটি ০১টি স্কুল ও ০১টি মাদ্রাসাকে প্রতি বছর ৫০ হাজার টাকা করে ০৫ বছরে মোট ০৫ লক্ষ টাকা।

(ঘ) A+ অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও ক্রেষ্ট প্রদান অনুষ্ঠানের জন্যে আনুমানিক ৫০ হাজার করে ০৫ বছরে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

(ঙ) ০৫ বছরে ১৬টি প্রতিষ্ঠানে ১৬টি টুইন ল্যাট্রিন নির্মাণ, সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহের জন্যে পানির ট্যাংক, পাম্প, লাইন সংযোজন ইত্যাদি যাতে প্রতি বছর ০৩টি প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করলে ২ লক্ষ করে মোট ৬ লক্ষ (প্রতি বছর) টাকা ০৫ বছরে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে।

(চ) ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ০১টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হলে প্রতিটি নলকূপ ১ লক্ষ ৫০ হাজার করে প্রতি বছর ০৩টি করে বাস্তবায়ন শেষ বছরে ৪টি বাস্তবায়ন করলে ২৪ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

বাস্তবতার নিরিখে পরিদর্শন করে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করার অনিবার্য হলে সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হলে প্রতিবছর ১৬টি প্রতিষ্ঠানে ০১ জন করে ১৬x৩০০০ = ৪৮,০০০ টাকা ০৫ বছরে ২,৪০,০০০ টাকা ব্যয় করা হলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২২-২০২৭)

ক্রঃনং	কাজের বিবরণ	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	মোট টাকা
০১.	অত্র উপজেলাধীন ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছোটখাট জরুরী মেরামত বাবদ ০৫ বৎসরের জন্যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ০১ লক্ষ করে (প্রতি বছরে) মোট ১৬ লাখ টাকার ভৌত অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প।	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০	৪,০০,০০০	১৬,০০,০০০
০২.	উদ্দীপনা পুরস্কার প্রদান প্রকল্প প্রতি বছর ০১টি স্কুল ও ০১টি মাদ্রাসার জন্যে ০১ লাখ টাকা করে (প্রতি বছর ২টি) ০৫ বছরে মোট ১০ লাখ টাকা।	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	১০,০০,০০০
০৩.	শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থপনা কমিটি ০১টি স্কুল ও ০১টি মাদ্রাসাকে প্রতি বছর ৫০ হাজার টাকা করে ০৫ বছরে মোট ০৫ লক্ষ টাকা।	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	৫,০০,০০০
০৪.	A+ অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও ক্রেষ্ট প্রদান অনুষ্ঠানের জন্যে আনুমানিক ৫০ হাজার করে ০৫ বছরে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	৫,০০,০০০
০৫.	০৫ বছরে ১৬টি প্রতিষ্ঠানে ১৬টি টুইন ল্যাট্রিন নির্মাণ সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহের জন্যে পানির ট্যাংক, পাম্প, লাইন সংযোজন ইত্যাদি যাতে প্রতি বছর ০৩টি প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করলে ২ লক্ষ করে মোট ৬ লক্ষ (প্রতি বছর) টাকা ০৫ বছরে ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে।	৬,০০,০০০	৬,০০,০০০	৬,০০,০০০	৬,০০,০০০	৮,০০,০০০	৩২,০০,০০০
০৬.	১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ০১টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হলে প্রতিটি নলকূপ ১ লক্ষ ৫০ হাজার করে প্রতি বছর ০৩টি করে বাস্তবায়ন করা হলে শেষ বছরে ৪টি নির্মাণ বাবদ।	৪,৫০,০০	৪,৫০,০০	৪,৫০,০০	৪,৫০,০০	৬,০০,০০০	২৪,০০,০০০
০৭.	বাস্তবতার নিরিখে পরিদর্শন করে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করার অনিবার্য হলে সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হলে প্রতিবছর ১৬টি প্রতিষ্ঠানে ০১ জন করে ১৬ x ৩০০০ = ৪৮০০০ টাকা ০৫ বছরে ২,৪০,০০০ টাকা ব্যয় করা হলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।	৯৬,০০০	৯৬,০০০	৯৬,০০০	৯৬,০০০	৯৬,০০০	৪,৮০,০০০
	সর্বমোট	**১৪,৪১,০০০**	**১৪,৪১,০০০**	**১৪,৪১,০০০**	**১৪,৪১,০০০**	**১৭,৫৬,০০০**	**৭৫,২০,০০০**

৫.১.৭ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক কমিটির পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২২-২৭) ঃ

কাজের বিবরণ	সুফল ভোগীর সংখ্যা (জন)	সর্বমোট লক্ষ্যমাত্রা/ সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বছর ভিত্তিক বরাদ্দ									
					বরাদ্দকৃত টাকা	লক্ষ্যমাত্রা/ সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকা	লক্ষ্যমাত্রা/ সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকা	লক্ষ্যমাত্রা/ সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকা	লক্ষ্যমাত্রা/ সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকা	লক্ষ্যমাত্রা/ সংখ্যা
				২০১৯-২৪	২০১৯-২০২০		২০২০-২১		২০২১-২২		২০২২-২৩		২০২৩-২৪	
৩০টি সঃ প্রাঃ বিঃ বেঞ্চ সরবরাহ	১০,৫০০	৪৫০ জোড়া	এডিপি, উপজেলা পরিষদ থেকে	৬.৭৫	১.৫	১০০ জোড়া	১.৫	১০০ জোড়া	১.৫	১০০ জোড়া	১.৫	১০০ জোড়া	০.৭৫	৫০ জোড়া
ব্ল্যাক বোর্ড তৈরী ও সরবরাহ	১২,০০০	৬০ টি	উঃপঃ শিক্ষা খাত	১.২০	০.২৪	১২ টি	০.২৪	১২ টি	০.২৪	১২ টি	০.২৪	১২ টি	০.২৪	০.২৪
ভবন মেরামত, ক্ষুদ্র মেরামত	৪,০০০	২০টি ভবন	এডিপি, উপজেলা পরিষদ থেকে	৪.০০	০.৮০	৪ টি	০.৮০	৪ টি	০.৮০	৪ টি	০.৮০	৪ টি	০.৮০	৪ টি
শিক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞান যাচাই	১৫,০০০	০১ টি	উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল	০.৫০	-	-	-	-	০.৫	১	-	-	-	-
বিদ্যালয়ের আঙিনায় মাটি ভরাট	৫,০০০	১০টি বিদ্যালয়	এডিপি	৫.০০	১.০০	২ টি	১.০০	২ টি	১.০০	২ টি	১.০০	২ টি	১.০০	২ টি
ছাতিরচর সঃপ্রাঃবিঃ সংযোগ সড়ক নির্মাণ	৮০০	০১টি বিদ্যালয়	উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল	২.০০	-	-	২.০০	১ টি	-	-	-	-	-	-
সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী (অভিঃ সভা)	২০,০০০	৫৭টি	উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল	০.৫৭	০.১২	১২ টি	০.১২	১২ টি	০.১২	১২ টি	০.১২	১২ টি	০.৯০	৯ টি

উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২০২৭)

ফরম্যাট২: পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নমুনা ফরম্যাট

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সমস্যা সমাধান কল্পে সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর পরিস্থিতির বিবরণ	৫ বছর পরের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চ -বার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/ পাল্টা ব্যবস্থা
	মূল সমস্যা সমূহ (চ্যালেঞ্জ সমূহ)	অবস্থান/ এলাকা	পরিমান/ বিস্তৃতি	সমস্যার কারণ সমূহ			
সৌর বিদ্যুত সংযোজ	লোড শেডিং	ইউআরসি	লাইট-০৮ টি ফ্যান ০৮টি	ট্রেনিং চলাকালীন সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় প্রশিক্ষণের বিঘ্ন ঘটে	পূর্বে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি	প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা খুবই কষ্টকর	আইপিএস দরকার
ছাদের চারপাশে গেইট সহ বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণ	বহিরাগত লোক কর্তৃক পানির ট্যাংক ও পাইপ লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়	ইউআরসি	পানির ট্যাংক ০১টি (১০০০লিঃ)	ভবনের ছাদের নিরাপত্তার জন্য	পূর্বে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি	স্যানিটেশন সমস্যা	

ফরম্যাট৫: পরিমাপযোগ্য সূচক সহ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল

নং	পঞ্চ- বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
	প্রশিক্ষণ সঠিকভাবে পরিচালনা করা	শিক্ষক প্রশিক্ষণ	শিক্ষক সঠিকভাবে পাঠদান করতে পারবেন	

৫.১.৮ জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি বিষয়ক কমিটির পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঃ

উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	২০২২-২৩		২০২৩-২৪		২০২৪-২৫		২০২৫-২৬		২০২৬-২৭	
		পরিমাণ	মোট লক্ষ টাকা	পরিমাণ	মোট লক্ষ টাকা	পরিমাণ	মোট লক্ষ টাকা	পরিমাণ	মোট লক্ষ টাকা	পরিমাণ	মোট লক্ষ টাকা
১।	গভীর ০৬ নং পাম্পযুক্ত নলকূপ স্থাপন	২০০	১৪৪.০০								
২।	ল্যাট্রিনের স্লাব, রিং বিতরণ ও স্থাপন			২০৫০	২৬.৩৫						
৩।	নলকূপের গোড়া পাকাকরণ					৫০০	২২.৫০				
৪।	নলকূপ আর্সেনিক পরীক্ষাকরণ ও রং দ্বারা চিহ্নিতকরণ							৬৪৩৩	৫.৪৮		
৫।	অকেজো বন্ধ নলকূপ পুনঃস্থাপন									২৮৬	৫৭.২০
৬।	স্যানিটেশন জরিপ কার্যক্রম										
৭।	স্যানিটেশন দিবস পালন										
	মোট		১৪৪.০০		২৬.৩৫		২২.৫০		৫.৪৮		৫৭.২০
	সর্বমোট = ২৫৫.৫৩ লক্ষ টাকা										

৫.১.৯ যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি ঃ

যুব উন্নয়ন বিষয়ক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২০২৭)

কাজের বিবরণ	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফল ভোগীদের সংখ্যা	পরিমাণ	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফল ভোগীদের সংখ্যা	পরিমাণ	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফল ভোগীদের সংখ্যা	পরিমাণ	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফল ভোগীদের সংখ্যা	পরিমাণ	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফল ভোগীদের সংখ্যা	পরিমাণ
	২০১৯-২০			২০২০-২১			২০২১-২২			২০২২-২৩			২০২৩-২৪		
প্রশিক্ষণ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প	৮০,০০০	২৪০ জন	-	৮০০০০	২৪০ জন	-	৮০,০০০	২৪০ জন	-	৮০০০০	২৪০ জন	-	৮০০০০	২৪০ জন	-
যুব ঋণ বিতরণ	২১,০০০০০	৯০ জন	-	২১,০০০০০	১২০ জন	-	২৪০০০০০	১৫০ জন	-	২৬০০০০০	১৭০ জন	-	২৮০০০০	২০০ জন	-
আত্নকর্মী সংখ্যা	-	১৭০ জন	-	-	১৭০ জন	-	-	১৮০ জন	-	-	১৭০ জন	-	-	২০জন	-
যুব সংগঠনের তালিকা ভূক্তি	-	৩০ জন	২টি সংগঠন	-	৪৫ জন	৪ টি সংগঠন	-	৪৫ জন	৪টি	-	১০০	৩ টি	-	১০০	৬ টি সংগঠন
যুব জরিপ	৩,০০০০০	৮৫,০০০	-	২১,০০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	-	-	-	২,৫০০০০	৩০ জন	-	২,৫০,০০০	৩০ জন	-	২৫,০০০০০	৩০ জন	-	২৫০০০০	৩০ জন	
ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ	২,৫০,০০০	২০টি প্রতিষ্ঠান	-	৩,৫৫০০০	২০টি প্রতিষ্ঠান	-	২,৫০,০০০	২০টি প্রতিষ্ঠান	-	২৫,০০০০০	২০টি প্রতিষ্ঠান	-	২৫০০০০	২০টি প্রতিষ্ঠান	
মোট	২৭,৩০০০০	৮৫,৫৫০	২টি সংগঠন	৪৮৮৫০০০	৬২৫	৪ টি সংগঠন	২৯,৮০,০০০	৬৬৫	৪টি সংগঠন	৩১৮০০০০	৭৩০	৬ টি সংগঠন	৩৩৮০০০০	৭৯০	

৫.১.১০ মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি ঃ

প্রশিক্ষিত মহিলারা নিজে আত্মনির্ভরশীল হয়েছে এবং আরো অন্যান্য মহিলাদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করেছে। গ্রামীণ নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদের কর্মসংস্থান তৈরীতে নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কে কাজটি করবে	অর্থের উৎস	কোন অর্থ বছরে করা হবে।	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	ব্লক ও বাটিক প্রশিক্ষন	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস	(UGDP)	২০১৯-২০২০	১.৫০	
২	সেলাই প্রশিক্ষণ	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস	এ ডি পি	২০২০-২০২১	১.৫০	

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় এর বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (২০২২-২০২৭)

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	কে কাজটি করবে	অর্থ/সম্পদের উৎস	বাস্তবায়নের সময়সীমা (২০১৯-২৪)	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উপকার-ভোগীদের সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
১	ভিজিডি কর্মসূচী	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস	রাজস্ব খাত	,,	৩১২.৪৮ মেঃ টন	৮৬৮	
২	দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা	,,	রাজস্ব খাত	,,	১৪,৪০,৬০০	৩৪৩	
৩	যৌতুক বিরোধী সমাজিক সচেতনতার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভা	,,	রাজস্ব খাত	,,	খরচ নাই		
৪	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম	,,	রাজস্ব খাত	,,	খরচ নাই		
৫	বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন	,,	রাজস্ব খাত	,,	১.৫৫		
৬	ঋণ বিতরণ ঃ (ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম)	,,	রাজস্ব খাত	,,	৭.৫০	৫০	
৭	ঠোঙ্গা ও কাগজের তৈরী প্যাকেট	,,	গভর্নেন্স প্রজেক্ট	,,	১.৫০	৩০	
৮	সেলাই প্রশিক্ষণ	,,	এডিপি	,,	১.৫	২৫	
				মোট	১৭৭১৫৯৮		

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় এর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২০২৭)

গৃহীতব্য কার্যক্রম	কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য	কে কাজটি করবে	অর্থের উৎস	কোন অর্থ বছরে করা হবে	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
					বিভাগীয় অর্থায়নে	উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য
দরিদ্র মা'র মাতৃত্ব কাল ভাতা	মাসিক ৩৫০.০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২০২২-২০২৭	৭২.০৩	-
ভিজিডি কর্মসূচী	মাসিক ৩০ কেজি হারে	,,	,,	,,	১৫৬২.৪ মেঃ টন	-
যৌতুক বিরোধী সামাজিক সচেতনতার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভা	সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি	,,	,,	,,		
নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম	সামাজিক প্রতিরোধ	,,	,,	,,	-	
বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন	মহিলাদের সামাজিক উদ্বুদ্ধকরন	,,	,,	,,	৮.০০	
ঋণ বিতরণঃ (ক্ষুদ্র ঋণ)	সামাজিক উন্নয়ন	,,	,,	,,		

৫.১.১১ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক কমিটির পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঃ

পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২০২৭)

গৃহিতব্য কার্যক্রম	কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য	যে কাজটি করবে/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা	অর্থের উৎস	কোন অর্থ বছরে করা হবে	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
					বিভাগীয় অর্থায়ন	উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য
মূল কর্মসূচী ক) আবর্তক ঋণ কর্মসূচী খ) নিজস্ব তহবিল গ) ব্যাংক ঋণ	আত্মকর্মসংস্থান ,, ,,	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	বিআরডিবি নিজস্ব তহবিল ব্যাংক ঋণ	২০১৯-২০২১ ,, ,,	২৩৮.০০ ২০.০০ -	- - ৯৯.০০
সদাবিক (পুরুষ ও মহিলা দল)	,,	,,	বিআরডিবি	,,	২০২.০০	
পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পুরুষ ও মহিলা দল)	,,	,,	,,	,,	৩৪৭.০০	
অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা প্রকল্প	,,	,,	,,	,,	২৫.৫০	
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প সঞ্চয় সহায়তা প্রদান বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ তহবিল বিতরণ	,,	,,	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	,, ২০২১-২৪	৭৩০.০০ ১৬২.০০ ২৮.৫০ ১৬২.০০	
মোট					১৯১৫ =	৯৯.০০ ২০১৪

৫.১.১২ মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক কমিটি ঃ

মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২০২৭)

ক্রঃনং	ইউনিয়ন ভিত্তিক পরিকল্পনা	অর্থবছর	বাজেট (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়নে
০১।	কিশোরগঞ্জ সদর ইউনিয়ন (সদর) মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়ের নিজস্ব জায়গায় পূর্ণাঙ্গ কমপ্লেক্স নির্মাণ	২০১৯-২১	৫০.০০	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল
০২।	উপজেলা দুঃস্থ ও অসহায় মুক্তিযোদ্ধা/তাঁদের পরিবারের জন্য প্রযোজ্য প্রতিবছর ১০ জন সুবিধাভোগী হিসেবে ৫ বছরে মোট ৫০ জন	২০১৯ থেকে ২০২৪	১০০.০০	উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল ও মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৩।	গৃহ বরাদ্ধ	২৩-২৪	১৭,০০০০০০	উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল ও মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫.১.১৩ আইন শৃংখলা বিষয়ক কমিটি ঃ

ক্রঃনং	পরিকল্পনা ও কর্মসূচী	অর্থবছর	বাজেট (লক্ষ টাকা)	কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপসমূহ
০১।	মৎস্য সম্পদ রক্ষার্থে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্ট্রাইকিং কর্মসূচী (প্রতি বছর ২০টি)	২০১৯-২০২৪	৯.০০	উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল হতে বরাদ্দকৃত (মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও অভয়াশ্রম সৃষ্টির লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় আইন শৃংখলা বাহিনী, যানবাহন পরিচালনা ও আনুসঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ)
০২।	হাওর এলাকায় পুলিশি টহল ও কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম প্রতিবছর ৬ মাস করে বিদ্যমান থাকবে।	২০১৯-২৪	১৬.০০	গবাদি পশু, ধান ও অন্যান্য শস্য চুরি, ডাকাতি থেকে রক্ষাকল্পে নিয়মিত টহল ও স্থানীয় সুবিধাভোগীদের কমিউনিটি পুলিশিং-এ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।
০৩।	আনসার-ভিডিপি কার্যালয়ের সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম	২০১৯-২৪	২.০০	উপজেলা আনসার ভিডিপি কার্যালয়কে যুগোপযোগী করণ এবং স্টোর/স্ট্রং রুম

				ব্যবস্থাকরণ
০৪।	আনসার ভিডিপি সদস্যদেরকে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ এবং আনুষাঙ্গিক (পোষাকাদি, ছাতা, টর্চ লাইট ও অন্যান্য) কার্যক্রম পরিচালনা প্রতিবছর কমপক্ষে ২টি প্রশিক্ষণ এবং লজিস্টিক সাপোর্ট বিতরণ ৫০ জনের।	২০১৯-২৪	৫.০০	উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সমাজ কল্যাণ ও মানব সম্পদ খাতের ব্যয় বরাদ্দ থেকে নির্বাহ করা জরুরী।

৫.১.১৪ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি ঃ

ক্রঃনং	পরিকল্পনা ও কর্মসূচী	অর্থবছর	বাজেট (লক্ষ টাকা)	কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপসমূহ
০১।	সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলোর শিল্পী ও কলাকুশলীদের ব্যবহারের জন্য বাদ্যযন্ত্র ও আনুসঙ্গিক আসবাবপত্র ক্রয়	২০১৯-২১	১০.০০	শিল্পকলা, গণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, সরগ্ম সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসহ স্কুল, কলেজসমূহে উপকরণাদি বিতরণ
০২।	শিল্প ও সংস্কৃতি বিকাশের জন্য উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ	২০২৩-২৪	৫.০০	ক্রীড়া সংস্থার বিল্ডিংকে উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করে দ্বিতল ভবন ও হলরুম নির্মাণ (যা একই সাথে শিল্পকলা ও গণ পাঠাগার হিসেবে ব্যবহৃত হবে)
০৩।	প্রতি জাতীয় দিবসে সংস্কৃতি বিকাশের জন্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী, উপজেলা পরিষদের সকল কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে তিন স্তরে প্রতিযোগিতা (সাংস্কৃতিক) আয়োজন করা।	২০১৯-২৪	৫.০০	উপজেলা প্রশাসন ও পরিষদ যৌথভাবে

৫.১.১৫ বন ও পরিবেশ বিষয়ক কমিটি ঃ

ক্রঃনং	পরিকল্পনা ও কর্মসূচী	অর্থবছর	বাজেট (লক্ষ টাকা)	কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপসমূহ
০১।	বন ও পরিবেশ বিষয়ক কমিটি কর্তৃক স্কুল, কলেজ ও ইউনিয়ন পরিষদে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত সচেতনতামূলক উন্মুক্ত জনসভা। বৎসরে প্রতি ইউনিয়নে ২টি করে মোট ১৪টি	২০১৯-২৪	৭.০০	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণ ও অন্যান্য সরকারি অফিস, বেসরকারি সংস্থা পরিবেশ বান্ধবকরণ, সুপেয় পানি ও পর্যাপ্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।

৫.১.১৬ অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি ঃ

ক্রঃনং	পরিকল্পনা ও কর্মসূচী	অর্থবছর	বাজেট	কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপসমূহ
০১।	উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিভাগসমূহে পরিষদের বার্ষিক আয়/ব্যয় সমন্বয় সাধনে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা আহ্বান করবে। প্রতি সভায় ন্যূনতম ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা করে।	২০১৯-২৪	প্রতি বছর ২৪,০০০/- টাকা করে পাঁচ বছরে ১,২০,০০০/-	উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (মানব সম্পদ ও সমাজ কল্যাণ উন্নয়ন খাত হতে)
০২।	হাওর বেষ্টিত কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পর্যটন খাতকে সম্ভাবনাময় করার ক্ষেত্রে দর্শনীয় স্থান, উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থাপনা এবং কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার প্রাণ বলে খ্যাত কিশোরগঞ্জ সদর বেড়ীবাঁধের অবকাঠামো/পরিবেশ উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প। পর্যটক আকর্ষণে নৌকাবাইচ সহ ঐতিহাসিক স্থাপনা সংরক্ষণ (উন্মুক্ত মঞ্চ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পর্যাপ্ত বসার বেঞ্চ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা	২০১৯-২৪	সম্ভাব্য ব্যয় প্রতি প্রকল্পে ৫,০০,০০০/- করে মোট ৫০,০০,০০০/-	১) উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২) ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব তহবিল ৩) ইউনিয়ন পরিষদের ইউপিজিপি তহবিল ৪) পর্যটকদের দর্শন বিনিময় মূল্য

	সংরক্ষণে কিশোরগঞ্জ সদর বেড়ীবাঁধ সহ ৭টি ইউনিয়নে ৭টি সহ মোট ১০টি প্রকল্প)			

৫.১.১৭ বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কমিটি ঃ

বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২৭)

ক্রঃনং	পরিকল্পনা ও কর্মসূচী	অর্থবছর	বাজেট (লক্ষ টাকা)	কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপসমুহ/বাস্তবায়নকারী সংস্থা
০১।	পাইকারি দোকান সহ বড় বড় খুচরা দোকানের মূল্য তালিকা প্রদর্শন ও এ সংক্রান্ত সাইনবোর্ড এবং ইজারাদার কর্তৃক দ্রব্যমূল্যের উপর আরোপিত টোল মূল্য (সরকার কর্তৃক নির্ধারিত) প্রদর্শনী সাইনবোর্ড স্থাপন (৭টি ইউনিয়নের পেরিফেরীভূক্ত ৭টি বাজার ও অন্যান্য বড় হাট বাজারের ক্ষেত্রে)	২০২২ হতে ২০২৭	৬.০০	হাট বাজার উন্নয়নে ইজারা মূল্যের ধার্যকৃত অংশ থেকে ব্যয় এবং উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব তহবিল
০২।	প্রতি ইউনিয়নের প্রধান খুচরা বা পাইকারী বাজার বণিক/ বাজার সমিতির সাথে মাসে অন্ততঃ একবার উপজেলা পরিষদের কমিটির মত বিনিময় ও প্রচারণা। প্রতিমাসে ১টি, বছরে ১২ টি হিসেবে ৫ বছরে ৬০ টি।	২০২২ হতে ২০২৭	৩.৫০	উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এবং বাজার ও বণিক সমিতি কর্তৃক প্রদেয় অর্থ বাজেট ও জনবল

৫.১.১৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটি ঃ

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা একটি হাওর বেষ্ঠিত এলাকা। এলাকাটি অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া জনপদ। জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য গৃহিতব্য প্রকল্প গুলি বাস্তবায়ন আশু প্রয়োজন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ ২০২২-২৭

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ কিঃমিঃ/ সংখ্যা	সম্ভাব্য ব্যয় (টাকা ও মেঃ টন)	ব্যয়ের উৎস
০১	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা)	২৯০ টি প্রকল্প	৩২০০.৫৪১৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
০২	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) রাস্তা, স্কুল, ঈদগাহ, মাঠ, মসজিদ, মন্দির, শ্মশান, কবরস্থান বিভিন্ন সমাজ মূলক প্রতিষ্ঠন উন্নয়ন।	১৩২৬ টি প্রকল্প	২৫৬০.০০	,,
০৩	অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী প্রকল্প	১৫০ টি প্রকল্প	৩,৭০,০০,০০০/-	,,
০৪	সেতু/কালভার্ট নির্মাণ।	১০ টি সেতু	৩,২০,০০,০০০/-	,,
০৫	কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতাল মোড় হতে মোহরকোণা পর্যন্ত রাস্তায় বৃক্ষ রোপন।		৫,১২,৪৬৯/-	,,
০৬	ভিজিএফ	৪৫,৫৩৫ টি কার্ড	৪৫৫,৩৫০ মেঃ টন	,,
০৭	ঢেউটিন	২৬২ বান্ডিল	১৮,৩৪,০০০/-	,,
০৮	জি আর চাল		৩২৫.০০০ মেঃ টন	,,
০৯	জি আর ক্যাশ/ গ্রহ মঞ্জুরী বাবদ টাকা		১৪,৪২,৬৫৮/-	,,
১০	শীত বস্ত্র, শাড়ী, লুঙ্গি, চাদর, কম্বল ইত্যাদি	৬০০০ টি	৫০,৫৫,৭৪৪/-	,,

৫.১.১৯ খাদ্য নিয়ন্ত্রক বিষয়ক কমিটি ঃ

খাদ্য নিয়ন্ত্রক বিষয়ক কর্ম পরিকল্পনা (২০২২-২৭) অর্থ বছর

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	সুফলের ধরণ	অর্থ/সম্পদের উৎস	কাজের পরিমাণ (একক)	কাজের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীদের সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
১।	ধান ও চাল সংগ্রহ	আপদকালীন মজুদ	খাদ্য মন্ত্রণালয়	২ মৌসুম	২০৯.২৯	-	

পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২৭)

ক্রঃ নং	অর্থ বছর	কাজের বিবরণ	সুফলের ধরণ	অর্থ/সম্পদের উৎস	কাজের পরিমাণ (একক)	কাজের সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীদের সংখ্যা (জন)
১।	২০২২-২৩	ধান ও চাল সংগ্রহ	আপদকালীন মজুদ	খাদ্য মন্ত্রণালয়	২ মৌসুম	৩১০.০০	-
২।	২০২৩-২৪	ধান ও চাল সংগ্রহ	আপদকালীন মজুদ	খাদ্য মন্ত্রণালয়	২ মৌসুম	৩৪০.০০	-
৩।	২০২৪-২৫	ধান ও চাল সংগ্রহ	আপদকালীন মজুদ	খাদ্য মন্ত্রণালয়	২ মৌসুম	৩৭০.০০	-
৪।	২০২৫-২৬	ধান ও চাল সংগ্রহ	আপদকালীন মজুদ	খাদ্য মন্ত্রণালয়	২ মৌসুম	৪০০.০০	-
৫।	২০২৬-২৭	ধান ও চাল সংগ্রহ	আপদকালীন মজুদ	খাদ্য মন্ত্রণালয়	২ মৌসুম	৪১০.০০	-
	সর্বমোট					**১৮৩০.০০**	

নোটঃ খাদ্য ক্রয় ও মজুদ ছাড়া সরকারি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় খাদ্য বিভাগের অংশগ্রহণ নেই।

১১.পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করে:

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন।

পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১২. বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে:

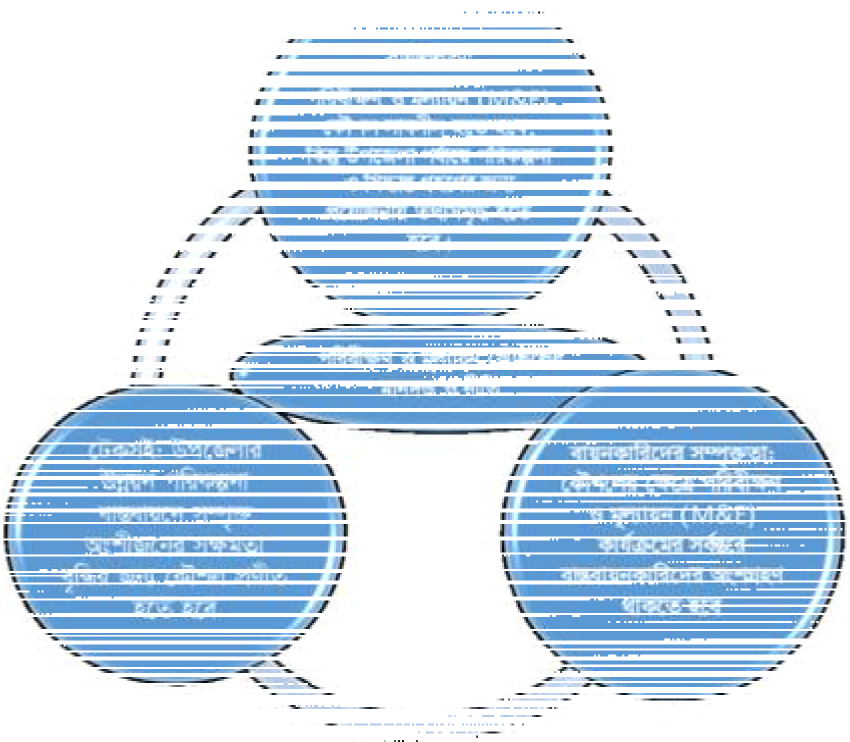

এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

১৩. বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীক্ষণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে।

সারণী ১: ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (. . . . . . অর্থ বছরের . . . . ত্রৈমাসিক)

প্রতিটি খাতের প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক (output Indicator)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Target)	এই তারিখ পর্যন্ত সম্পাদন	এই তারিখ পর্যন্ত উপকারভোগী	এই তারিখ পর্যন্ত আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	এই তারিখ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থ ছাড় / ব্যায়
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

সারণী ২: বার্ষিক অগ্রগতি / সম্পাদন প্রতিবেদন (. . . . . .অর্থ বছর)

খাত ভিত্তিক প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক(Outputs Indicators)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Targets)	সম্পাদন (Accomplishment)	উপকারভোগী খাত (Beneficiary Sector)	আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	প্রকৃত বরাদ্দ
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো:

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেতও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্প/ স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্তুত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে ইউএনও অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং চুড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশল:

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও পৌরসভায় প্রেরণ করবে।

সার-সংক্ষেপঃ

উপজেলা পর্যায়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। উপজেলার আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণিত হয় । যা উপজেলার টেকসই মানব উন্নয়ন, সুশাসন বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্রমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সেবার মান উন্নয়ন করা, সীমিত সম্পদের মাধ্যমে বাধা অতিক্রম করে উপজেলার কাজ কে তরান্বিত করা। উপজেলা পরিষদের জনগণের জীবনযাত্রার মানের গুনগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিকলী উপজেলা পরিষদের সকল হস্তান্তরিত,অহস্তান্তরিত বিভাগসমূহের, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহকে যুক্ত করে উপজেলার নিজস্ব সম্পদ, অনুদান,উন্নয়ন বরাদ্দ এবং অন্যান্য বিভাগ/সংস্থাসমূহের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।এই উপজেলা একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহন করেছে, যা বাস্তবায়নযোগ্য।সফলতা বয়ে আনবে এটাই প্রত্যাশা।

উপজেলার বিভিন্ন কর্মকান্ডের স্থিরচিত্রঃ